বাসার ফল। আপনি আমার পূর্ব্বপ্রণীত গ্র...
আমাকে যাদৃশ উৎসাহিত করিয়াছেন তাদৃশ ...
আপনার স্বভাবসিদ্ধ এবং কুলোচিত-সত্য; ...
প্রাপ্তি পক্ষে তাহা নিতান্ত সুদুর্লভ; নরপতে...
বিদ্যাধনে নিতান্ত দীন; জানি না আ...
সামান্য উপহারে আপনাকে কিরূপ সন্তুষ্ট
তবে ভরসা এই ভাগ্যবান্ ভক্তের চন্দ...
দল-দ্বারা ভগবান্ যাদৃশ সন্তুষ্ট, অকিঞ্চন ভক্তের
তাদৃশ বা তদপেক্ষাও অধিক; বোধ হয় ...
ব্রজবালকগণ, বিবিধ-বন-কুসুম-সংগ্রহ করিয়া মা...
গ্রন্থন করত তদ্দ্বারা ভগবান্ বনমালীকে সা...
দিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিল। অধিরাজ! ...
সেই আনন্দের দিন, এই গ্রহণ করুন ...!
...করে এই তরুণ-তাপসীকে
...স্থির হই, বিস্ত...মতি,

আশ্রিত
শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচা...
পণ্ডিত
...

বিজ্ঞাপন।

আজি আমার কি শুভদিন! আর বার যে আমি সাহিত্য-সংসারে
অবতীর্ণ হইয়া, পাঠক মহাশয় গণের সহিত সাক্ষাৎ করিব আমার
সে আশালতা, প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিল—কেবল পাঠকবর্গের স্নেহ-
বারি সিঞ্চনে জীবিত থাকিয়া ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়াছে। এক্ষণে
ফুলফলে সুশোভিত হইলেই কৃতার্থ হই। আমার এই "তরুণ-
তাপসী অথবা প্রভাবতী বা পতিপ্রিয়া" মৎপ্রণীত উপাখ্যানত্রয়ের
সর্ব্বোৎকৃষ্ট শেষ ভাগ; আমার বিবেচনায় ইহা, মাতা পিতা,
সন্তান সন্ততি এবং যুবক যুবতীর বিশেষ আদরের ধন হইবার স্থলে, কি
সম্ভাবনা; তবে যে আমি তরুণ-তাপসীতে কতদূর কি উত্তিদ নিচয়ে,
তাহা পাঠকবর্গের মীমাংসার উপর নির্ভর, কি বলিব মা!! কোথাও আপ-
এই উপাখ্যান ভাগের "প্রভাবতী বা প চর হয় না। মা! আপনার বলেই
"কনক-নলিনী" গ্রন্থের পৃষ্ঠে, বিজ কাব্যের স্রষ্টা; আপনার বলেই ব্যাস
কোন গ্রন্থকার আমার বিজ্ঞাপ পনার বলেই বীরগণের মহাগৌরব; আপ-
নাম দিয়া খণ্ডশঃ প্রকাশ ক তি, সমাজোন্নতি, এবং আপনার বলেই জীবের ধন
"প্রভাবতী বা পতিপ্রি স্বাধীনতা, প্রভৃতি; মা! যে মনুষ্যগণ আপনার
নাম দিলাম, ইহা চেষ্টা করে না, তাহারা ঘোর নির্ব্বোধ; মা!
হইতে পারে। প পনার উপাসনা করে না, তাহারা ঘোর নারকী; এবং বাঞ্ছিত
বস্তু" সত্ত্ব পথে ধাবিত হইতে নিতান্ত অক্ষম; জননি! একদিন এই ভারতে
আপনার যথার্থ পূজা হইত, একদিন মহামহোপাধ্যায় ভারত-

এবং তিনেই এক; কাজেই এই গ্রন্থত্রয় পাঠ না করিলে উপাখ্যান ভাগের সম্যক্ রসলাভের সম্ভাবনা নাই।

২। কনক-নলিনীর উপসংহারে যে ভুল ছিল, তাহা ইহার পূর্ব্বভাগে সংশোধন করিয়া দিলাম।

৩। মৎ প্রণীত পুস্তক সকল সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিপজী-টারিতে, ক্যানিং লায়ব্রেরিতে, ন্যাসানেল লায়ব্রেরিতে, চিনাবাজার পন্ন চন্দ্রনাথের দোকানে, বি বাঁড়ুর্য্যের দোকানে কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলে, হুগলি এবং বর্দ্ধমানে পাওয়া যায়।

সরোজ-বাসিনী মূল্য ... ... ১ এক টাকা
কনক-নলিনী মূল্য ... ... ১ এক টাকা
তরুণ-তাপসী মূল্য ... ... ১ এক টাকা
কলির অবতার অথবা বেসছেলে (হাস্য রসোদ্দীপক প্রহসন)
মূল্য ... ... ।০ চারি আনা
অভিনব ভূগোলসূত্র (অতি উৎকৃষ্ট) মূল্য ৶০ তিন আনা

কার্ত্তিক

গ্রন্থকার
শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য

শক্তিস্তোত্র।

—:০:—

মা বিশ্বজননি! আজি আমি আপনার অভয়চরণে শরণাগত, আপনার কৃপা ভিন্ন এ-দীনের কৃতার্থ হইবার উপায় কি আছে মা? মা! আমি যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি সেই দিকেই আপনার অনন্ত শক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাই। জননি! আপনার সহায়তা ভিন্ন এ অনন্ত বিশ্বের কোন কার্য্যই সুসপন্ন হয় নাই এবং হইবেও না। এই অনন্ত রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সাধনের ধন, জীবনের জীবন সেই পরম পুরুষ আপনার বলেই বলবান্; মা! আপনিই ঈশ্বরের ঈশ্বরী; যদি আপনি সেই ঈশ্বরে অনন্ত শক্তি প্রকাশ না করিতেন, তবে তিনি কখনই এই অনন্ত কৌশলময় অনন্তবিশ্ব নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইতেন না। আপনিই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব এবং শিবের শিবত্ব; আপনিই যোগিগণের যোগ শক্তি, কবিগণের চিন্তাশক্তি, দাতাগণের দান শক্তি, এবং বীরগণের গতিমুক্তি; এই অনন্ত বিশ্বে এমন পদার্থ দেখিতে পাই না, যেখানে আপনার মহতী শক্তি অনুক্ষণ প্রকাশ না পাইতেছে। কি স্থলে, কি জলে, কি শূন্যে, কি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিতে, কি উদ্ভিদ নিচয়ে, কি প্রাণিবর্গে, কি অতি অদৃশ্যসূক্ষ্মস্থানে, কি বলিব মা!! কোথাও আপনার মহাশক্তির অভাব দৃষ্টি গোচর হয় না। মা! আপনার বলেই কালিদাস সুললিত মহাকাব্যের স্রষ্টা; আপনার বলেই ব্যাস বাল্মীকি কবিগুরু; আপনার বলেই বীরগণের মহাগৌরব; আপনার বলেই দেশোন্নতি, সমাজোন্নতি, এবং আপনার বলেই জীবের ধন মান পদ গৌরব স্বাধীনতা প্রভৃতি; মা! যে মনুষ্যগণ আপনার মহিমা জানিতে চেষ্টা করে না, তাহারা ঘোর নির্ব্বোধ; মা! যাহারা আপনার উপাসনা করে না, তাহারা ঘোর নারকী; এবং বাঞ্ছিত পথে ধাবিত হইতে নিতান্ত অক্ষম; জননি! একদিন এই ভারতে আপনার যথার্থ পূজা হইত, একদিন মহামহোপাধ্যায় ভারত-

সন্তানগণ, আপনি কি পদার্থ তাহা চিনিতেন, একদিন স্বয়ংব্রহ্ম রামচন্দ্র ভক্তিভাবে আপনার পূজা করিয়া গিয়াছেন। একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার শ্রীচরণানুগ্রহেই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া স্বকীয় ঐশি শক্তি সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। একদিন চৈতন্যদেব আপনার বলেই ভারত সন্তাণগণকে মাতাইয়া গিয়াছেন। আমি যে দিকে যখন মনঃসংযোগের সহিত নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকে, তখনই আপনার প্রভাবের কিছু কিছু করিয়া পরিচয় পাই। মা! এক্ষণে আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়ের দিন গত হইয়া গিয়াছে। ভারত আর ভারত নাই। এখানে আর প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ডকিরণ প্রকাশ পায় না। এখানে আর বিমল শশধরের বিমল কিরণ পতিত হয় না। এখানে আর সেই স্বর্গীয় সুখ বায়ু প্রবাহিত হয় না। যে দিন আপনি অপরিণাম দর্শী নরাধম ভারত সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেইদিন হইতেই ভারত, ঘোর অন্ধকারে আবৃত, দাসত্ব-নরক-গন্ধে পরিপূর্ণ; কাপুরুষদিগের কু ব্যবহারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মা! (আপনার অভাবে) আমাদিগের জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান শক্তি নাই; তাহা না হইলে আজি আমরা আপনাকে ব্যঙ্গ করিব কেন? স্থানে স্থানে আপনার মহা-শক্তি মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ব্যঙ্গের সহিত পূজা করিব কেন? আপনার সেই মনোমুগ্ধকরীগরীয়সী শক্তিরশক্তিপরিজ্ঞানে অন্ধহইয়া তাহার উপর কতকগুলি ইতর ভাব স্থাপন করিব কেন? আপনি শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী মহাশক্তি ছিলেন, এক্ষণে আমাদের গুণে ছাগমুণ্ডঘাতিনী, ব্রাহ্মণপালিনী, কুৎসিৎকর্ম্মকারিণী, শক্তি নাশিনী হইয়া কসাই কালী নামে পরিগণিত হইয়াছেন। এক সময় আপনি বীরাগ্রগণ্য রাবণারি রামের সীতা উদ্ধার কারিণী ছিলেন, এক্ষণে সেই আপনি আমাদের হস্তে পড়িয়া আমোদ দায়িনী, রসা-লাপের পথ প্রদর্শিনী, বিষ্ঠামারক, পাদুকা বাহক, দাসানুদাস গণের

স্ত্রী দর্শিনী, অকথ্য অখাদ্য সকলের সংগ্রাহিণী, সোধালয় সংস্কার কারিণী, বারাণসী ঢাকাই, শান্তিপুরেসাটী সঞ্চয়িনী, চূড়ী মিশি আতর গোলাপ বাহিনী, স্বর্ণ রৌপ্য হীরক জড়িত ভূষণাকাঙ্ক্ষিণী দশ হস্ত ধারিণী দুর্গানাম্নী প্রতিমা হইয়াছেন। মা! একদিন আপনি দুর্গ বিঘাতিনী ছিলেন, এক্ষণে মত্তুল্য মহাবলগণের ভুজবলে গুপ্ত মন্ত্র ঘাতিনী হইয়াছেন। মা! আর আপনি কোন্ গুণে আমাদিগকে দয়া করিবেন? কোন্ গুণেই বা আমরা আপনার শক্তিতে শক্তি সম্পন্ন হইব? মা! মাতৃহীন বালকের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়া থাকে, সেইরূপই আমাদের হইতেছে। দয়াময়ি! আর না, অনেক হইয়াছে. একবার কৃপা নয়নে পবিত্র করুন। একবার অনন্ত শক্তির কণামাত্র বিতরণ করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন। আপনার শ্রীচরণে এ দীনদাসের সহস্র প্রণাম;

সরস্বতী-বন্দনা।

"সারদে বরদে মাগো নির্ম্মল বরণি!
শতদলে বিরাজিত জ্ঞান-সিন্ধু তরঙ্গিণি!

তব কমল চরণে, ভক্ত-মন-অলি গণে,
মত্তমকরন্দ পানে, করে গো মধুর ধ্বনি।
করি-শুণ্ড পদ উরু, তাহে শোভে নিতম্ব চারু,
সুললিত কটী দেশে, প'রেছ হার মুক্তামণি।
বিস্তৃত তব উদর, বিদ্যা-রত্ন-আকর,
দানে না হয় ক্ষয়, সীমা কত নাহি জানি।
তব হৃদয় আকাশে, জ্ঞান ভানু সু প্রকাশে,
উদয় অস্ত গিরি-বর, কুচ-যুগ-ধারিণী।
করেতে বাজায়ে বীণে, রাগ রাগিণী গণে,
গাঁথিয়াছ সপ্তস্বরে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি

পূর্ব্বভাষ।

"সরোজ-বাসিনীর" প্রিয় শিষ্যা ইন্দুবালা কোন সময় সুখাসনে আসীন হইলে, প্রিয়সখী বাসন্তী কহিতে লাগিলেন সখি ইন্দুবালে! সে-দিবস "কনক-নলিনীর" উপাখ্যান শেষ করিয়া আমাকে কহিয়াছিলে সখি! "কনক-নলিনীর" প্রিয়সখী নগবালার প্রাণপতি সনৎকুমার দ্বারা কথিত এক উপাখ্যান আছে, তাহার প্রধানা নায়িকা "তরুণ-তাপসী অথবা প্রভাবতী বা পতিপ্রিয়া" তাঁহার উপাখ্যান অতীব হৃদয়গ্রাহী; আমি সেই পতিপ্রাণা সরলার জীবন-বৃত্তান্ত শ্রবণার্থ নিতান্ত উৎসুখ হইয়াছি, যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে তাঁহা কীর্ত্তন করিয়া প্রবল কৌতূহল নিবারণ কর। ইন্দুবালা কহিলেন সখি! শুনিবে তবে শোন—

একদিন বৈকালে নগবালা এবং হেমাঙ্গী একত্রে উপবেশন করিয়া নানাবিধ কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, অদূরস্থ এক প্রকোষ্ঠে এক সন্ন্যাসিনী নিদ্রার ভাণ করিয়া তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিতেছেন, আর এক একবার অতি সাবধানে কনক-নলিনীকে দর্শন করত নীরবে রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় বাজিরাও এবং সনৎকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরিহাসে গত হইলে পর, বাজিরাও কহিলেন, সনৎ বাবু! আপনি কহিয়াছিলেন, আমি দেশ ভ্রমণ কালে নানা স্থানের নানা ব্যাপার দর্শন ও নানাবিষয় শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে "প্রভাবতী বা পতি-প্রিয়ার" অথবা তরুণ-তাপসীর উপাখ্যান অতীব হৃদয় গ্রাহী; শুনিয়াছি প্রভাবতী স্ত্রীজাতিকে সতী ধর্ম্ম ও পতি ভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী; এক্ষণে সেই উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। সনৎকুমার শ্রবণ করিয়া কহিলেন মহাশয়! বড় সুন্দর বিষয় স্মরণ করিয়া দিয়াছেন,-তবে শ্রবণ করুন। সকলে শ্রবণোৎসুক হইলে, সনৎকুমার কহিতে লাগিলেন—

তরুণ-তাপসী।

অথবা

(প্রভাবতী বা পতি-প্রিয়া)

—:০:—

প্রথম-পরিচ্ছেদ।

বসন্ত কালের অপরাহ্ন অতিমনোহর সময়; বিবিধ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সদ্‌গন্ধে দশদিক আমোদিত করিতেছে। দক্ষিণ পবন মৃদু মন্দ প্রবাহে পুষ্পগন্ধ হরণ করত জীবমাত্রকে উপহার দিয়া প্রফুল্লিত করিতেছে। ভ্রমরাবলি মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্‌স্বরে বসন্ত রাজের জয় ঘোষণা করিতেছে। কোকিলকুল, নবপল্লবে কালো দেহ আবৃত করিয়া কুহুরবে শ্রবণ বিবরে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে। অপরাপর গায়ক পক্ষী সকল মনের অনুরাগে নানাবিধ রাগ রাগিণীতে গান ধরিয়া জগৎপতির গুণ গানে আসক্ত হইয়াছে। পাদপাবলি নব-পল্লবরূপচামর ব্যজন করিয়া তাহাদিগের পরিশ্রম হরণ করিতেছে। কমলিনী নীলজলে রূপের ভাণ্ডার খুলিয়া গাল ভরা হাসি হাসিয়া ভ্রমরের সহিত কত লোকের মুণ্ডপাত করিতেছে। দিনমণি স্বুবর্ণ করে কমলিনীর সোণার অঙ্গ সেবা করিতেছে। জলচর পক্ষীগণে মনের আনন্দে সরসী জলে সাঁতার দিতেছে। যুবক সকল বেশভূষা সম্পন্ন করিয়া ভ্রমণ জন্য দলে দলে বাহির হইয়াছেন। যুবতীগণ নিজনিজ মনোমত সাজ সজ্জা সম্পন্ন করত দর্পণ তলে

মুখশশী দর্শন করিয়া মিটি মিটি হাস্য করিতেছেন, আর এক একবার মনঃ প্রাণ বিমোহন, যৌবনের সারধন কাল জয়ী কুচ যুগল অবলোকন করিয়া স্বকরে সুধাকর ধরিতেছেন।

কোন কোন যুবতী প্রিয়তমের প্রতিনিধি কলসীর গলদেশ ভুজলতায় বেষ্টন করত গমনে রাজহংসীকে লজ্জা দিয়া অবগাহন মানসে তরঙ্গিণী নীরে সর্ব্বাঙ্গ লুক্কায়িত পূর্ব্বক তরঙ্গোপরি স্বর্ণ পদ্ম ফুটাইয়া বসিয়া আছেন। তরঙ্গিণী অসংখ্য তরঙ্গ বিস্তার করিয়া আঘাতে আঘাতে তাঁহার গাত্রমল ধৌত করিতেছে। রমণীর পশ্চাদ্ভাগে প্রলম্বিত কেশদাম মুখ খানিকে বিশেষ শোভায় শোভিত করিয়া মেঘ হৃদয়স্থ সৌদামিনীকে, ভ্রমরমালা বেষ্টিত কমলিনীকে এবং রাহু গ্রস্ত শশধরকেও লজ্জা দিতেছে। জলমগ্ন কুচযুগল, তরঙ্গমালা বিচূর্ণিত করিয়া নিজ গুণ গরিমার বিশেষ পরিচয় দিয়া তটস্থ চতুর দর্শকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতেছে। প্রৌঢ়াগণ নববধূ দিগের বেশ ভূষা সম্পন্ন করিয়া দিয়া, এবং তাহাদিগকে কত মতের কত শত উপদেশ দিয়া যুবতীর পদে স্থাপিত করিতেছেন। আর তাহারা কালযামিনীর আগমন চিন্তা করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে দারুণ ভয়ে জড় সড় হইতেছে। স্বার্থ বাহ পথিকেরা অবস্থান জন্য স্থানান্বেষণ করিতেছে। এমন সময় একটী ভদ্র লোক, নিজ প্রিয়তমা জায়াকে এবং অজাত যৌবনা একটী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ডাকগাড়ী হইতে অবরোহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। ভদ্র লোকের আকার প্রকার অবলোকন করিলে তাঁহাকে কোন সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃও তাঁহার বাহ্যাকার অতিরমণীয়; অন্তঃকরণ তদপেক্ষাও প্রীতিপ্রদ; সঙ্গে পরমা সুন্দরী রমণী; যদিও রমণী যৌবন সীমা অতিক্রম করিয়াছেন তথাচ তাঁহার সৌন্দর্য্যের অপচয় হয় নাই। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণানদী,

ভূপতে!* যদি আপনি পশ্চাৎ ভাগ হইতে এই কামিনীকে দর্শন করিতেন, তবে ইহাঁকে ষোড়শী যুবতী না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। যেমন রূপেরছটা তেমনি নির্ম্মাণ কৌশল, বিশেষ, এক কন্যামাত্রের জননী; সুতরাং স্বামী সেবায় বিশেষ নিপুণা; বস্তুতও যুবতী কখন প্রৌঢ়ার ন্যায় স্বামীর মনোহরণে পারগ নহেন। সন্তান না হইলে স্বামীর প্রতি বিশেষ যত্ন হয় না, একথা আপনি কেন অনেকেই স্বীকার করিবেন। আমাদের ভদ্র মহিলা একান্ত স্বামীপরায়ণা; স্বামী সেবা ভিন্ন প্রাণান্তেও জল গ্রহণ করেন না। সঙ্গে অজ্ঞাত যৌবনা দুহিতা; সিতাষ্টমীর শশীকলা, ঈশ্বরের আদরের সৃষ্টি; বস্তুতও সরলার সর্ব্বাঙ্গ বিশেষ রূপ অবলোকন করিলে পরমেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায়না। যেমন মুখশশী, তেমনই তরলায়ত কমল লোচন; তেমনই অরাল কেশদাম; যেমন গৃধিনী বিনিন্দি কর্ণ তেমনই মুক্তাকলাপীকৃত দন্তপংক্তি, হস্তদ্বয় মৃণাল বিনিন্দি, সর্ব্বাঙ্গ সুগোল সুকোমল, মুখে সদাই হাসি; অজ্ঞাত যৌবন নিবন্ধন সরল মনের সরল হাসি, অমৃত মাখা কথার সহিত সদাই হাসি, জনক জননীর নিকট আব্দারের সহিত সদাই হাসি, এ দাও, ও দাও, এ কর, ও-কর, না-দিতেই হইবে, কেন আমায় দেবেনা? তবে আমি যাইব না বলিয়া একটু অমৃতময় ক্রোধের সহিত এক একটু লাল অধরের মধুর হাসি; এ-হাসিতে জগৎ ভুলে; এ-সরল হাসিতে জগৎ হাসে; এ-সরল ভাবে জগৎ তাহার পদানত হয়, এ-হাসিতে শত্রুও মিত্র হয়, এ-হাসিতে সন্তপ্তও হাসিয়া ফেলে, ঐ-হাসিতে অপ্রেমিকও প্রেমিক হয়। এ-হাসি, জগৎকে ভাল বাসা শিখাইতে বিশেষ পটু; [illegible] কাড়াদার নাম সৌরীন্দ্রমোহন, প্রৌঢ়ার নাম মুক্তকেশী; ...তেবাটী বাক্তি। প্রভাবতী; সৌরীন্দ্রমোহন বাহিরে আসিয়া চ... হন দাঁড়াও, আমি

* এখানে সনৎকুমার, বাজিয়াওকে সম্বোধন করিতেছে

পূর্ব্বক গো-যান ভিন্ন অন্যবিধ কোন যান দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা এক গো-যান চালকের নিকটে আগমন করিয়া কহিলেন ওহে বাপু; "সীতাবাটী" যাইতে পারিবে? সে-কহিল মুশয়! আমগার এই জাতির ব্যবসা, পারবো না ত কি? কি দেবেন বল? সৌরীন্দ্রমোহন উত্তর করিলেন, পাঁচটাকা; শকট চালক কহিল, না মুশয়! এইতি যাতি পারবনা। সে-অনেক ধূর, এত কম ভাড়াতে আম্‌গার পোসাবেনা। দশ টাকা না দিলি মুই যাবনা সৌরীন্দ্রমোহন অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া কহিলেন বাপু! তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল আম্‌গার নাম "ময়জুদ্দীনস্যাক"; সৌরীন্দ্রমোহন কহিলেন আচ্ছা বাপু; তবে এখন আমার দ্রব্যাদি গাড়ীতে আনিয়া তোল; ময়জুদ্দীন কহিল যে আজ্ঞে চল্লাম। এই বলিয়া দ্রব্যাদি সমস্ত গাড়ীতে বোঝাই দিয়া কহিল আপনারা তবে ওট, আর দেরি কেন? দেব! বাজিরাও! গো-যানের কিরূপ অবস্থা, গমনে কিরূপ কষ্ট, তাহার আর বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই, আপনি প্রায়ই তাহা কোন না কোন স্থানে দর্শন করিয়া থাকিবেন। সৌরীন্দ্রাদি তিনজনে সেই যানে আরোহণ করিলে, গাড়ী হেলিতে দুলিতে, হেলিতে দুলিতে, ক্যাঁ কোঁ শব্দে গমন করিল। ক্রমে ক্রমে গো-যান এক প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে দেখিতে দেখিতে ভগবান্ সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তাঁহার লালবর্ণ কিরণমালা পর্ব্বতচূড়া, সৌধশিখর এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষমস্তককে রক্তবর্ণে সুশোভিত করিল। গো মহিষাদি গ্রাম্য জন্তুগণ, পালে পালে গ্রামাভিমুখে প্রস্থান প্রদ: সন্ধ্যা [illegible] গেল। পক্ষীগণ নিজনিজ কুলায়াভিমুখে শূন্যপক্ষে অতিক্রম করিয়াছে। [illegible] হইল। স্বভাব এক মনোহরবেশধারণকরিল। আমাদের পূর্ণানন্দী [illegible] নিরানন্দে, আলাপে বিলাপে, স্পষ্টরবে

কলরবে, পৃথিবী এক অভিনবভাব ধারণ করিল। এই স্বভাবের ভাব যদি চিরকাল এক অবস্থায় থাকিত তাহা হইলে কখনই আমাদের প্রীতিপ্রদ হইত না। কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য নিয়ম, কি-উভয় সন্ধ্যা, কি মধ্যাহ্ন, কি অপরাহ্ন, কি নিশা, সকল সময়ই, এক স্বভাবের গুণে নবনবভাব ধারণ করিয়া আমাদের মনোনয়নের প্রীতি সম্পাদন করে।

একে বসন্তকাল, তাহাতে সন্ধ্যা; এ-সময় যে কি রূপ মধুর এবং আনন্দপ্রদ, যিনি স্বভাবের শোভা দর্শনার্থ সময়ে সময়ে প্রান্তরাদি ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনিই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ; দূর হইতে কোকিলধ্বনি শ্রবণ করিলে আর কিন্নর-কণ্ঠ-বিনির্গত গীতিও ভাল লাগে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মধুরস্বর শ্রবণ বিবরে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতে থাকে। সুখ দুঃখে ভাসমানা কুমুদিনী এবং নলিনীর অবস্থা আমাদিগকে এক অভিনব ভাবে নিমগ্ন করে। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। সরোবরে কুমুদিনী, স্থলে কুসুমাবলি, আকাশে কুমুদ-বান্ধব, গৃহে যুবতীগণ সুখের হাসি হাসিয়া পৃথিবীকে হাস্যময়ী করিল। তপোবনে বেদধ্বনি, বনে পশুধ্বনি, লোকালয়ে বালক বালিকার রোদন ধ্বনি, দেবালয়ে আরতি ধ্বনি, বিবিধ ধ্বনিতে দশদিক্ প্রতি ধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হওয়ায় গোলমাল অনেক কমিয়া গেল। আমাদের সৌরীন্দ্রমোহনের গো-যান খানিও ক্যাঁ-কোঁ, ক্যাঁ-কোঁ শব্দ করিতে করিতে রাজপথপ্রান্তস্থ একটী গৃহের নিকট দিয়া চলিল। গাড়ী খানি গৃহটী অতিক্রম করিয়া প্রায় গমন করিয়াছে, এমন সময় একটী অর্দ্ধবৃদ্ধ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল কে যায়? গাড়োয়ান উত্তর করিল কে-ও ফাঁড়ীদার মুশয়, আমি মরজুদ্দীন স্যাক্ গো; ভাড়া নে সীতেবাটী যাচ্চি। ফাঁড়ীদারের নাম খোকান, শোভান কহিল দাঁড়াও, আমি

যাইতেছি। এই কথা বলিতে বলিতে নিকটে গিয়া আরোহীদিগকে দর্শন করিয়া কহিল, মহাশয়! এই মাঠে বড় দস্যুভয়; আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। অদ্যরাত্রি আমার এই খানে থাকুন, কল্য প্রাতেঃ এখান হইতে গমন করিবেন। আপনাদিগের থাকিবার কোন কষ্ট হইবে না। এই বলিয়া স্বয়ং গাড়ী ফিরাইল। সৌরীন্দ্রমোহন আপত্তি করিলেও শোভান কোন কথা শুনিল না। নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া নিজ পান্থশালায় লইয়া আসিল। সৌরীন্দ্রমোহন অগত্যা সম্মত হইয়া সে রাত্রি তথায় রহিলেন। শোভান তাঁহাদিগকে আনিয়া একখানি মৃত্তিকার ঘর দেখাইয়া দিল। ঘর খানি অতি সামান্য; উচ্চ অঙ্গের কুঁড়ে ঘর বলিলেও বলা যায়। ঘরের কবাট নাই, বন্ধ করিবার আবশ্যক হইলে আগোড় দিয়া বন্ধ করিতে হয়। ঘরের ভিতর কয়েকটী মৃত্তিকাময় হাঁড়ী, তামকু খাইবার জন্য চক্‌মকীর বাক্স, ভাঙ্গা দুই একটী মোড়া, এক খানি খাটিয়া এবং কয়েক গাছি বাঁশের লাটী আছে। সৌরীন্দ্রমোহন আলোক জ্বালিয়া ঘরের এই সকল আস্‌বাব দেখিয়া মনে মনে নানা প্রকার সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা নীরব হইয়াই রহিলেন। শোভান তাঁহাদিগের আহারাদির কি হইবে এই বলিয়া নানা প্রকার আদর অবেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার যত্ন দেখিয়া সৌরীন্দ্রমোহন অনেকটা আশ্বস্তও হইলেন। যাহাই হউক সকলে আহারাদি একপ্রকার সম্পন্ন করিয়া শয়ন করিলেন। এই সময় শোভান কহিল মহাশয়! আপনি নির্ভাবনায় নিদ্রা যাউন, আমি ঐ দূরস্থগ্রামে চৌকী দিয়া আসি, আপনাদিগের নিকট আমার এই লোকটী থাকিল, ইহা বলিয়া এক জনকে তথায় রাখিয়া শোভান গমন করিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। গাঢ়তর অন্ধকারে পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল।

জীব মাত্রের আর কোন শব্দ শোনা যায়না। কেবল মধ্যে মধ্যে শৃগালগণ এক একবার ভীম রবে আপনাদিগের প্রভাবের পরিচয় দিতেছে। এমন সময়ে কয়েকজনদস্যু সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিয়া বিকটাকার দেহকে আরও বিকট করিয়া প্রজ্জ্বলিত মশাল হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি লুট করিতে লাগিল। তাঁহারা অকস্মাৎ এই বিপত্‌পাত অবলোকন করিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে চেঁচাইয়া উঠিলেন। এবং পুনঃ পুনঃ ময়জুদ্দীন গাড়োয়ানকে ডাকিতে লাগিলেন। দস্যুগণ পূর্ব্বেই তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া ছিল। পাছে সে গোল করে এজন্য সশস্ত্র এক জন নিকটে থাকিয়া এই বলিয়া ধমকাইতেছিল যে তুমি গোল করিলেই কিম্বা উত্তর দিলেই এই তরওয়ালে দুইখান করিয়া ফেলিব। কাজেই ময়জুদ্দীন কোন উত্তর দিতে পারিলনা। সৌরীন্দ্র মোহন বলবান্ পুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বদৃষ্ট এক গাছি লাঠি লইয়া যুদ্ধার্থী হইলেন। দস্যুগণ দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। যে, যে দিক্ পাইল, সে-সেই দিক্ হইতেই আঘাত করিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরধারা বহিতে লাগিল। পরক্ষণে তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া ফেলিল। দেখিয়া শুনিয়া মুক্তকেশী অতীব কাতর হইলেন। বহুবিধ বিনয়বাক্যে দস্যুগণের আরাধনা করিয়া কহিলেন "তোমারা আমার স্বামীকে মারিওনা, সকল দ্রব্যগ্রহণ কর, আমি সব দিতেছি। তোমরা আমার স্বামীকে ভিক্ষা দাও"।

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের পদতলে পতিত হইলেন, আরবার উত্থিত হইলেন এবং অর্থাদি যেখানে যাহা ছিল, সে সকল বাহির করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলেন; দস্যুগণের আনন্দের সীমা রহিল না। মুক্তকেশী প্রদত্ত অর্থাদি লইয়া রোদন পরায়ণা প্রভাবতীর অঙ্গে হস্ত দিয়া ভূষণ সমস্ত কাড়িয়া লইল। এবং অবশেষে প্রৌঢ়ার অঙ্গেও হস্ত দিবার উপক্রম

করিল। তাহা দেখিয়া মুক্তকেশী সত্বর ভূষণ সকল খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। নরাধমেরা তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না। পরিধৃত বারাণসী সাটী ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। মুক্তকেশী কহিলেন আমাকে এক খানি সামান্য বস্ত্র দাও, আমি তাহা পরিয়া এই বস্ত্র খানিও দিই, আমি স্ত্রীলোক, তোমরা আমার পিতা; আমাকে বিবস্ত্র করিওনা। তোমাদের পায়ে পড়ি; আমার লজ্জা রক্ষা কর। দস্যুগণ হাসিয়া কহিল 'তোর আবার লজ্জা'! ছাড়্ কাপড়্ ছাড়্, এই বলিয়া প্রহার করিয়া উলঙ্গ করত বস্ত্র খানি কাড়িয়া লইল। প্রভাবতীরও ঐ দশা করিল। কাঁদিবারও উপায় নাই। কাঁদিলেই প্রহার খাইতে হয়। এমন বিপদে কেহ কখন পড়ে না। এমন অপমানিতও কেহ কখন হয় না। দস্যুগণ, সৌরীন্দ্রমোহনের সাক্ষাতেই মুক্তকেশীকে গুরুতর যন্ত্রণা দিয়া যাহা যেথানে ছিল, তাহা বাহির করিয়া লইল। আর কপর্দ্দকও নিকটে রহিল না। দস্যুগণ এইরূপে স্বকার্য্য সাধন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে মুক্তকেশী স্বামীর বন্ধন খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন তখনও শরীরের স্থানে স্থানে রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। আপনারও ঐ দশা; বালিকা কন্যাও দুই এক ঘা প্রহার পাইয়াছেন।

পরস্পরে পরস্পরের মুখাবলোকন করত দীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিয়া বালিকা কন্যাটীকে সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময় শোভান আসিয়া সমস্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখভরে কতকথাই কহিতে লাগিল। স্ত্রীযুগলকে প্রায় উলঙ্গ দেখিয়া দুইখানি সামান্য বস্ত্র আনিয়া তাঁহাদিগকে পরিধান করিতে দিল। আর তৎকালোচিত ঔষধাদি প্রদানদ্বারা তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব উদয় পর্ব্বতে দর্শন দিলেন। প্রাণীগণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিতে লাগিল। এমন সময়ে শোভান

কহিল মহাশয়! আমার সঙ্গে থানায় চলুন; তথায় গিয়া এজেহার দিউন। চোরের অনুসন্ধান হউক, সৌরীন্দ্রমোহন কহিলেন বাপু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, আর আমি এ অবস্থায় স্ত্রী এবং কন্যা লইয়া থানায় যাইবনা। তুমি আমায় গো-যান প্রস্তুত করাইয়া দাও, আমি বাটী গমন করি। দশ বারোহাজার টাকা গিয়াছে বলিয়া আমি কাঙ্গাল হইব না। শোভান কহিল মহাশয়! চুরী ছাপাইলে আমার দণ্ড হইবে, আমি আপনাদিগকে কৈ ছাড়িতে পারিতেছি। সৌরীন্দ্রমোহন কহিলেন, শোভান! সেজন্য তোমার চিন্তানাই। আমি চুরীর কথা প্রকাশ করিবনা, শোভান তাহাই চাহিতে ছিল। কহিল মহাশয়! যদি এরূপ হয় তাহা হইলে আমি বাঁচিতে পারি, নচেৎ আমার বাঁচিবার উপায় নাই। সৌরীন্দ্রমোহন কহিলেন তাহাই হইবে, তুমি গাড়ীর সজ্জা করিয়া দাও। গাড়ী প্রস্তুত হইল। শোভান গাড়োয়ানকে ধমক দিয়া কহিল একথা কদাচ কোথাও প্রকাশ করিওনা। আর পথে বিলম্বও করিওনা, বাবুকে বাটীতে পৌছিয়া দিয়া তবে আসিবে। রাস্তার খরচ বোধকরি কিছু নাই, এই আমি দুটী টাকা দিতেছি, লইয়া পথে খরচ করিবে, বাটী যাইলে তথায় বাবু তোমার ভাড়া দিবেন। এই বলিয়া সকলকে বিদায় দিয়া অপার আনন্দে ভাসমান হইল। সৌরীন্দ্রমোহন দুঃখে, ক্ষোভে, মনের ব্যাকুলতায় কেমন এক প্রকার হইয়া ভাবিতে ভাবিতে গমন করিলেন। মুক্তকেশী প্রহার যন্ত্রণায় অতিশয় কাতর হইয়া অদৃষ্টকে নিন্দা করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া বালিকা প্রভাবতীও রোদন করিতে লাগিলেন।

সময়; এই সময়ের প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। সময়ে না ঘটে এমন কাজ নাই। এই সময়, এক কালে অসংখ্য ব্যক্তিকে অসংখ্য প্রকার অবস্থায় অবস্থাপিত করিতেছে। ধন, মান, পদ,

সভ্রম, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, বিপত্তি, প্রভৃতি সকলই সময়ের অধীন; উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, সমস্তই সময়ে ঘটিতেছে। এই কালকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।

ইতিহাসাদি সমস্ত আলোচনা করিলে এক কালে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সময়কে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই চিরবিদ্যমান সময়ে যে কত শত অদ্ভুত ঘটনা সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? এই সময়, আমাদিগকে একবার হাসাইতেছে, একবার কাঁদাইতেছে, আবার হাসাইতেছে, আরবার কাঁদাইতেছে। এ-ভাবের অন্ত নাই, বিরাম নাই; আমরা কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ জীবন যাপন করিতেছি। যাহারা এই কালের মাহাত্ম্য অবগত নহে তাহারা নির্ব্বোধ; যাহারা এই কালধর্ম্ম জানিতে চেষ্টা না করে, তাহারা নিশ্চেষ্ট; সময় ধর্ম্মে অবস্থান্তর হইলে উদ্ধত বা নিরাশ হইও না। চিরকাল কিছুই এক অবস্থায় থাকে না। যাহারা বিষয়ে মত্ত বা দুঃখে কাতর হয়, তাহারা অতি অসার; কোন বস্তুই কাহারও নহে; একাকী আসিয়াছ, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একাকীই যাইতে হইবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই সঙ্গে যাইবে না। সৎ কর্ম্মের পুরস্কার, অসৎ কর্ম্মের দণ্ড, ইহা ঈশ্বরের অনিবার্য্য নিয়ম; যিনি যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন তিনি সেই রূপই ফল ভোগ করিবেন। অধর্ম্ম করিয়া কেহ কখন নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেনা। এই দুরাচার শোভান দুষ্কার্য্য করিয়া সামান্য মনুষ্য নয়নে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিল বটে কিন্তু ঈশ্বরকে ফাঁকি দিতে পারিল না। সর্ব্বচক্ষু সকল দেখিলেন; পরোপকারী ধার্ম্মিক সৌরীন্দ্রমোহনের অবস্থা স্বচক্ষে সকল দেখিলেন। পতিব্রতা মুক্তকেশীর রোদন ধ্বনি স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন। সরলা বালিকা প্রভাবতীর নয়নজল স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। সৌরীন্দ্র

মোহনের গাড়ীখানি অনেক দূর গমন করিয়াছে এমন সময় এক অশ্বারোহী তরুণ যুবক, প্রাতঃকালের মলয় বায়ু সেবন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বকর্ণে রোদন ধ্বনি শুনিলেন প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া নিকটে গমন করিলেন। এবং তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ প্রভাবতীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া "ঈশ্বরের অদ্ভুতসৃষ্টি" এই কথা মনে মনে কত শত বার বলিতে লাগিলেন। গাড়ী খানি দৃষ্টি পথ অতিক্রম করিয়া যায় দেখিয়া কহিলেন গাড়োয়ান! গাড়ী থামাও; গাড়ী স্থির হইল। যুবক নিকটে গিয়া কহিলেন মহাশয়! আপনার নাম কি? কোথায় যাইবেন? এ স্ত্রীলোক দুইটী আপনার কে? ইহাঁদের এত হীনাবস্থা কেন? আপনার অঙ্গে প্রহার চিহ্ন দেখিতেছি ইহারই বা কারণ কি? যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে বলিয়া আমাকে সুস্থির করুন। আপনাদিগের এই অবস্থা দর্শন করিয়া আমি বড় ব্যাকুল হইয়াছি। সৌরীন্দ্রমোহন সেই তরুণ যুবাকে দর্শন করিয়া অবধি মনে মনে কত কি ভাবিতে ছিলেন। অপ্রমেয় স্নেহরাশি যুবককে আক্রমণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণ অনুপম আনন্দ-সমুদ্রে ভাসমান হইল। তথাচ উপস্থিত ঘটনায় যতদূর সাবধান হওয়া যায় ততদূর সাবধান হইয়া কহিলেন, বাপু! আমার নাম সৌরীন্দ্রমোহন, ব্রাহ্মণ, উপাধি মুখোপাধ্যায়; ইনি আমার স্ত্রী, এই আমার অনূঢ়া কন্যা; আমাদের বাস সীতাবাটী গ্রামে; আমরা কোন অপ্রকাশ্য দুর্ঘটনায় পড়িয়া এই দশাপ্রাপ্ত হওত বাটী যাইতেছি। তোমার নাম কি বাপু! যুবক কহিলেন, আমার নাম প্রদ্যোতকুমার, জাতিতে ব্রাহ্মণ; উপাধি চট্টোপাধ্যায়; আমার ভ্রাতার নাম ভুজেন্দ্রকৃষ্ণ; আমাদের বাস এই জরস্থলগ্রামে, এস্থানগুলি আমার পিতামহের

জমীদারী; উভয়ের এই রূপ কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল শুনিয়া গাড়োয়ান গাড়ী হইতে নামিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে বসিয়া গাঁজা টিপিতে আরম্ভ করিল। এ-দিকে যুবক আর বার করিলেন কি অপ্রকাশ্য কারণে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি দয়া করিয়া এ-দাসকে অবগত করান তবে আমি কৃতার্থ হইব; আপনি আমার পিতৃকল্প; ইনি আমার জননীসমা; আর এই বালিকা আমার সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের বস্তু; আমি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিতেছি, দয়া করিয়া সকল কথা বলিয়া কৃতার্থ করুন। মুক্তকেশী নবীনযুবার বিনয়বাক্যে তাঁহার নিতান্তই পক্ষপাতিনী হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি ইহাঁর বিবাহ না হইয়া থাকে তবে আমি নিশ্চয়ই ইহাঁকে প্রভাবতী অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব। প্রভাবতীও যুবকের অনুপম রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করিলেন। তত যন্ত্রণার মধ্যেও সরল চক্ষের সরল দৃষ্টিতে যুবককে বারম্বার দর্শন করিতে লাগিলেন। যুবকও অনিমেষ নয়নে প্রভাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। উভয়ের এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া তাঁহারা উভয়ে ইঙ্গিত দ্বারা উভয়কে দেখাইতে লাগিলেন। পরে সৌরীন্দ্রমোহন কহিলেন, বাপু প্রদ্যোত! আমাদের অবস্থার কথা তোমার আর শুনিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? প্রদ্যোত কহিলেন আজ্ঞা না; সৌরীন্দ্রমোহন নীরব হই-লেন। মুক্তকেশী অতুল আনন্দে আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন। প্রভাবতী পিতামাতার মুখ পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলেন।

পুনর্ব্বার যুবক কহিলেন মহাশয়! এ-অধমের প্রতি কি অনুগ্রহ হইল না? আমায় বলুন, যদি আমার প্রাণ দিলে আপনাদের কোন উপকার হয়, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত আছি। সৌরীন্দ্রমোহন কহিলেন প্রদ্যোত! তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া

দাও; আমরা গৃহে গমন করি; তথায় যাইয়া তোমাকে লইয়া গিয়া সকল কথা কহিব। এ-পথমধ্যে আর কোন কথা হইবে না। শুনিয়া প্রদ্যোত বিষণ্ণ হইলেন। মুখ খানি যেন শুকাইয়া গেল। মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া প্রভাবতী আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না, জানিনা কিজন্য মৃদুস্বরে কহিলেন বাবা! ইনি তোমার কথায় মনে বড় দুঃখ পাইলেন, ঐ দেখ মুখখানি ভার করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তা- ইহাঁকে আমাদের কষ্টের কথা বলনা কেন? যদি তুমি না বলিতে পারতো আমি বলি; সৌরীন্দ্রমোহন প্রভার বাক্যের কোন উত্তর নাদিয়া, যুবককে কহিলেন প্রদ্যোত! নিকটে ঐ পুষ্করিণী দেখিতেছি না? প্রদ্যোত কহিলেন আজ্ঞা হাঁ; সৌরীন্দ্রমোহন কহিলেন, তবে তুমি একবার এই গাড়ীর নিকটে অবস্থান কর, আমরা মুখপ্রক্ষালন করিয়া আসি; পূর্ব্ব হইতেই মুক্তকেশী পিপাসায় কাতর হইয়া স্বামীর নিকট পুনঃ পুনঃ জলপ্রার্থনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সৌরীন্দ্রমোহন সহধর্ম্মিণীকে লইয়া সরোবরোদ্দেশে গমন করিলেন। প্রভাকে কহিয়া গেলেন তুমি একবার গাড়ীতে থাক, আমরা এই নিকট হইতে জলপান করিয়া আসি; আর যদি তোমার জলপানের ইচ্ছা হয়, আমাদের সঙ্গে আইস; প্রভা কহিলেন আমার জল খাইতে ইচ্ছা নাই, আমি এই গাড়ীর উপর হইতে তোমাদিগকে দেখি, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আইস; এই বলিয়া পিতামাতাকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা উভয়ে তথায় গমন করিলেন। এই অবসরে যুবক কহিলেন প্রভাবতি! তুমি কি আমার মনের দুঃখ দূর করিবে? প্রভা! এজগতে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই। পিতামাতা অনেকদিন হইল আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। আমার আপনার বলিতে দাদা এবং দাদার স্ত্রী লীলা আছেন। কিন্তু তাঁহারা বড় মনের

কষ্টে আছেন। লীলা সাক্ষাৎ কমলা; যদিও আমি তাঁহার কৃপায় মাতৃ-শোক কেমন তাহা জানিতে পারি নাই, তথাচ তাঁহার মলিন-বদন দর্শন করিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। প্রভা! সাংসারিক নানা-বিধ অসহ্য যন্ত্রণায় আমার মন-ধন দিবারাত্র দাবানলের ন্যায় দগ্ধ হইতেছে। তুমি কি তাহাতে অমৃত বৃষ্টি করিয়া শীতল করিবে? এই কথা বলিতে বলিতে যুবার নয়ন যুগলে দুই চারি বিন্দু জল আসিল। তাহা দেখিয়া, জন্মান্তরীণ-বন্ধুতানিবন্ধন, প্রভাবতী কাঁদিয়া ফেলিলেন। এত কাঁদিলেন যে, চক্ষের জলে বক্ষ স্থল ভাসিয়া গেল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন আপনার চক্ষে জল দেখিয়া আমার বড় কান্না আসিতেছে। আমি বালিকা, আপনার সকল কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে কি বলিতেছেন? চক্ষের জল মুছা-ইয়া দিব? যাই; এই বলিয়া বাহিরে আসিলেন, কচি কচি রক্ত বর্ণ (কিশলয় সদৃশ) কর দ্বারা যুবার নয়ন জল মুছাইয়া দিলেন। যুবক দেখিয়া শুনিয়া আরও কাঁদিয়া ফেলিলেন। মনোমধ্যে সপ্ত সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, আর অধরোষ্ঠরূপকূলে হৃদয়োচ্ছ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন প্রভা! আমি কি আজি স্বর্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম? আমার অসার জীবন আজি কি সজীবতা প্রাপ্ত হইল? এ অধন্য নারকী আজি কি স্বর্গীয় দেবীর সংস্পর্শে পাপবিমুক্ত হইল? আজি আমি কি সাক্ষাৎ শান্তিদেবীর অমৃতময় বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া শ্রবণযুগলের সার্থকতা লাভ করিতেছি? আজি আমি মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম। আজি আমি অনির্ব্বচনীয় উৎসাহে উৎসাহিত হইতেছি। আজি আমায়, আশা, ভরসা, সুখ, সম্পত্তি প্রভৃতি সক-লেই যেন দেখা দিতেছে। আজি আমার জন্মগ্রহণ সফল হইল। স্বর্গাবর্গ আমার করতলস্থ হইল। আজি আমি দেহে প্রভূত বল প্রাপ্ত হইলাম। তোমার এই কমনীয় কোমল করপল্লব সংস্পর্শে

অঙ্গ শীতল হইল। প্রভা! তুমি আমার চক্ষের জল মুছাইয়া আমায় শীতল করিলে সত্য; কিন্তু এ-হতভাগ্য তোমার চক্ষের জল মুছাইতে ইচ্ছা করিলেও; মন অতিশয় ব্যস্ত হইলেও, অন্তরাত্মা তোমার চক্ষের জল মুছাইতে ব্যাকুল হইলেও আমি সাহস করিয়া তোমার পবিত্র অঙ্গে হস্ত দিতে শঙ্কিত হইতেছি। আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, এ-জঘন্য করে তোমার চক্ষের জল মুছাইব। তোমার দেব বাঞ্ছিত দেহে অতি সাহসে হস্ত দিব। প্রভা! আমি কাতরবচনে তোমাকে এই জানাইতেছি, তুমি রোদন সম্বরণ কর। চক্ষের জল বসনাঞ্চলে মুছিয়া ফেল। আর কাঁদিয়া আমায় কাঁদাইওনা। প্রভাবতী কহিলেন আর আমি তোমাকে আপনি বলিব না, তুমি বলিব; বাবা বলেন যাহাকে বড় ভাল বাসা যায়, তাহাকে পরের মত যত্ন করিতে লজ্জাবোধ করে। প্রদ্যোত! তুমি আমায় কেন ছুঁইবেনা। আমি কি কোন দোষ করিয়াছি? আমি বালিকা, ভাল করিয়া কথা কহিতে জানিনা! কোন কথা বলিয়া কি তোমার মনে কোন কষ্ট দিয়াছি? আমি বাবাকে ভাল বাসি, মাকে ভাল বাসি, আর তোমাকেও ভাল বাসিলাম। তবে আমাকে তুমি ভাল বাসিবেনাকেন? আমাদের জন্য কত দুঃখ করিতেছ, তবে আমাকে ভালবাসিবেনা কেন? প্রদ্যোত কুমার শ্রবণ করিয়া কহিলেন প্রভা! তুমি কি আমার জীবনী শক্তি? তুমি কি আমার হৃদয়-ভবনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপশিখা? তুমিকি আমার আশার আশা? ভরসার ভরসা? উন্নতির হেতু? যশের সেতু? আজিকি আমি সশরীরে-সজ্ঞানে তোমার এই অমৃত বর্ষিণী বাণী শ্রবণ করিতেছি? প্রভা! জগতে যদি কাহাকেও ভাল বাসিতে হয়, তবে তোমাকে বাসিব; যদি ভাল বাসা কেমন শিখিতে হয়, তবে তোমার নিকট হইতে শিখিব, যদি জগতে আমার কিছু দর্শনীয় থাকে, তবে সে তুমি; যদি জগতে কিছু দেখিতে;

ইচ্ছাহয়, তবে আমি তোমাকে দেখিব; যদি জগতে কাহাকেও মনের নিগূঢ় কথা বলিতে হয়, তবে সে তুমি; কিন্তু আমার এমন কি পুণ্যবল আছে যে, তুমি আমার কথা শুনিবে? প্রভাবতী কহিলেন আমি তোমার কথা শুনিব। প্রদ্যোতকুমার কহিলেন মাতা রাগ করিবেন, পিতা ধমকাইবেন, তখন তুমি মনে কষ্ট পাইবে, আর ওকথা মুখে আনিওনা। প্রভাবতী পিতামাতার গমনপথে চাহিয়া মনে মনে কহিলেন "মা! তুমি কি রাগ করিবে? বাবা! তুমি কি আমাকে তিরস্কার করিবে"? যেন সৌরীন্দ্রমোহন উত্তর করিলেন বৎসে! তিরস্কার করা দূরেথাকুক, দেহে জীবন থাকিতে আমি তোমাদিগের এই মধুর আলাপ কখনই বিস্মৃত হইবনা। তখন প্রভাবতী কহিলেন প্রদ্যোত! তুমি আমার চক্ষের জল মুছাইতে ভয় করিতেছ? তবে আমি আপনিই মুছিয়া ফেলি, কৈ–তোমার হাত দেখি? এই বলিয়া প্রদ্যোতের যুগলকর যুগলকরে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা আপনার চক্ষের জল মুছিলেন। প্রদ্যোত আনন্দে গলিয়া গেলেন। স্বশরীরে সপ্তস্বর্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবং স্বকরে সুধাকর ধরিলেন, আর এক বিমোহন ভাবে বিমোহিত হইয়া প্রভাবতীর মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। এই অবসরে সরোবরস্থা মুক্তকেশী স্বামীকে কহিলেন দেখুন! দেখুন! প্রভা আমার আজি স্বয়ম্বরা হইল। এখন প্রদ্যোতকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন, তাহা না হইলেত প্রভা আমার ভালমনে বাটী যাইবেনা। কাঁদিবে; কাটিবে; আমি বাছার চক্ষের জল দেখিতে পারিব না। তদনন্তর সৌরীন্দ্রমোহন শকট নিকটে আগমন করিয়া কহিলেন বাপু প্রদ্যোত! তুমিকি আমাদের সঙ্গে আমাদের গৃহে যাইবে? তখন প্রদ্যোত কহিলেন পিতঃ যদি আপনি আমাকে, আমার বলিয়া দয়া করেন, তবে আমি কৃতার্থ হইব। আজি এ-অধীন শ্রীশ্রীচরণের চির দাস হইল। সৌরীন্দ্রমোহন

কহিলেন আমি তোমাকে আমার প্রভার সর্ব্বস্ব বলিয়া ভাল বাসিয়াছি; তুমি কি আমার প্রভার সর্ব্বস্ব হইবে? প্রদ্যোতকুমার কহিলেন আপনার প্রভা যদি আমায় সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে আমি আমাকে কৃতার্থ বোধ করিব। অধিক কি এই ভগবান্ ভাস্করকে সাক্ষ্য রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি অদ্যাবধি আমি আপনার প্রভার ভিন্ন অন্য কাহারও হইবনা। আর আপনি যদি আমায় সেবক বলিয়া গ্রহণ করিলেন তবে এ সেবকের বাটীতে পদার্পণ করিতে বাধা কি? নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রার্থনা এই দয়া করিয়া অধীনের গৃহে পদার্পণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।

ধন্য সময়! তোমায় শতধন্য! তোমায় অগণ্য ধন্য! তুমি নাপার এমন কাজ জগতে নাই। তুমি যুগপত্ জীবগণকে কাঁদাইতে পার, হাসাইতে পার; তুমি এই সংসার রূপ নাট্য ভূমিতে জীবগণকে লইয়া ভাল অভিনয় করিতেছ। শোক, দুঃখ, আমোদ, আহ্লাদ, হাসি, কান্না, প্রভৃতির অভিনয় দেখাইয়া সকলকে নিস্তব্ধ রাখিয়াছ। আমরা কত প্রকারের কত সং সাজিয়া কত রকমের কত অভিনয় করিতেছি, আর তুমি স্থিরভাবে বসিয়া দর্শন করিতেছ। এবং মধ্যে মধ্যে ক্রীড়াকারী দিগের ক্রীড়ার বস্তু অপহরন পূর্ব্বক তাহা-দিগকে কাঁদাইয়া সে রোদনের নিগূঢ় ভাব গ্রহণ করিতেছ। তুমি ভাবগ্রাহী বিজ্ঞ দর্শক; সকলের দক্ষতা, ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা, ভাবুকতা, ঐকান্তিকতার পরিচয় লাভ করিয়া পুরস্কার বা তিরস্কার বিধান করিতেছ। আশা তোমার চির-দাসী; সে, সকলের মনোরঞ্জনে বিশেষ পারদর্শিনী; পিতা কোন কারণে সন্তানের উপর ক্রুদ্ধ হইলে প্রহার করেন বটে কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণস্থ দয়া মায়া শ্রদ্ধা ক্ষমা তাঁহাকে আকুলিত করিতে থাকে। সাক্ষাৎ স্নেহময়ী জননী কাতর হইয়া সন্তানের সর্ব্বাঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে মধুর বাক্যে কত মন্ত্রের কত সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া প্রকৃতিস্থ করেন। আশাও

সেইরূপ; লোকে সময় গুণে দুরবস্থায় পতিত হইলে আশা মধুর বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া থাকে। শুষ্ক মুখকে সরস করিতে, বিষণ্ণ বদনকে সস্মিত করিতে এক আশা ভিন্ন অন্য কাহারও ক্ষমতা নাই। যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশলে আশা না থাকিত, তবে সমাজ বন্ধন নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িত। আশা দুরবস্থার কাল রাত্রি; দুর্ব্বলের মহাশক্তি; দৃঢ় প্রতিজ্ঞের রাজলক্ষ্মী; অন্ধকারের দীপ শিখা; উন্নতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; দয়াময় ঈশ্বর এই দেব বালা আশাকে অবনী মণ্ডলে প্রেরণ করিয়া আপনার অনন্তশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের সৌরীন্দ্রমোহনও এই আশায় বদ্ধ; প্রদ্যোতকুমারও এই আশার পদানত।

প্রদ্যোতকুমার সৌরীন্দ্রমোহনের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে তথায় এক খানি পাল্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইল। আরোহী তাহার ভিতর হইতে প্রদ্যোতকুমারকে অবলোকন করতঃ সহাস্য আস্যে কহিলেন কে ও!! সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরম ধার্ম্মিক প্রদ্যোত কুমার! আপনি এখানে কেন? পাল্‌কী স্থির হইল। প্রদ্যোত কুমার দর্শন করিয়া কহিলেন আজি আমার কি শুভদিন! আপনার দর্শন লাভে পবিত্র হইলাম। এই অবসরে সৌরীন্দ্রমোহন কহিলেন ইনিকে? প্রদ্যোত কহিলেন ইনি আমাদের এই স্থানের শান্তিরক্ষক (ডেপুটী-মাজেষ্ট্রেট্‌) নাম সুরেশচন্দ্র; পূর্ব্বেই রমণীযুগল, সুরেশ বাবুর আহ্বান শুনিয়া গাড়ীর মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া ছিলেন। এক্ষণে আরও সাবধান হইলেন। সৌরীন্দ্রমোহন সুরেশ বাবুর নিকটে আসিবাত্র, সুরেশ বাবু পাল্‌কী থামাইয়া লম্ফদানে ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রদ্যোতের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। প্রদ্যোত কহিলেন মহাশয়! ইহাঁরা আমার পরমাত্মীয়; আমার সহিত এই মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইহাঁরা বাটী গমন করিতেছেন। এই সকল প্রহার চিহ্ন দেখিয়া আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করায় এই মহাত্মা আমাকে দয়া করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। একবার আপনি জিজ্ঞাসা করুন দেখি, যদি আপনার মান্য রক্ষার্থে কোন কথা বলেন। সুরেশবাবু সৌরীন্দ্রমোহনের শরীরে প্রহার চিহ্ন দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং তাহার কারণ জানিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহের সহিত বারম্বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সৌরীন্দ্রমোহন আর গোপন করিতে পারিলেন না, সবিশেষ সমস্ত নিবদেন করিলেন। উভয়ে শ্রবণ করিয়া দুঃখে ক্ষোভে একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। তদনন্তর, সুরেশ বাবু কহিলেন! গাড়োয়ান! গাড়ী ফাঁড়িতে লইয়া চল; আজ্ঞামাত্র গাড়োয়ান গাড়ী ফিরাইয়া ফাঁড়িতে লইয়া চলিল। এক জন বাহক প্রদ্যোতের অশ্ববল্‌গা ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাঁহারা তিন জনে পদব্রজে ফাঁড়িতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শোভানকে সকল জিজ্ঞাসা করিলেন। শোভান শান্তিরক্ষককে দর্শন করিয়া চতুর্দ্দিক ভয়পূর্ণ দেখিল বটে কিন্তু কোন কথা স্বীকার করিল না। সুরেশ বাবু, (থানদার) দারোগাকে পত্র লিখিয়া তদারোকের ভার দিয়া, আপনার পাল্‌কী খানিতে স্ত্রীযুগলকে আরোহণ করাইয়া প্রদ্যোতকে কহিলেন, প্রদ্যোত বাবু! আপনি ইহাঁদিগকে লইয়া আপনার ঘরে যাউন, আমি আপনার ঘোড়ায় করিয়া উচ্চ আদালতে চলিলাম, অদ্যই তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইহার বিশেষ তদন্ত করিব। আর সৌরীন্দ্রমোহনকে কহিলেন মহাশয়! আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি আপনার প্রদ্যোতের গৃহে গমন করুন। আমি পরে সাক্ষাৎ করিতেছি। এই বলিয়া সুরেশবাবু অশ্বারোহণে উচ্চ আদালতে গমন করিলেন। এ-দিকে প্রদ্যোত কুমারও, তাঁহাদিগকে সঙ্গে নিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কেবল ময়জুদ্দীন সেখ ফাঁড়িতে থাকিল।

প্রদ্যোতের পিতামহের নাম হরিশ্চন্দ্র; ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান্

এবং ক্ষমতা বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন। নিজ ক্ষমতায় সাত আট লক্ষ টাকার জমীদারী ক্রয় করিয়া গিয়াছেন। সৎকর্ম্মেও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। হরিশ্চন্দ্রের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম ধরণীধর, কনিষ্ঠের নাম নরেন্দ্র কৃষ্ণ; নরেন্দ্র কৃষ্ণ, ভুজেন্দ্রকৃষ্ণ এবং প্রদ্যোতকুমার নামে দুই পুত্র রাখিয়া অল্পবয়সে লোকান্তর গমন করেন। নরেন্দ্রকৃষ্ণ, জ্যেষ্ঠপুত্র ভুজেন্দ্র কৃষ্ণের ত্রয়োদশবৎসর বয়সে লীলার সহিত বিবাহ দেন; ঐ-সময়েই প্রদ্যোতের জন্ম হয়। প্রদ্যোতকে দেখিয়া নরেন্দ্রকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠের পুত্রের নাম শ্যামাপদ; ধরণীধরের স্বভাব পিতার বিপরীত ছিল। নরেন্দ্র কৃষ্ণ দুই সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে ধরণীধরের বিষয়পিপাসা বলবতী হয়। স্বকার্য্য সাধনজন্য ধরণীধর বড় ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিতেন না। আবশ্যক হইলে সকল কার্য্যই অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর এক জাল উইল বাহির করিয়া ভ্রাতৃ-পুত্রদ্বয়কে (বিষয়াধিকারী শ্যামাপদের) অন্নবস্ত্র মাত্রের অধিকারী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। ধরণীধরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত করে, এমন লোক তাঁহার অধিকারে ছিল না। নরেন্দ্র কৃষ্ণের শিশুপুত্রদ্বয়কে বিষয় হইতে বঞ্চিত করায়, জয়স্থলস্থ ভদ্রব্যক্তি মাত্রেই অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর নরেন বাবুর স্ত্রীও লোকান্তরিত হয়েন। লীলা পরম যত্নে প্রদ্যোতকে লালন পালন করেন। কালক্রমে ধরণীধর লোকান্তরে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র শ্যামাপদ এই সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। পুত্র পিতার অনুরূপ হইয়াছিলেন। অকার্য্য করণ তাঁহার সহজ অভ্যাস; তাঁহার ঘোরতর অত্যাচারে ভ্রাতৃদ্বয় নিতান্তই প্রপীড়িত, ইহাঁরা নানাবিধ চেষ্টা করিয়াও যখন বিষয় উদ্ধার করিতে পারিলেন না, তখন কি করেন অগত্যা অন্নবস্ত্রমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্র, দুই পুত্রের জন্য দুই প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন,

তাহার একটী বাটীতে প্রদ্যোতকুমার বাস করিয়া থাকেন। প্রদ্যোতের বাটীতে বড় একটা লোক জনের গোলযোগ নাই। যত কিছু সুখভোগ সে সমস্ত শ্যামাপদ বাবুর জন্য নির্দ্ধারিত আছে। শ্যামাপদ বাবুর বাস ভবনের চতুর্দ্দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলে, সুরপুরী বলিয়া বোধ হয়। মনোহর ভবন, সুরম্য উদ্যান, লতাগৃহ, লতা কুঞ্জ, ভৃত্য নিবাস, উৎকৃষ্ট সরোবর প্রভৃতি দর্শন করিলে বিমোহিত হইতে হয়। সে যাহাই হউক আমাদের প্রদ্যোত কুমার, সৌরীন্দ্রমোহন প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। বাহকেরা পাল্‌কী খানি লইয়া অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একস্থানে রাখিয়া ছিল। তখন প্রদ্যোত— সৌরীন্দ্রমোহনকে কহিলেন মহাশয়! আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি ভিতর হইতে আসিতেছি। পরে বাহকগণকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া আপনি অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

প্রদ্যোত অন্তঃপুরে আগমন করিয়া হাসিতে হাসিতে লীলার চরণে প্রণাম করিলে, লীলা সাদরে প্রদ্যোতের হস্তদ্বয় ধরিয়া তুলিলেন এবং কহিলেন, দেবর! প্রাণাধিক! প্রদ্যোত! আজি আমি তোমার এই মুখচন্দ্রে মধুর হাসি দর্শন করিয়া যে কি আনন্দলাভ করিলাম তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম; আমি তোমার ম্লানমুখ ভিন্ন কখন হাস্যমুখ দর্শন করি নাই। তোমরা আমার জীবন; আমি এমনই অভাগ্যবতী যে, তোমাকে কিম্বা তোমার দাদাকে কখন সুখী দেখিলাম না। তোমাদের ম্লান বদন দর্শন করিলে আমি ম্রিয়মাণা হই। চিরদিন কাহারও সমভাবে যায় না। ঐশ্বর্য্য গিয়াছে তাহার চিন্তা কি? তোমরা ত জীবিত আছ। আমি ঐশ্বর্য্যকে তৃণবৎ দর্শন করি। যদি আমি তোমাদের এই রূপ হাস্যমুখ দেখিতে পাই, তবে, নাপাইলাম কি? বাছা! শ্বশ্রূদেবী স্বর্গস্থ হইলে পর; আর পাপ বিষয় হস্তান্তর হইলে পর; তোমরা দিনে দিনে যে শুষ্ক হইয়া যাইতেছ, ইহা কি আমি সহ্য করিতে পারি? বাছা প্রদ্যোত!

দ্যাখ্‌দেখি আজি হাসি মুখখানি দেখিতে, আমার চক্ষে কেমন ভাল লাগিল। আমি তোমাদের জন্যই পাগলিনী; তোমাদের জন্যই দুঃখিনী; এবং তোমাদের জন্যই ম্রিয়মাণা; তোমার দাদা সর্ব্বদাই আমায় বলেন, লীলা! তুমি দিনে দিনে বিবর্ণ হইতেছ কেন? তোমার মুখে হাসি দেখিতে পাই না কেন? বস্ত্রালঙ্কার যাহা আছে তাহাতে তোমার যত্ন নাই কেন? আমি ইহার এই মাত্র প্রত্যুত্তর দেই, যেদিন ভগবান্ আপনাদিগকে সুখী করিবেন, সেই দিন আমি সুখিনী হইব। যেদিন আপনারা হাসিবেন সেই দিন হাসিব। যেদিন আপনারা আমার আনন্দের আনন্দ, সুখের সুখ, উৎসাহের উৎসাহ হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন, সেই দিন আমি, সকল জিনীসে যত্ন করিব। বাছা! যদিও আমি সন্তানবতী হই নাই তথাচ আমি তোমাকে পাইয়া, যে দিন শ্বশ্রূদেবী মৃত্যুকালে তোমাকে আমার হাতে হাতে সুঁপিয়া দিয়াছিলেন সেই দিন হইতে তোমাকে পাইয়া আমি পুত্র-বতী হইয়াছি। প্রদ্যোত! তুমি কিরূপে সুখী হইবে, সর্ব্বদা আমি ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা করিয়া থাকি। বল দেখি আজি আমার প্রার্থনার কোন ফলপাইয়াছ কি না? প্রদ্যোত কহিলেন দেবি! আমি, আপনার এই চরণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানিনা। আপনার এই রাঙ্গাচরণ আমার আরাধ্য বস্তু; ভব সমুদ্র পারের তরণী; গাঢ় তিমিরের দীপশিখা; জননি! আমি আপনার কৃপায় মাতৃ-শোক্ কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা একদিন একক্ষণও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আপনি যখন আশীর্ব্বাদকর্ত্রী, তখন আমাদের অভাব কি? ঐশ্বর্য্যের কথা বলিলেন; যখন ঐশ্বর্য্যকে আমি আপনার এই মোক্ষদ চরণের সহিত তুলনা করি, তখন তাহাকে তৃণবৎ অসার বোধ হয়। সম্পত্তির জন্য, এক ক্ষণকালও মনোমধ্যে কষ্টবোধ করিনা। তবে এই এক অতিদারুণ দুঃখাগ্নিতে আমার অন্তঃকরণ দিবানিশ দগ্ধ হইতেছে যে, আপনি চিরকালই দুঃখ ভোগ করিলেন,

কখন সুখিনী হইতে পারিলেন না। যাঁহার এই রূপ উপযুক্ত সন্তান বর্ত্তমান, তাঁহার এই কষ্ট!! ইহাকে কি দুঃখ! কাপুরুষ প্রদ্যোতের কলঙ্ক নয়? দেবি! সে যাহাই হউক; যদি কখন দিন পাইয়া আপনাকে সুখিনী করিতে পারি, তবে তখন আমার মনের সকল কথা বলিব। এক্ষণে প্রার্থনা এই, এক বার এদাসের সহিত আগমন করিতে আজ্ঞা হয়। আপনার চরণ সেবায় নিতান্ত অসুবিধা দেখিয়া আমি একটী দাসী আনিয়াছি। ভগবান্ দয়া করিয়া পথপ্রান্তে, তাহাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন। সে আপনার উপযুক্ত পরিচারিণী হইবে। তাহার জনক জননী সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহারা অতি সম্ভ্রান্ত কুলজাত; অতি পূজনীয়; তাঁহারা আপনার জন্য সেবিকা লইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত আছেন। একবার আগমন করিয়া দর্শন করুন। এই বলিয়া গল বস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলেন। লীলা কহিলেন, প্রদ্যোত! সম্ভ্রান্তের কন্যা আমার দাসী হইবে কেন? এবং তাহার মাতা পিতাই বা কোনপ্রাণে প্রাণাধিক কন্যাকে দাসী বৃত্তি করিতে দিবে? প্রদ্যোত কহিলেন দেবি! যদি তাহার পুণ্যবল থাকে, তবেই আপনার চরণ সেবার অধিকারিণী হইবে। আপনার এ-চরণ সামান্য বস্তু নয়। এক্ষণে একবার আগমন করিয়া দাসীকে দর্শন করিলে কৃতার্থ হই। লীলা প্রদ্যোতের আগ্রহাতিশয় দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, প্রদ্যোত প্রদর্শিত স্থানে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দনীরে অবগাহন করিলেন। এই সময় প্রদ্যোত কহিলেন ইনিই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-পত্নী; আমার জননীসমা, মোক্ষদ নাম লীলা। বৃদ্ধ কেশী শ্রবণ মাত্র উত্থিত হইয়া এস! মা আমার এস। বলিয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, এই আমার কন্যা প্রভাবতী আজি হইতে তোমার চরণ সেবার দাসী হইল। আমি, আমার এই কন্যারত্ন আজি প্রদ্যোতকে প্রদান করিয়াছি।

প্রভা! তোমার এই দিদীর চরণ-যুগলে প্রণাম কর। প্রভাবতী শ্রবণ মাত্র নিকটে গিয়া চরণ তলে প্রণাম করিলেন। লীলা অগ্রে মুক্ত কেশীকে প্রণাম করিলেন। পরে প্রভাবতীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন এস! দিদী আমার এস! মানস সরোবরের হেম নলিনী এস! আমার আঁধার ঘরের আলো এস! আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নমণি এস! প্রদ্যোত! প্রভা কি আমার দাসী রে! এ যে কণ্ঠের হার, হৃদয় ভূষণ, এস! আমার স্বর্ণ পদ্ম প্রভা এস! এই বলিয়া তাঁহাদিগকে নিজ শয়ন ভবনে লইয়া গেলেন। প্রভাকে কোল হইতে নামাইয়া পর্য্যঙ্কে বসাইলেন। মুক্তকেশী চরণ ধৌত করিয়া প্রভার পার্শ্বে বসিলেন। প্রদ্যোত এবং সৌরীন্দ্র মোহন তৎপার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর লীলা, মুক্তকেশীর মুখে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া মনোদুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তৎপরে সত্বর উত্থিত হইলেন। এবং যত শীঘ্র পারা যায় তাঁহাদের স্নানাহার সম্পন্ন করাইয়া, এক খানি বহু মূল্য বস্ত্র জেদ করিয়া মুক্তকেশীকে পরাইয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত পল্যঙ্কে শয়ন করাইয়া, বহু মূল্য বস্ত্রালঙ্কার বাহির করত প্রভাবতীকে সাজাইতে বসিলেন! কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ ভূষা সম্পন্ন হইল। লীলা, বসনভূষণে অলঙ্কৃতা বিদ্যুদ্বর্ণা কমল-কলিকা প্রভাবতীকে দর্শন করিয়া আনন্দ-সমুদ্রে অবগাহন করত কহিতে লাগিলেন। প্রদ্যোত আমার যেমন সুন্দর, সুধীর, নম্র, মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন, প্রভাও তদনুরূপা হইবে। আহা! আজি আমার কি সুখের দিন! আজি যদি শ্বশ্রূ দেবদেবীরা বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে না জানি আরও কি আনন্দ হইত!! এ বালিকা; সুন্দরী কুল গর্ব্বহারিণী হইবে। আহা! মরি! মরি! বিধাতা কি নির্জ্জনে বসিয়া এক মনে, মনে মনে প্রভাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন! এমন রূপ মাধুরী ত কখন নয়ন গোচর করি নাই। এই সময় যদি একবার প্রদ্যোতের দাদা

এখানে আসিয়া প্রভাকে দর্শন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পৃথিবীতে আসা সার্থক হইত। এই কথা বলিতে বলিতে প্রভাকে কোলে লইয়া এক নির্জ্জন গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রদ্যোতকে আহ্বান করিলেন। প্রদ্যোত উপস্থিত হইলে কহিলেন, বাছা! একবার আমার অগ্রে দাঁড়াও; প্রদ্যোত দণ্ডায়মান হইলেন। লীলা, প্রভাকে প্রদ্যোতের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মানা করিয়া নয়ন ভরিয়া, মনভরিয়া নবদম্পতীর বিমোহন-রূপ রাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। নবদম্পতী লীলার পাদ-পদ্মে প্রণাম করিলেন। এই কালে লীলা আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। আনন্দে রোদন করিয়া ফেলিলেন। স্নেহভরে বারত্রয় করিয়া নবদম্পতীর মুখচুম্বন করতঃ প্রদ্যোতকে কহিতে লাগিলেন, বাছা প্রদ্যোত! আজি তুমি সংসারে নূতন প্রবিষ্ট হইলে, দেখো সর্ব্বদা তোমার আশ্রিতা এই কোমল বল্লরীটীকে বিশেষ যত্ন করিও, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা নিকটে নিকটে রাখিও, বিশেষ প্রিয়বস্তু বলিয়া বিশেষ ভাল বাসিও, এ-বালিকা; সংসারের কিছুই জানেনা, সর্ব্বদা এমন শিক্ষা দিবে, যাহাতে ভবিষ্যতে পতি-প্রাণা কামিনী বলিয়া রমণী-সমাজে পূজনীয়া হয়, সে-পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। স্ত্রী-সৌভাগ্যলাভ করা না করা সে স্বামীর হাত, স্বামীর গুণে স্ত্রী-গুণ শালিনী হয়। বিশেষ স্ত্রী-লোক, স্বামীর মনো-ভাব জানিতে যেমন বিশেষ পারদর্শিনী, অন্য কাজে তত নহে। কামিনী একবার যদি স্বামীর ভাব ভক্তি বুঝিয়া লইতে পারে, তবে আর তাহাকে পায় কে? যেমন অশ্ব আরোহীকে, আরোহণ করিলেই ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে, রমণী সেই রূপ; অশ্ব যখন দেখে আরোহী আরোহণ কার্য্যে বিশেষ দক্ষ, তখন আর কোন প্রকার অত্যাচার না করিয়া তাহার বশীভূত হয়, স্ত্রীও পতিপক্ষে সেই রূপ; আবার তাহাও বলি, কোন সময় নীরস ব্যবহার করিও না, যে ব্যব-

হারে সরলাবালা মনে মনে কষ্ট ভোগ করে, বা কষ্ট পায়, এমন ব্যবহার করিওনা; সর্ব্বদা সদয় থাকিবে; সরস ব্যবহার দ্বারা, সতত হাস্যমুখী রাখিবে। কদাচ কোপনভাব প্রকাশ করিওনা। দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করিয়া কোমল প্রাণে ব্যথা প্রদান করিওনা, চূতমঞ্জরী বা শিরীষ কুসুম ভ্রমরের ভর ভিন্ন অন্য আঘাত সহ্য করিতে পারে না। প্রফুল্ল কুসুম নখাঘাতে ম্লান হইয়া যায়, নেবু হস্তদলিত হইলে তিক্তভাব ধারণ করিয়া থাকে, শুভ্রবস্ত্র পদদলিত হইলে মলিন হইয়া যায়। লোকে বলে, এবং আমিও বলি ভাল বাস কেমন? না; ভাল ভাস যেমন; ভাল বাসায় জগৎ বশীভূত হয়, পড়াইলে বনের পাখীও সুশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সর্ব্বদা পবিত্র শিক্ষায় বালিকার পবিত্র অন্তঃকরণকে পরম পবিত্র করিবে। স্বামী স্ত্রীর শিক্ষাগুরু, অভাবপূরক, কামনার ক্ষেত্র, অনেকের অনেক প্রকার আত্মবন্ধু থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর এক স্বামী ভিন্ন আর কেহই নাই। দেখো অনর্থক যেন অবলাকে দুঃখিত করিও না। যদি ভাবিয়া দেখ তবে দেখিতে পাইবে, রমণীই পুরুষের শক্তি, শান্তি, সুখদাত্রী এবং সাক্ষাৎ আনন্দময়ী; যেখানে যত দুঃখেই থাক না কেন, যখন গৃহে আসিয়া এই মুখ-শশী দর্শন করিবে, তখনই সর্ব্বদুঃখবিস্মৃত হইয়া অপার আনন্দে ভাসিবে। প্রদ্যোত! আমি যে সকল কথা বলিয়া দিলাম কদাচ বিস্মৃত হইও না। দিদি প্রভা! তোমাকেও কয়েকটী কথা বলিয়া দিই, তুমি নিতান্ত বালিকা নহ, আমার সকল কথাগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। স্বামী স্ত্রীর পরম গুরু; স্বামী উপস্থিত থাকিলে, অন্য কেহ পূজা পাইতে পাবেন না। এমন কি জনকজননী উপস্থিত থাকিলেও অগ্রে-স্বামীকে পূজাপ্রণাম করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। ঈশ্বরোপাসনার অগ্রে স্বামীর আরাধনা করিবে! কারণ স্ত্রীর পক্ষে স্বামী সাক্ষাৎ শরীরধারী ঈশ্বর; কদাচ স্বামীর অবাধ্য হইওনা। কারণ সত্ত্বেই হউক আর বিনা কারণেই হউক, কখনই

পতির মনে কষ্ট প্রদান করিওনা। ভোগে সর্ব্বদা অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে। উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ জন্য স্বামীকে বিরক্ত বা দুঃখিত করিওনা। ধর্ম্মে ভয় এবং ঈশ্বরে ভক্তি রাখিয়া সর্ব্বদা স্বামী সেবায় সমযত্নাতিপাত করিবে। যখন পতির দর্শন পাইবে, তখনই প্রফুল্ল কলেবরা হইয়া হাস্য মুখে সম্মুখ-বর্ত্তিনী হইবে। সাংসারিক নানাবিধ দুর্ঘটনায় পতিমুখ ম্লান-দেখিলে, তাঁহার সে ভাব দূরীকরণের জন্য বিধিমতে চেষ্টা দেখিবে। পতির সহিত কথোপকথনে বা প্রশ্নোত্তরে প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা ব্যবহার করিওনা। দোষ করিলে সত্য কহিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিবে। আর ভবিষ্যতে তাদৃশ দোষ না ঘটে তজ্জন্য বিশেষ সাবধান থাকিবে। ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা স্বামীর অনু-গামিনী হইবে। কুমুদী এবং নলিনীর ন্যায় পতিপরায়ণা হইবে। পতির বিশেষ হৃদয় হারিণী হইয়া সাবিত্রী, দময়ন্তী এবং সীতা-কেও পরাভব করিতে চেষ্টা দেখিবে। যেরূপ সেবা করিলে পতি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েন, দেখিবে, প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াও সেই রূপ সেবা করিবে। তোমার এই দেহে, আমার প্রদ্যো-তের সম্পূর্ণ অধিকার হইল, দেখো অধিপের অত্যাচারে দুঃখিত হইওনা। দুটীতে একটী হইবে। হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে, এক করিবে। স্বামী উপস্থিত হইলে অন্য সকল কার্য্য রহিত করিয়া অগ্রে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। স্বামীর কার্য্য রাখিয়া রমণী, সন্তানকেও স্তনদুগ্ধদানে অধিকারিণী নহে। তুমি বালিকা; অতঃপর যত বয়োবৃদ্ধা হইবে; ততই স্বামী কিধন, তাহা জানিতে পারিবে। যে হতভাগিনী এই পরমধনে বঞ্চিত, তাহার ন্যায় অভাগ্যবতী জগতে অতি বিরল; যে কামিনী এমন প্রাণের প্রাণকে অনর্থক দুঃখিত করে, তাহার তুল্য পাতকিনী পৃথিবীতে আর নাই। দেখ প্রভা! আমার সকল কথা সকল

সময়ে মনে রাখিবে। তাহা হইলেই রমণীকুল-পদ্মিনী হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। এই রূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় ভুজেন্দ্রকৃষ্ণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তৎকালোচিত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেন।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদ।

এ দিকে দারোগা মাধব রাও; ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রেট সুরেশ বাবুর আজ্ঞা ক্রমে বরাবর শ্যামাপদবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্যামাপদ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া অকুস্থানে তদারকে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শ্যামাপদবাবুর সহিতকিপরামর্শ করিয়া, চোরিত দ্রব্যের অধিকাংশ স্বয়ং গ্রহণ করত অন্যান্যকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া "মিথ্যাঘটনা" বলিয়া রিপোর্ট দিলেন। সুরেশবাবু রিপোর্টপাটে জ্বলিয়া উঠিলেন। স্বয়ং আসিয়া তদারক করিলেন। সকল ঘটনা বাহির হইয়া পড়িল। বিচারে দারোগা প্রভৃতির কারাদণ্ড হইল। শ্যামাপদ বাবু বহু কষ্টে সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বটে কিন্তু যতদূর অপমানিত হইবার তাহা হইলেন।

যখন যাহার ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী চড়েন, তখন তাহাকে কুমন্ত্রণা ভিন্ন সুমন্ত্রণা প্রদান করেন না। শ্যামাপদবাবুর পক্ষে তাহাই ঘটিল; তিনি দুষ্টদেবীর কুমন্ত্রণায় প্রদ্যোতকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন।

কালে প্রভার সহিত প্রদ্যোতের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। সৌরীন্দ্রমোহন, একজন প্রধান ধনবান্; তিনি প্রদ্যোতের বিশেষ সহায় হইলেন, দেখিয়া শুনিয়া শ্যামাপদর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না।

শ্যামাপদর স্ত্রীর নাম বিনোদিনী; ইনিস্বামীর অনুরূপা; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া, অহঙ্কারে মাটিতে পা-ফেলিয়া

চলেন না। স্বর্ণচ্ছেদী দুর্ব্ব্যবহারে দাস দাসী জ্বালাতন ; কেবল পেটের দায়ে এবং শ্যামাপদ বাবুর ভয়ে অন্যত্র যাইতে অক্ষম ; আত্মীয় বর্গও বিনোদিনীর প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। বিনোদা রূপবতী বটেন কিন্তু মুখ খানি বিষযুক্ত ; রসনা সর্পিণী নিরন্তর হলাহল বর্ষণ করিতেছে। প্রদ্যোতের বিবাহের পর একদিন তিনি লীলাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ওলো লীলা ! প্রদ্যোতের কি আক্কেল !! একটা হাড় হাবাতে লক্ষ্মীছাড়ী উঁচ্ কপালী ছুঁড়ী পেয়ে, আমার স্বামীর সঙ্গে কি মনান্তরটাই নাকলে। মর্ মর্ ছোড়ার আক্কেলের নামগন্ধ নাই। আমার ভাতে আছিস্, অনুগ্রহ ক'রে থাক্‌বার বাড়ী দিয়েছি, তবে মাথা গুঁজে আছিস্। যাদের থাক্‌বার গাছ তলা নাই, ভাত কাপড়ের পয়ার নাই, তাদের এত বজ্জাতি কেন? তুই তোর্ ভাতারদের ব'লে ক'য়ে ভাল পথে আন্‌তে পারিস্ না? দিন রাত্ত ভেবে ভেবে এইত তোর্ হাড় কালী হ'য়েছে, এর পর আরো যে হ'বে? এবার কাতে মার্‌বোনা, ভাতে মার্‌বো, গাছতলা সার ক'রবো তবে ছাড়্‌বো ; জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ ; থাক্‌লো থাক্, তোদের মরণের দিন ঘুনয়ে এয়েচে।

লীলা কহিলেন দিদি ! যখন সর্ব্বশাস্তা জগৎপতি আমাদিগকে পাপের দণ্ড প্রদান করিতেছেন, তখন আপনার দণ্ডে আমাদের ভয় কি ? অকূল সমুদ্রে পতিত হইয়াছি, তরঙ্গের ভয় করিলে চলিবে কেন ? দাবানলে পতিত হইয়া শীতল হইবার কামনা দুরাশা মাত্র ; যেদিন দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের মনের কষ্ট নিবারণ করিবেন সেই দিন আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে, নচেৎ সহে। দিদি ! প্রদ্যোত আমার রাম, প্রভা আমার সীতা ; আমার রামসীতাকে কটু বাক্য বলিয়া গালি দিবেন না। তাহারা আমার সুখী হইলেই আমি সুখিনী ; দিদি ! আমি ঐশ্বর্য্য কামনা করিনা, আমি নিরন্তর এই কামনা

করিয়া আসিতেছি যেন ধর্ম্মে মতি থাকে, যেন জগদেকপতি দয়াময়ের শ্রীচরণে ভক্তি এবং বিশ্বাস থাকে, অন্তে যেন তাঁহার চরণ-কমলে স্থান পাই। আপনি যাহা যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করুন, তাহাতে আমরা অনুমাত্রও দুঃখিত নহি।

বিনোদিনী কহিলেন আরে আমার ধর্ম্ম বড়াই, ধর্ম্মের ছালা পিটে বেঁধে ঘর্ ঘর্ বেড়াচ্ছেন, অধর্ম্মটী কেমন, তাহা জানেন না। যেমন মানুষ তেমনি থাক্, আবার লেক্চার কেন? তবু যদি তোর্ ভাতারের আক্কেল অক্ষুব থাক্‌তো, তা-হ'লে না জানি তুই কি কত্তিস; ভাতার তো নয় ভেড়াকান্ত, তেমন ভাতার থাকার চেয়ে নাথাকা ভাল? যে দিন তুই বিধবা হ'বি; প্রদ্যোত যমালয়ে যাবে, সেই দিন সুখের দিন প্রভাত হবে। আমি তোকে দাসীবৃত্তি দিয়ে অন্নবস্ত্রে প্রতিপালন ক'রবো।

বিনোদিনীর দুর্ব্বাক্যে লীলার কমল-নয়নে অজস্র অশ্রুজল বিগলিত হইয়া গণ্ডদ্বয় অভিষিক্ত করত বক্ষস্থল প্লাবিত করিল। রোদন করিতে করিতে কহিলেন দিদি! আপনার পায়ে পড়ি, আর আমাকে এরূপ কথায় দগ্ধ করিবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামী দীর্ঘজীবী হউন। আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁহাকে পতিলাভ করিয়া কৃতার্থ হই। প্রদ্যোত আমার শতায়ুঃ হউক; প্রভা আমার সাক্ষাৎ কমলা; তাহার যেন বৈধব্য যন্ত্রণা নাঘটে; আপনি আজ্ঞা করুন, আপনার যাহা আছে তাহা সমস্ত দিয়া বন-গমন করি। এই কথা বলিতে বলিতে সরোদনে গৃহে গমন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় শ্যামাপদ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল কথা শুনিলেন। পরে গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! আপাততঃ কয়েক মাস সদ্ব্যবহার দ্বারা উহাদিগকে বিমোহিত রাখিতে বিশেষ চেষ্টা দেখিবে। কোনরূপে যেন মনের মন্দভাব

জানিতে না পারে। পরে দেখিবে আমি কি প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া ফেলি। সাবধান! আমি যাহা বলিলাম তাহা যেন তোমার স্মরণ থাকে, এই বলিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। তথায় ভুজেন্দ্রের মুখে নিজ স্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া মৌখিক, (উদ্দেশে) স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া ভুজেন্দ্র বাবুকে সন্তুষ্ট করত বিদায় দিলেন। শ্যামাপদ বাবু নিরন্তর এইরূপ সদ্ব্যবহার দ্বারা ভুজেন্দ্র বাবুকে একপ্রকার অন্ধপ্রায় করিয়া তুলিলেন। মধ্যে শ্যামাপদ, ভুজেন্দ্রকে কয়েকটী সম্পত্তি প্রদান করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে আরও বিমোহিত করিলেন।

ভুজেন্দ্র বাবু সরল, উদার, পরোপকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং পরম ধার্ম্মিক; প্রদ্যোত ভ্রাতার অনুরূপ; অধিকের মধ্যে প্রদ্যোত তেজস্বী, বীর লক্ষণান্বিত; এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন; তিনি, শ্যামাপদ বাবুর এই আকস্মিক স্বভাব পরিবর্ত্তনে মনে মনে সন্দিহান হইলেন। কিন্তু তেজঃ প্রদীপ্ত থাকায়, বিপদের আশঙ্কা নাকরিয়া ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করিলেন। শ্যামাপদ ক্রমশঃ প্রদ্যোতকে লইয়া জমীদারী সম্বন্ধের দুই একটী কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

খল; এই শব্দ যেমন ভীষণ, তেমনই অনিষ্টপ্রদ; সকলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় আছে, কিন্তু খলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। খল বংশ পরম্পরায় অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে, এজন্যই শাস্ত্রকর্ত্তারা খলকে সর্প হইতে খলতর বলিয়া বর্ণন করেন। খল কস্মিন্ কালে কাহারও বশীভূত হয়না। সময় পাইলেই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। ইহারা পরম মিত্রের ন্যায় ভাব প্রকাশ করিয়া নিকটবর্ত্তী হয়। স্ত্রীর ন্যায় মনোহরণে চেষ্টা করে। সহোদরাধিক আত্মীয়তা দেখায়। মুখে অমৃত বৃষ্টি করে, কিন্তু অন্তরে বিষকুম্ভ বিরাজমান।

স্বার্থসাধনই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; অন্তকরণ বর্ষাকালীন আকাশের ন্যায় নিরন্তর আবিল; ইহারা অনিষ্ট সাধন জন্য ছায়ার ন্যায় অনুগামী হয়। ইহাদের মুখ বিবরস্থ রসনা সাপিনী দংশনাশয়ে নিরন্তর লক লক করিতেছে। ইহাদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই, ইহারা মৃণালজ্জার ধার ধারেনা। যিনি, জ্ঞানী, চতুর, বিশেষ সতর্ক তিনিই ইহাদের হস্ত হইতে বহুকষ্টে পরিত্রাণ লাভ করেন। অন্যে নিতান্ত অক্ষম; বিশেষ রহস্য এই, ইহাদের উপকার করিলে, মনে রাখেনা, মন যোগাইলেও মন পাওয়া যায়না। ইহাদের শরীর সর্ব্বদাই অশুচি, মন তদপেক্ষাও অশুচি; ইহারা দারুণ শঠ, প্রবঞ্চক এবং ধূর্ত্ত; সর্ব্বদাই লোকের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে। দেহ পাপে পরিপূর্ণ, বাহ্যাকারে বক ধার্ম্মিক; সকল দুষ্কর্ম্মই অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া থাকে, কার্য্য কালে সম্বন্ধ বিচার প্রায় থাকে না। এই ভয়ানক জানওয়ারদিগের হইতে যিনি অন্তরে থাকেন, তিনিই পরম জ্ঞানী;

পূর্ব্ব দেশস্থ দোয়াব প্রদেশ, শ্যামাপদর জমীদারী; তথায় রাম-দেবপুরগ্রামে শ্যামাপদ বাবুর এক প্রকাণ্ড অবস্থান গৃহ আছে। সেই গৃহে জমীদারী সংক্রান্ত যাবতীয় দুষ্কর্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্বকার্য্য সাধনোপযোগী লোকের অসদ্ভাব নাই। গৃহটীকে অধর্ম্মের আকর বলিলেও বলা যায়। হিংসা, প্রবঞ্চনা, ধূর্ত্ততা, শঠতা, মিথ্যা, অধার্ম্মিকতা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজমানা আছেন। উক্ত গৃহে মনোরমা নাম্নী এক রূপলাবণ্যসম্পন্না বারনারী শ্যামাপদ বাবুর মনোভবাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। শ্যামাপদ বাবু প্রায়ই তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন।

যেমন প্রলয় কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবী শান্ত ভাব অবলম্বন করে। দিক্ সকল সুপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হয়। সমুদ্র গম্ভীর ভাবে অবস্থান করে। শ্যামাপদর অবস্থাও সেই রূপ হইল।ব

প্রদ্যোতকুমারের সর্ব্বনাশসাধনজন্য শ্যামাপদ বাবু শান্তভাব অবলম্বন করিয়া কয়েক মাস অতি বাহিত করিলেন।

পরে কোনসময় শ্যামাপদবাবু, প্রদ্যোতকুমারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন প্রদ্যোত! তোমাকে আমার সঙ্গে রামদেবপুর গমন করিতে হইবে, তথায় গমন না করিলে বড়ই কার্য্য হানি হইতেছে। আর আমি চিরকাল একাকী সকল কার্য্য দেখিতে পারি না। তোমাদের বিষয় তোমরা দেখিয়া শুনিয়া লও, ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর কপট বচনে বিমোহিত করিয়া তাঁহাকে লইয়া তথায় গমন করিলেন। রামদেবপুরে আসিয়া শ্যামাপদবাবু বিশেষ যত্নে প্রদ্যোতকে বিশেষ বিমোহিত করিলেন। এই রূপে দুই মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

এ-দিকে জয়স্থলবাসী ভুজেন্দ্রকৃষ্ণ এক দিন গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে একজন পদাতি, শ্যামাপদর নামাঙ্কিত এক পত্রিকা প্রদান করিল। ভুজেন্দ্র বাবু তাহা তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। "প্রিয়তম ভুজেন্দ্র! লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কি বলিয়া তোমাকে প্রাণাধিক প্রদ্যোতের কঠিন পীড়ার সংবাদ প্রদান করিব। সংবাদ না দেওয়াও নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া অগত্যা আমার সংবাদ দিতে হইল। তুমি পত্র পাঠ এখানে আগমন করিবে, প্রদ্যোতের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, রোগ যেরূপ বলবান্ ইহাতে যে প্রাণে রক্ষা পায় আমার এরূপ বোধ হয় না ইতি" পত্রপাঠে ভুজের প্রাণ উড়িয়া গেল। ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া রামদেবপুরে যাত্রা করিলেন। এ-দিকে একদিন বৈকালে রামদেব পুরস্থ বাটীতে অকস্মাৎ রোদনধ্বনি উত্থিত হইয়া অপরাপর সকলকে ঘোর শোকে শোকাকুল করিয়া ফেলিল। সকলের মুখেই হাহাকার শব্দ, হায় কি হইল। আজি ইন্দ্রপাত হইল। আজি ভুজেন্দ্র বাবুর সর্ব্বনাশ হইল। প্রদ্যোত ইহলোক পরিত্যাগ

করিলেন। এই রূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে শ্যামাপদবাবু শবলইয়া দাহার্থে নদীতটে গমন করিলেন। আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব সকলেই অনুগামী হইলেন। চিতা প্রস্তুত হইল। তদুপরি শবস্থাপন করিয়া যথা রীতি দাহকার্য্য আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে হুতাশন প্রবলজ্বালা বিকিরণ করিয়া শবদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই শব অর্দ্ধাবশেষিত হইল। এমন সময় তথায় ভুজেন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল শুনিলেন। স্বচক্ষে প্রজ্বলিত চিতাদর্শন করিলেন। জ্ঞান হত হইল। সংসার শূন্যময় নিরীক্ষণ করিলেন। মস্তক বিঘূর্ণিত হইল! মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। সকলে বহু যত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ভুজেন্দ্র কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন। প্রদ্যোত!—প্রদ্যোত!—আমার নয়ন মণি প্রদ্যোত! কণ্ঠের হার! হৃদয় ভূষণ! দেহের বল প্রদ্যোত! একবার উত্তর দিয়া আমায় শীতল কর। তোমার দাদা হতভাগ্য ভুজেন্দ্র আসিয়াছে, একবার উত্তর দিয়া প্রাণ মন শীতল কর। প্রাণাধিক! চিরানুগত—ভাই লক্ষ্মণ! একবার উত্তর দাও। তোমার হতভাগ্য দাদা যায়; একবার উত্তর দাও। প্রিয় দর্শন! আমি কি এই দেখিবার জন্যই নদীতটে আগমন করিলাম!! দগ্ধ চক্ষু! তুমি অন্ধ হইয়া দৃষ্টি শক্তি হারাও। কন্দর্পরূপরাশিবিনিন্দি প্রদ্যোত আমার ভস্মাবশেষিত হইতেছে, তাহাই তুমি দর্শন করিতেছ? এই দেখিবার জন্যই কি তুমি আমার দেহে অবস্থান করিয়াছিলে? উঃ আর যাতনা সহ্য হয় না। হৃদয় শতধা হও, প্রাণ বহির্গত হও। এই বলিয়া সজোরে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত হইল। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। পুনর্ব্বার কহিলেন প্রদ্যোত! পিতা আমায় অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন। মাতা তোমার শৈশব কালেই তোমাকে আমার করে সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুগামিনী

হইয়াছেন। আমি একমাত্র তোমার বদনসুধাকর দর্শন করিয়াই, সেই দারুণ-শোক-সমুদ্র পার হইয়া ছিলাম। তোমার শৈশব কালের সেই হাস্য, সেই নৃত্য, সেই অঙ্গ সঞ্চালন, সেই সেই মনপ্রাণ বিমোহন ভাব ভঙ্গি আজি যে আমায় সপ্ত পাতাল-তলে নিক্ষেপ করিতেছে। প্রাণাধিক! তুমি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরম ধার্ম্মিক, তেজস্বী, মহাবীর, প্রদ্যোত! তোমার অভাবে আমার কি গতি হইবে? প্রিয়দর্শন! আর কে আমাকে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, ক্ষণে ক্ষণে, আশ্বস্ত করিবে? আমার জীবনের জীবন, বুদ্ধি শক্তি, উন্নতির সেতু প্রদ্যোত! তোমার জননীসমা লীলার অবস্থায় কি হইবে ভাই!; ভাই! সে-যে তোমার মুখ শশী দর্শন করিয়াই জীবিত আছে। ভাই! কে-আর তাহাকে মাতৃভক্তি প্রদান করিবে? কে-আর তাহার দুঃখ দাবাগ্নিতে সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিবে? কে-আর তাহার দুঃখজনিত নয়ন-নীর কোমলকর পল্লবে মুছাইয়া মৃদু-মধুর মোহন বাক্যে বিমোহিত করিবে। প্রিয়তম! লীলা পুত্রবতী না হইলেও তোমাধনে লাভ করিয়া সেই সুখে সুখিনী হইয়াছিল। প্রদ্যোত! আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য গিয়াছে। বৃক্ষতল মাত্র সার হইয়াছে। কষ্ট যতদূর ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, তথাচ লীলার কোন দিন কোন দুঃখের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। সে তোমাধনে লাভ করিয়াই সকল ধনে ধনশালিনী হইয়াছিল। তুমি তাহার একমাত্র ভরসা; ভাই আমার! তোমার অভাবে তাহার কি গতি হইবে? ভাই প্রদ্যোত! আমার আসিবার কালে সেই অভাগিনী কাঙ্গালিনী লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিয়া দিয়া ছিল, প্রাণ বল্লভ! আপনি যাইতেছেন, দেখিবেন. আমার কণ্ঠের হার, অমূল্যরত্ন প্রদ্যোতকে আমায় আনিয়া দিবেন। আমার ধন আমায় ফিরিয়া দিবেন। আমার পুত্র কল্প প্রদ্যোতকে আমায় ফিরিয়া দিবেন। আমি হতভাগিনী অন্ধ হইয়া এই অন্ধকার

ময় পাপ সংসারে রহিলাম, দেখিবেন আমার ধন আমায় ফিরিয়া দিবেন। আমি অনশনে দীন নয়নে পথ পানে চাহিয়া রহিলাম, দেখিবেন, আমার ধন আমায় ফিরিয়া দিবেন। প্রাণাধিক! আমি কি ধন লইয়া বাটী যাইব? কোন্ প্রাণে লীলার সম্মুখে দাঁড়াইব? লীলা যখন জিজ্ঞাসা করিবে আমার প্রদ্যোত কেমন আছে, তখন আমি তাহাকে কি উত্তর দিব? "কৈ-আমার গচ্ছিত রত্ন আমায় দাও" বলিয়া লীলা যখন তোমাধনে ভিক্ষা করিবে, তখন আমি তাহাকে কি-ধন ভিক্ষা দিব? প্রদ্যোত! সংসারে এমন কি ধন আছে, যাহার বিনিময়ে তোমাধনে পাইব? ভাই! সেই চির দুঃখিনী সীতাসমা লীলাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইও না। আর কাঙ্গালিনীকে পথের ভিখারিণী করিও না। আর হতভাগিনীকে নয়ন নীরে অভিষিক্ত করিও না। আমার কথার উত্তর দাও। গৃহে চল। হতভাগ্য ভুজেন্দ্রকে বাঁচাও। আমায় দেশে রাখ। উঃ প্রাণ যায়; প্রদ্যোত! প্রাণ যায়; হে অগ্নিদেব! তোমার চরণে ধরি, ক্ষান্ত হও, আর সোণার অঙ্গ ভস্ম করিও না। আমি গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি পুটে ভিক্ষা করিতেছি, আমার প্রদ্যোতকে আমায় ভিক্ষা দাও। আমি তোমাকে, রক্তপুষ্প ঘৃতাক্ত করিয়া আহুতি দিব, আর তুমি প্রদ্যোতের সোণার অঙ্গ ভস্ম করিও না। আমার ভাইকে আমায় ভিক্ষা দাও। এই কথা বলিতে বলিতে সবেগে উত্থিত হইয়া চিতানলে ঝাঁপ দিতে চলিলেন। শ্যামাপদ বাবুর আত্মীয় বর্গ তাঁহাকে ধরিয়া দেবপুরস্থ গৃহে লইয়া গেলেন। এ-দিকে দাহ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া ভুজেন্দ্র বাবুকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এই সময় তথায় হকিম কবিরাজগণ উপস্থিত হইয়া সম দুঃখে দুঃখিত হইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে শ্যামাপদ, লোক দিয়া ভুজেন্দ্রকে জয়স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

ভুজেন্দ্রবাবুর অবস্থা দর্শনে লীলা মৃতবত্তের উপর মৃতবৎ হইলেন। কেবল একবার মাত্র স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রাণবল্লভ! আমার প্রদ্যোত কি বাঁচিয়া নাই? ভুজেন্দ্রবাবু হা প্রদ্যোত! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। লীলাও সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারাইলেন। বিনোদিনী আসিয়া চৈতন্য করত মৌখিক কথায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। লীলা চৈতন্য পাইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পাগলিনী হইয়া উঠিলেন। এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন—

নয়নের মণি মম হৃদয় রতন,
মা-বলিয়া কোলে আয় প্রদ্যোত কুমার।
উহুঃ উহুঃ; কি করিলি দুরন্ত শমন,
দু-নয়নে দশদিক্ হেরি অন্ধকার॥

লীলাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, এই কবিতা ভিন্ন অন্য কিছুই উচ্চারণ করেন না। কয়েক দিন এই ভাবেই গত হইল। পশ্চাৎ ভুজেন্দ্রবাবু নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া লীলাকে তাঁহার পিতৃ-গৃহে পাঠাইয়া দিয়া, এই শোচনীয় ভয়ানক সংবাদ সীতাবাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

সংবাদ শ্রবণে সৌরীন্দ্রমোহন মৃতপ্রায় হইলেন। মুক্তকেশী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। প্রভাবতী মূর্চ্ছিত হইয়া ধরা-তলে পতিত হইলেন। পুরনারী বর্গ হাহাকার করিয়া উঠিল। গৃহ মধ্যে শোকপ্রবাহ বহিতে লাগিল।

নবযৌবনা সরলা বালা প্রভাবতীর আয়ত নয়নে অজস্র অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। নির্জ্জনে ধরাসনে উপবেশন করিয়া এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—নাথ! আমার পথপ্রান্তস্থ অমূল্য-রত্ন! আমার জন্মান্তরীণ তপস্যারফল! তুমি কি আমায় সত্য সত্যই পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছ? প্রদ্যোত! আমি বালিকা; আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায়

কোন্ অলক্ষ্য অদৃশ্য স্থানে গমন করিলে? আর কি আমি তোমার চরণ-যুগলের দর্শন পাইবনা? আর একবার কি সেই মুখশশী দেখিতে পাইবনা? প্রদ্যোত! তুমি আমায় কি বলিয়াছিলে? তাহা একবার মনে কর। কহিয়াছিলে প্রভা! আমি তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিবনা। তোমাকে আমি ক্ষণকালও নয়নের অন্তরাল করিবনা। তোমার সেই সকল কথা এখন্ কোথায় গেল? তুমি সত্য-বাদী, পরম-ধার্ম্মিক; আমি তোমার বালিকা স্ত্রী; আমাকে অপার দুঃখ-সমুদ্রে ভাসান তোমার উচিত নহে। ভাবিয়া দেখ, তুমি ভিন্ন আমার অন্য গতিনাই। আমি শরণাগতবালিকা, তুমি শরণাগত প্রতিপালক, আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমার এই বয়স, প্রদ্যোত! আমি কোথায় যাইব? কোথায় বা দাঁড়াইব? কাহাকেই বা মনের দুঃখ জানাইব? আর আমার এ-সংসারে কে-আছে? পতিই নারীর পরম-দেবতা, একমাত্র অবলম্বন, গতি, মুক্তি, নাথ! আমার গতি কি হইবে? দিনমণির অদর্শনে পদ্মিনীর যে গতি, তাহা ত তুমি অবগত আছ। কুমুদিনীর, কুমুদবান্ধব ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? বল্লরীর [illegible]রই একমাত্রসহায়, প্রদ্যোত! আমার প্রিয়পতি প্রদ্যোত! প্র[illegible]মস্তক-মণি৹ প্রদ্যোত! এ-বয়সে প্রভা শ্রীচরণে এমন কি অপর[illegible] করিয়াছে যে তাহাকে পরিত্যাগ করিলে? নাথ! আমি কি বিধবা! প্রদ্যোত! আমি কি বিধবা! এ-মর্ম্মচ্ছেদী ভয়ানক বাক্য আমায় কে শুনাইল? প্রাণ! বহির্গতহও, আর কেন? তোমার সকল সুখ এজন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে। আর তোমার প্রদ্যোত নাই। কে-তোমায় যত্ন করিবে? এ-অসার নারীদেহে আর কেন? প্রস্থান কর। যদি এ-দেহকে পবিত্র রাখিতে চাও তবে এইক্ষণে প্রস্থান কর,। হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমি এ-বয়সে বিধবা!! স্বামিন্! কোন্ সুরাঙ্গনা আপনার মন ভুলাইল? কোন্ মায়াবিনী রূপের ভাণ্ডার দেখাইয়া তোমাধনে চুরী করিল? তুমি যে, আমার-এই

হদয়েছিলে? নাথ! বালিকার হৃদয়, তোমার কি ভাল লাগিল না? প্রদ্যোত! এই পাপ হৃদয় তুমি কি পরিত্যাগ করিয়াছ? এই বলিয়া বক্ষে সজোরে ঘন ঘন করাঘাত করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। পুরনারীগণ বহুযত্নে চৈতন্য-সম্পাদন করিল। এই ভাবে কয়েক-দিন অতিবাহিত হইয়াগেল। পরে সৌরীন্দ্রমোহন বিষয় সম্পত্তি ভুজেন্দ্রবাবুর নামে উইল করিয়া আপনাদিগের ভরণ পোষণোপযোগী প্রভৃত অর্থ লইয়া, ভুজেন্দ্রকে উইল খানি প্রদান করত কাশীধামে যাত্রা করিলেন। ভুজেন্দ্র বাবু ভ্রাতৃশোকে পাগলের মত হইয়াছিলেন। তিনি সৌরীন্দ্রমোহনের গৃহে এক ব্রাহ্মণকে সপরিবারে রাখিয়া জন্মস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। এবং তথা হইতে উইল খানি লীলার নিকট পাঠাইয়া দিয়া, কাহাকেও কোনকথা না বলিয়া সংসার প্রেমে জলাঞ্জলিদিয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন।

লীলা উইল্ খানি পিতার নিকট রাখিলেন। কিছু দিন পরে শ্রবণ করিলেন ভুজেন্দ্র দেশত্যাগ করিয়াছেন। শোকাকুলার উপর শোকাকুলা হইলেন। চতুর্দ্দিকশূন্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। সংসারের অসারতা বিলক্ষণ বুঝিয়া লইলেন। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া কৌশল ক্রমে উইল খানি গ্রহণ করতঃ-সন্ন্যাসিনীর বেশে দেশে দেশে পতির অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কেহই কোন সন্ধান পাইল না। চতুর শ্যামাপদ কিছুদিন পরে তাঁহাদিগেরও মৃত্যু সংবাদ রটাইয়া দিয়া তদুপযোগী কার্য্য করিলেন।

মহারাজ! এক বার চলুন দুরাচার ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগী শ্যামাপদর কার্য্যাবলি দর্শন করি। ঐ-দেখুন, দুরাচার শ্যামাপদ, পরোপকারী প্রদ্যোতকুমারকে রামদেবপুরস্থ গৃহমধ্যে মৃত্তিকার নিম্নস্থ এক অন্ধকূপে হস্তপদ বন্ধন করিয়া, ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এই অন্ধকার-ময় ভয়ানক গৃহে অদ্য কয়েক মাস অবস্থান করিয়া প্রদ্যোতের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। শ্যামাপদ এতদিন বিপত্তয়ে প্রদ্যোতকে

বিনাশ করিতে পারেন নাই। অন্যএক একাকৃতি আনীত শব ; দাহন্মারা ভুজেন্দ্র প্রভৃতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়াছেন। এক্ষণে প্রদ্যোতকে বধ করিলেই সকল আপদ চুকিয়া যায়। তাহারও সম্পূর্ণ আয়োজন করিয়াছেন। কল্য নিশিতে একজন ঘাতুক দ্বারা বধকার্য্য শেষকরা হইবে। অর্থ দ্বারা সকলকেই বশীভূত করিয়াছেন। দুরাচারের, দুরাচার লোকের অপ্রতুল নাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্যামাপদবাবুর মনোরমা নাম্নী এক উপপত্নী আছে। সে-প্রদ্যোতকে প্রথমদিন হইতেই দর্শন করিয়া তাঁহার সদ্গুণের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছিল। সে, এই সকল ঘটনা ; সকল জানিত। তাহার কৃপাতেই প্রদ্যোত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুখাদ্য লাভ করিয়া এতদ্দিন জীবিত ছিলেন। বারনারী তাঁহার জীবন রক্ষা করিবে বলিয়া মধ্যে মধ্যে আশ্বাস প্রদানকরিত। এত-দিন কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া কোন সুবিধা করিতে পারে নাই। কল্য নিপাতের দিন চিন্তাকরিরা ব্যাকুল হইল। রাত্রি উপস্থিত হইলে ভাবিতে ভাবিতে শ্যামাপদ বাবুর নিকট গমন করিল। বিধাতাও মনোরমার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। অকস্মাৎ ঘোরতর ঘনঘটা উপস্থিত হইয়া, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে লাগিল। সময় বুঝিয়া বারনারী সুরা বাহির করিয়া উভয়ে নির্জ্জন গৃহে বসিয়া পান করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অধিক সুরাপ্রদান দ্বারা শ্যামাপদকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিল। পরে শ্যামাপদর কটি হইতে চাবি বাহির করিয়া তাঁহার গোপনীয় বাক্স খুলিয়া কয়েকটী চাবি লইয়া প্রদ্যোতের গৃহ উন্মুক্ত করত তাঁহার বন্ধন মোচন করিল এবং এক খানি খননো-পযোগী অস্ত্র দিয়া কহিল, প্রদ্যোতবাবু! আপনি এই গৃহের পশ্চিম দিকস্থ ভিত্তির নিম্নভাগ খনন করুন, করিলেই অপর দিকে এক সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইবেন, তাহার ভিতর দিয়া নির্ভয়ে গমন করিবেন।

পারে বাটীর প্রান্তভাগে এক গৃহে উপস্থিত হইবেন। সেই গৃহের চাবি আমি খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তথা হইতে বাহিরে আসিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র পলায়ন করিবেন। এ-দেশে থাকিলে আপনার জীবন রক্ষা হইবে না। বিস্তর প্রহরী থাকায় আমি আপনাকে বহির্দ্বার দিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। এই বলিয়া চাবি বন্ধ করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। প্রদ্যোত মনোরমাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন মদীয় জীবন রক্ষা কারিণি! যদি কখন সুযোগ পাই, তবে তখন ইহার প্রত্যুপকার করিব। এই বলিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রদ্যোত সকল কার্য্যেই সুদক্ষ; দেখিতে দেখিতে স্বকার্য্য সাধন করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্ধকারময়ী যামিনী সহায়ে ছদ্মবেশে যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। কালে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের নিকট ভুজেন্দ্র ও লীলার মৃত্যু সংবাদ, প্রদ্যোতের মৃত্যু, প্রভার কাশী গমন শ্রবণ করিলেন। (নিজের) ছদ্মবেশ থাকায়, তাঁহারা প্রদ্যোতকে প্রদ্যোত বলিয়া চিনিতে পারে নাই। প্রদ্যোত নিজের মিথ্যা মৃত্যু ঘটনা একবার মনোরমার নিকট শ্রবণ করিয়া ছিলেন। এক্ষণেও শ্রবণ করিলেন। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপত্নীর মৃত্যুতে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে কাশীযাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভার অনেক অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইলেন না। কেবল এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে, একটী ভদ্র লোক, আপনস্ত্রী ও একটী বিধবা কন্যা লইয়া কয়েক মাস এই স্থানে অবস্থান করিয়া ছিলেন। কালের কঠোর শাসনে মাসেক হইল স্ত্রীপুরুষেই শমন ভবনে গমন করিয়াছেন। প্রবীণের নাম সৌরীন্দ্রমোহন; কন্যার নাম প্রভাবতী; তৎপরে প্রভাবতী পিতার বহু অর্থ, দীন দরিদ্রকে দান করিয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে

পারি না। শুনিয়া প্রদ্যোতের প্রাণ উড়িয়া গেল। অসার সংসারের অসারতায় মহাদুঃখিত হইয়া দেশে দেশে প্রভার অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিলেন।

মহারাজ! প্রদ্যোতকুমার লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই সত্য; প্রভাবতী পিতৃ-মাতৃ-হীনা হইয়া শোকদুঃখে কয়েক দিন মৃতপ্রায় ছিলেন। পরে ধনাদি বিতরণ করিয়া সঙ্গিনী সন্ন্যাসিনীগণ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসিনীর বেশে এক্ষণে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন।

এ-দিকে প্রদ্যোতকুমার নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াও যখন, প্রভার কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না তখন মহারাজ উপেন্দ্রসিংহের নিকট যাইতে অভিলাষী হইলেন। এক্ষণে উপেন্দ্র সিংহের সহিত মহারাজের পরিচয় হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়-পরিচ্ছেদ।

প্রদ্যোতের সমকালে ভারতবর্ষের বেহারদেশে হংসবতী নদী-তীরে সোমবতী নাম্নী এক নগরী ছিল। নগরীমধ্যে, উভয় পার্শ্বে পয়ঃ প্রণালী বিশিষ্ট পরিষ্কৃত রাজপথ সকল জনগণের গমন কষ্ট নিবারণ করিত। সুশোভিত নিপান সমস্ত পিপাসা নিবারণার্থে খাদিত হইয়াছিল। নানা বর্ণের পুষ্পরাশি সংযুক্ত পাদপকুল সমাকীর্ণ বিমনোদ্যান সকল মানবগণের মনোহরণ করিত। নানা রত্নে মণ্ডিত মনোনয়নের প্রীতিপ্রদ মনোহর হর্ম্ম্যমালা বিরাজিত ছিল। সিত পীত নীল লোহিত বস্ত্র সম্ভার সংযুক্ত মনোহর আপণশ্রেণী সম্মুখস্থ রাজপথকে জ্যোতির্বিশিষ্ট করিত। সুবিচার সম্পাদক ধর্ম্মা-ধিকরণে সুবিচার সম্পন্ন হইত। সুচিত্রে চিত্রিত কীর্ত্তি স্তম্ভ সকল স্থাপিত হইয়াছিল। অসংখ্য পুস্তকে পরিপূর্ণ পুস্তকালয় সকল পাঠ্যপুস্তকের অভাব নিবারণ করিত। সুযোগ্য শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়সকলে সুশিক্ষা সম্পন্ন হইত। নীতি শিক্ষামাত্রে

পবিত্র গৃহের ইয়ত্তাছিলনা। ব্যায়াম ভূমি ও নাট্যশালার, আয়ুধাভ্যাস স্থান ও আয়ুধাগারের, চিত্রশালা ও রত্নাগারের সংখ্যা করা দুষ্কর হইত। উপজীবিকায় পরিপূর্ণ অতিথিশালা যে কতছিল তাহা কি কহিব। বিবিধদেবেপরিপূর্ণ দেবমন্দির সকল দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হইত। অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন বর্ম্মধারীরক্ষিগণে এবং মণি মাণিক্য প্রবলাদি রত্নে সুশোভিত রাজভবন, সকলের একদৃশ্য পদার্থ ছিল। নগরী প্রান্তে তরণী শ্রেণী সংযুক্ত নিম্নগা, সর্ব্বদাই কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত। এই নগরে তারানাথ নামে এক প্রবল প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। রাজধর্ম্মে যুধিষ্ঠিরের, দানে কর্ণের, প্রজারঞ্জনে রামের বুদ্ধে বৃহস্পতির, নীতি গুণে ভীষ্মের, এবং বীর্য্যে পরশুরামের তুল্য ছিলেন। সংসারে ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু এবং প্রজা-রঞ্জনই রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি এই দুইবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মের উপর নির্ভর করত রাজ্যশাসন করিতেন। সভাস্থলে চাটুকার বিবর্জ্জিত এবং সুধীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকাতে অবিচার তথায় প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না। প্রজারা তাঁহার শাসন গুণে একান্ত বশীভূতছিল। দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে নগরী দীপমালায় পরিশোভিত এবং প্রতিগৃহে নৃত্য গীতাদি মহোৎসব সম্পন্ন হইত। দিবসে নাবিকদিগের এবং নগরবাসী জনগণের কলরবে এক প্রকার শব্দ সমুদ্ভুত হইয়া নগর পার্শ্বস্থজনগণের কর্ণসুখ সমুৎপাদন করিত। রাজা এবম্ভূতা নগরীর অধীশ্বর হইয়া পরম সুখে রাজ্য সুখ সম্ভোগ করিতেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্না প্রমদা নাম্নী এক রমণী ছিলেন। তিনি যেমন মৃদুহাসিনী ও মধুর ভাষিণী তেমনি পতিভক্তি পরায়ণা, রাজা তাহার গুণে একান্ত বশীভূত ছিলেন। তিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুপ্রতি সমভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সমবয়স্কা সহচরী দিগকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। দেবার্চ্চনা

ও পতি সেবাতেই তাঁহার দিনযামিনী পর্য্যবসিত হইত। কালক্রমে তাঁহার গর্ভে উপেন্দ্রসিংহ নামে একতনয় জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন এবং তৎকালবর্ত্তী যাবতীয় রাজকুমারের মধ্যে নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত, বাগ্মী, কাব্য, গণিত, ন্যায়, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রে বিশারদ হইলেন। ব্যাকরণ অভিধান কণ্ঠস্থ করিলেন এবং জিতেন্দ্রিয় ও রণস্থলে বীর হইয়া উঠিলেন। নীতি ও দয়াগুণে বিভূষিত হইলেন। অঙ্গ সকল স্থূল ও দৃঢ় হইয়া উঠিল। যৌবনাগমনে রাজকুমার মোহনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

দেব! বাজিরাও! এই স্থানে এই কথা অবগত হওয়া আপনার নিতান্ত আবশ্যক যে, আমাদের প্রদ্যোতকুমার, এই রাজকুমারের নিকট প্রথমাবস্থায় অবস্থান করিয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। প্রদ্যোত যখন বাটীতে আগমন করেন. তখন প্রগাঢ় প্রণয় নিবন্ধন রাজকুমার এই কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, বন্ধো! তোমার যখন কোন বিশেষ আবশ্যক হইবে তখন আমায় অবগত করাইতে লজ্জিত হইও না, এই বলিয়া বিদায় দেন। এক্ষণে প্রদ্যোত সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়া আসিতেছেন।

এদিকে নৃপতি তারানাথ হৃদয়ানন্দ দায়ক উপেন্দ্রসিংহকে রূপেগুণে পরিপূর্ণ দেখিয়া, তদুপরি রাজ্যভার অর্পণ করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং আভিষেচনিক জলাদিদ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নানা দিগ্‌দেশে দূত প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর বস্তু সমুদায় আহৃত হইলে রাজা শুভদিনে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অম্লান তেজস্বী যুবরাজ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতার ন্যায় প্রজারঞ্জনে তৎপর হইলেন। প্রজাকুল তাঁহার শাসনগুণে পূর্ব্ব রাজার গুণগ্রাম বিস্মৃত হইয়া গেল। কোন্ কার্য্যদ্বারা প্রজাকুলের অভ্যুন্নতি হইবে, কোন্ কার্য্যদ্বারা সংসারে সত্যধর্ম্ম প্রচার হইবে, কোন্ কার্য্যদ্বারা মনুজগণ পীড়া হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কোন্ কার্য্য

দ্বারা বিদ্যোন্নতি হইবে, যুবরাজ তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই চিন্তাকুল থাকিতেন। দিবা ভাগে রাজ্যশাসন ও রাত্রিকালে ছদ্মবেশ ধারণ এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া নগর ভ্রমণ পূর্ব্বক নাগরিক দিগের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেন। ভ্রমণ কালীন স্বসম্বন্ধীয় প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিলে লজ্জায় সঙ্কুচিত ও অপযশঃ বাক্য শ্রবণ করিলে তদ্বিষয়ে সাবধান হইতেন। ভ্রমণ কালীন কাহারো কাতর বাক্য শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতিকার করিতেন। মহামান্য যুবরাজ এই রূপে প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। আর গন্ধবিশিষ্ট মলয়ানিল সম্পন্ন বসন্তকালও তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। মহীপালসুত পরম যত্নে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে প্রজাকুল ধনবান্ ও গুণবান্ হইল। অলিকুল পরাভব দুঃখে হরি স্মরণ করিয়া বনগমন করিল। তস্কর সকল দস্যুবৃত্তি পরিহার করিয়া গলদেশে ধর্ম্মরূপহার ধারণ করিল। চিকিৎসার সুপ্রণালীতে জনপদে গদ, পদ প্রাপ্ত না হইয়া গুপ্তভাব অবলম্বন করিল।

একদিন যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহ নিজ বিশ্রাম গৃহে অবস্থান করিয়া শ্রান্তিদূর করিতেছেন, এমন সময়ে এক পরিচারিণী একখানি ছবি আনিয়া তাঁহার হস্তেদিয়া প্রণাম করিল। যুবরাজ তাহার প্রতি যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন অমনি কেমন একপ্রকার হইয়া অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতে করিতে স্পষ্টাক্ষরে পুনঃ পুনঃ মূর্ত্তির গুণব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে পরিচারিণী কহিল, দেব! এইটী মহারাজ মান্দুসরাধিপতির অবিবাহিতা কন্যা, নাম তিলোত্তমা; শীঘ্রই বিবাহিতা হইবেন, সেই জন্যই এই প্রতিমূর্ত্তি লইয়া তথা হইতে লোক আসিয়াছে। যুবরাজ কহিলেন ভালই, তুমি স্বকার্য্যে গমন কর। পরিচারিণী চলিয়া গেল। যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনই অলোকসামান্যরূপা তিলোত্তমা যুবরাজকে আকর্ষণ করিলেন। কথাকহিবার ক্ষমতা

না থাকিলেও মূর্ত্তি কহিলেন "প্রাণনাথ! আর কতদিন আপনার বিরহ সহ্য করিব? প্রাণ যায়, দাসীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন"। যুবরাজ ধৈর্য্যহারাইলেন, প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, একমনে সেই অমৃতময়ী, প্রেমময়ী-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কোন রূপে সেই সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রি কালে নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাবস্থায় আর বার সেই রূপরাশি স্বপ্নে দেখিলেন। বিশেষের মধ্যে এবার তিলোত্তমা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলেন। যুবরাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, যেমন বাহু বিস্তার করিয়া ধরিতে যাইবেন অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইয়াগেল। মনঃপ্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, আর শয্যাগত হইয়া থাকিতে নাপারিয়া নিজ পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া আলেখ্যখানি গ্রহণ করত দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণ করিয়া মান্দুসর নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মান্দুসরে আসিতে হইলে এক নিবিড় বন অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। সেই বনমধ্যস্থ পথ সকল সকলে ভাল জানে না। আসিতে আসিতে যুবরাজ তন্মধ্যে পতিত হইলেন। এদিকে বৃদ্ধভূপতি তারানাথ পুত্রের অনেক অনুসন্ধান করিলেন বটে কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইলেন না।

অন্যদিকে যুবরাজ সন্ধ্যা দেখিয়া বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করি আপনি পাদপোপরে আরোহণ করিলেন। ক্রমে ভগবান্ হিমবান্ রাজার দুঃখে দুঃখী হইয়াই যেন পাণ্ডুবর্ণ বদনে অন্তর্দ্ধান হইলেন। আকাশ যুবরাজের কষ্ট সহ্য করিতে নাপারিয়াই যেন তারারূপ চক্ষু নিমীলিত করিতে লাগিল। বৃক্ষগণ পক্ষীমুখে রোদন করিতে লাগিল এবং পত্রচক্ষু দিয়া শিশির বিন্দু রূপ অশ্রুধারি বর্ষণ করিতে লাগিল। হিংস্রক শ্বাপদ-গণে ভয় দেখাইবার নিমিত্তই যেন সূর্য্য রক্তবর্ণ হইয়া উদয় হইলেন। যুবরাজ দিবাগমনে কোন্ পথে গমন করিবেন তাহার স্থিরতা করিবার নিমিত্ত বৃক্ষের অত্যুচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু

বৃক্ষগণ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইলনা। কেবল বৃক্ষগণ মধ্যে এক নগরাজ অতুল শোভায় শোভিত হইয়া যোগ্য করিবার নিমিত্তই যেন ধরায় অবস্থান করিতেছে। শত্রুভীত সামান্য ব্যক্তি যেমন মহাজনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে সেই রূপ অন্ধকার সকল; সূর্য্য ভয়ে ভীত হইয়াই যেন ভূধরে আত্মরক্ষা ভার সমর্পণ করিয়াছে। কোথাও প্রকাণ্ড কাণ্ড যুক্ত বৃক্ষগণ সূর্য্যের কিরণ অবরোধ করিয়াছে। কোথাও বিকসিত পুষ্প শাখে শিখী সুখে আসীন হইয়া কেকারবে আপন প্রেয়সীকে সন্তুষ্ট করিতেছে। কেথায়ও নানাবর্ণের ধাতু শোভা পাইতেছে এবং তাহার উপর দিয়া পশুগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে শিলাতল দর্শন করিলে বোধ হয় যেন, প্রকৃতি দেবী, বনশ্রীর বসিবার নিমিত্ত আসন সমস্ত পাতিয়া রাখিয়াছেন। কোথাও নির্ঝর এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী সকল কলকল রবে মেদিনী স্পর্শ করিতেছে। কোথাও নগরাজ দিনমণিকে ধরিবার নিমিত্ত মনস্থ করিয়াই যেন চূড়ারূপহস্ত উত্তোলন করিয়া আছে। এইমত কতশত পদার্থ দর্শন করিয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করত অশ্বে আরোহণ করিলেন। প্রভূত পরাক্রম শালী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য দয়ার সাগর নরপতি অশ্বে আরোহণ করত মান্দুসয় গমনোন্মুখ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু পথের যাথার্থ স্থিরতা না হওয়াতে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। দিনমণি ক্রমে ক্রমে মস্তকোপরি উপস্থিত হইলেন। ক্ষুধিত যুবরাজ এই সময়ে অপরিচিত বনজাত ফল মূল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করত কথঞ্চিৎ ক্ষুধার শান্তি করিলেন। কিন্তু দুর্গম কাননে অবস্থান ক্লেশ একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল এবং মুখ কমল ম্লান হইয়া গেল। সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, যে দিকে শব্দ হয়, ভয় চকিত হরিণের ন্যায়

সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করেন। আর ভাবেন কোন্ দিকে যাইব; কে বা আমার পথ প্রদর্শক হইবে”। ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া তদনন্তর মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে মান্দুগর গমনোদ্দেশেই পুনর্ব্বার ঘোটকে আরোহণ করত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী এবং রাজাও গহন কাননে পতিত হইলেন। কমলিনী প্রিয়তম বিরহে অলি রূপ অশ্রুবিন্দু বিমোচন করিতে লাগিল। কুমুদিনী প্রিয় সমাগম সুখে আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। হংস সারস চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নলিনীর দুঃখে দুঃখী হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। অলিকুল ও কোকিলকলাপ বসন্ত সামন্তকে সমস্ত দিনের সংবাদ প্রদান জন্য তৎস্থানে গমন করিল। চক্রবাক্ মিথুন নিশাগমনে পরস্পর বিযুক্ত হইয়া অসহ্য বিরহ যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে চিৎকার করিয়া কমলিনীর দুঃখ হ্রাস করিতে লাগিল। মন্দ মন্দ মলয়বায়ু প্রবাহিত হইয়া শরীরস্নিগ্ধ করিতে লাগিল। পক্ষিগণ সন্ধ্যা দেখিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বৃক্ষোপরে আশ্রয় লইয়া সুমধুর কলরবে পরস্পর পরিচয় প্রদানে আসক্ত হইল। গো, মেষ, মহিষ ও ছাগ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু গণ পালে পালে গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল। রাখালগণ তদনু-সরণে প্রবৃত্ত হইল। কৃষকগণ সমস্ত দিন ক্ষেত্রের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সন্ধ্যাগমনে দলবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। রক্তবর্ণ মেঘমালা কিন্নরীদিগকে বেশভূষায় আসক্ত করাইয়া ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। কামিনীর কুল প্রিয়সমাগম সুখে যামিনী অতিবাহিত করিব এই মনের উল্লাসে বেশবিধানে তৎপর হইল। বিরহিণীগণ অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিল। বিরহীদিগের অন্তঃকরণের অস্থিরতা সমুৎপন্ন হইল। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে সমুদায় জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। দেখিতে

দেখিতে কুমুদনাথ উদয় হইয়া তাহাদিগের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবরাজ পুনর্ব্বার সন্ধ্যা দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া বৃক্ষমূলে অশ্ব বন্ধন করিয়া আপনি বৃক্ষোপরে আরোহণ করিলেন এবং বন বাসী জীব গণের ভয়ানক কলরবে একান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! আপনি যদি এই সময় এই বনের সকল স্থানের অবস্থা দর্শন করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, ইহার কোন স্থানে হরিণগণ পালে পালে গমন এবং কৃষ্ণসার তদগ্রে সগর্ব্বে পাদবিক্ষেপ করিতেছে। হরিণ শিশুগণ মধ্যে মধ্যে দুগ্ধপান করিয়া জননীর গমনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। কোন-স্থানে বরাহ সকল যূথে যূথে পল্বলোত্থিত পঙ্কলিপ্তদেহে মুস্তাভক্ষণ করিতে করিতে নির্ভয়ে গমন করিতেছে। কোনস্থানে মহিষকুল ভীমরূপীসুবৃহৎব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া লোহিত লোচনে গ্রীবাদেশ বক্র ও বিষাণদ্বয় তির্য্যগ্ ভাবে অবস্থাপিত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। কোন স্থানে পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তীগণ বৃক্ষত্বক্ ভক্ষণ ও দন্তাঘাতে বৃক্ষগণকে বিদীর্ণ করিতে কবিতে সগর্ব্বে পাদ বিক্ষেপ করত মন্থর গতিতে গমন করিতেছে এবং আপনারা যে নির্ভয় তাহা গম্ভীর প্রকৃতি দ্বারা অবগত করাইতেছে। কোনস্থানে ব্যাঘ্রগণ ঘোরতর ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে এবং কেহবা ক্রম সঙ্কীকৃত হইয়া ধরাতলে লাঙ্গূল তাড়ন ও মুখবিবর বিস্তার করিয়া লক্ষ্যের উপর পতিত হইতেছে এবং তাহার প্রাণ বিনাশ করিতেছে। কোনস্থানে শিখিকুল বৃক্ষে আরোহণ ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কেকারবেন্ত্য করিতেছে। কোনস্থানে শাখা মৃগসকল দলবদ্ধ হইয়া এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে লম্ফ দিয়া গমন ও ভয়ানক শব্দ করিতেছে। কোনস্থানে অজগর সর্প সকল বৃক্ষমূল বেষ্টন করিয়া আলবালের ন্যায় পতিত রহিয়াছে।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, শিবা ও ঝিল্লিরবে অরণ্যানী পরিপূর্ণ হইয়াগেল। যুবরাজ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং পাছে বৃক্ষ হইতে পতিত হন এই আশঙ্কায় অংশুক দ্বারায় শাখার সহিত দেহ বন্ধন করিলেন। বৃক্ষস্থ পক্ষী ও ময়ূরগণ রাজার এবম্বিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া কলরবদ্বারা তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। পবন প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌগন্ধ হরণ করিয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে ক্রমে বিভাবরী যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। রাজাও বৃক্ষ শাখায় দেহ ভার স্থাপন করিয়া স্পন্দহীনের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অদূরে এক আলোক জ্বলিতেছে ও মৃদু মধুর মনুষ্য শব্দ উত্থিত হইতেছে দেখিয়া শুনিয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন। আলোক নিকটে গমন করিয়া এক যোগীবরকে দর্শন করতঃ ভক্তি ভাবে প্রণাম করিলেন। যোগীবর রামশরণ দেব, ক্ষণকাল যুবরাজের মুখপানে চাহিয়া, পরক্ষণে কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আর আমার প্রদ্যোত নাই। আমি প্রদ্যোতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্বশুর; আমাকে আপনি কয়েক বার রাজধানীতেই দেখিয়াছিলেন। জয়কুল বাসী প্রদ্যোতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-পুত্র শ্যামাপদবাবু; রামদেবপুরে প্রদ্যোতের প্রাণ নাশ ও আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই বলিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন। শুনিয়া যুবরাজ দারুণ বিষণ্ণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবযোগীকে সান্ত্বনা করিলেন। রামশরণ দেব কহিলেন নরপতে! আমি মৃতপ্রবাদ লীলা প্রভৃতির কোথাও কোন অনুসন্ধান না পাইয়া মনোদুঃখে সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। আপনি এ-নিবিড় বনমধ্যে একাকী কেন? যুবরাজ তিলোত্তমার কথা কহিলে, উদাসীন কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি দেখিয়াছি সেই মহারাজ প্রদ্যুম্নের অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্না, গুরুভক্তি

পরায়ণা, প্রাপ্ত বয়স্কা তিলোত্তমা নামে এক কন্যা আছেন। কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব, তাঁহাকে দেখিলে এই বোধ হয়, বিধি বুঝি মনে মনে মনোমত পরমাণুর সঙ্কলন করত মনে মনেই এই কন্যাললাম নির্ম্মাণ করিয়া রতির গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ইঁহাকে অবনীধামে অবতীর্ণ করিয়াছেন। গুণে বীণাপাণি পরাভব স্বীকার করিয়া তাঁহার জিহ্বায় লীন হইয়া আছেন। পদ্মা দাসীত্ব স্বীকার করিয়া পদ্মাতপত্রে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। রূপের প্রভায় ক্ষণপ্রভা, পয়োধরে আশ্রয় লইয়াছেন। মুখ সৌন্দর্য্যে, চন্দ্র আকাশগামী হইয়াছেন। ললিত বাক্যে, কোকিলবধূ, মর্ম্মান্তিক ক্ষোভপ্রাপ্ত হইয়া, অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে। কোমলতায় কমলিনী জীবনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। নয়ন চটুলতায়, হরিণীদুঃখিনী হইয়া বনবিহারিণী হইয়াছে। অঙ্গুলির মনোহারিত্ব অবলোকন করিয়াই চম্পক পঞ্চধা হইয়াছে। রাজা প্রদ্যুম্ন, কন্যার সৎপাত্রে বিবাহ দিবেন এই বাসনায় আজিও অনূঢ়া রাখিয়াছেন। আপনি তথায় গমন করিয়া যাহাতে তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারেন, এমন চেষ্টা দেখিবেন। দেখিলাম কন্যাটী সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না; যিনি বিবাহ করিবেন তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। যুবরাজ রামশরণদেবকে সঙ্গেলইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃত কার্য্য হইতে পারিলেন না। উদাসীন কহিলেন রাজন্! শ্যামাপদবাবুর বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা আপনি করিবেন, আর আমি আপনার সঙ্গে পাপসংসারে যাইবনা, যদি কখন ভুজেন্দ্র প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই তখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, নচেৎ নহে, এই বলিয়া নীরব হইলেন। পরে যুবরাজকে কিছুফলজল ভক্ষণ করাইয়া শয়ন জন্য পর্ণ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

যুবরাজ প্রিয়তমার ধ্যানে নিমগ্নহইয়া বনবাসক্লেশ একবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কতক্ষণে যামিনী বিগত হইবে, কিরূপে তথায় গমন

করিবেন, কেবল এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ক্রমে নক্ষত্র ভূষিতা নিশা বিগতা হইল। পক্ষীসকল কলরব করিয়া দিগ্ দিগন্তে প্রস্থান করিল। চক্রবাক্ মিথুন সমস্ত রাত্রি দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রভাতে পরস্পরের উদ্দেশে গমন করিল। কুমুদনাথ, কুমুদিনীবিরহে মলিন হইয়া, পশ্চিমাচলে আরোহণ করিলেন। মলিনী কমলিনী, দিনমণি সন্দর্শনে সানন্দ হইয়া, স্বামীকে দুঃখবৃত্তান্ত অবগত করাইতে প্রবৃত্ত হইল। সূর্য্য, প্রিয়ে কমলিনি! তোমাকে, কে কি বলিয়াছে বল, আজি আমি তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব এই বলিয়াই যেন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উদয় হইলেন। হংসসারস প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইল। কোকিলেরা কুহু কুহু রব করিতে লাগিল। নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সৌগন্ধে দিক্‌সকল আমোদিত করিয়া তুলিল। শষ্প শিরারূঢ় শিশির বিন্দু সকল মুক্তাকলাপের ন্যায় শোভাপাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পৃথিবী কলরবে পরি-পূর্ণ হইল। এবং সূর্য্যও ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান হইলেন। যুব-রাজ উপেন্দ্রসিংহ অশ্বে আরোহণ করত প্রিয়তমা তিলোত্তমার উদ্দেশে সন্ন্যাসী প্রদর্শিত মান্দুসর নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিলোত্তমার নামে যুবরাজ জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত হইয়া নানা স্থানের নানা শোভা দর্শন করিতে করিতে বনবিভাগ পার হইলেন। এবং ক্রমাগত গন্তব্যস্থানে গমন করিতে করিতে কিছুদিন গতে মান্দুসরে উপস্থিত হইলেন! উপেন্দ্রসিংহ নগরে প্রবেশ করিয়া রাজবাটীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন এমন সময়ে রাজবাটী হইতে আগতা মনোলোভা নাম্নী এক রমণী তথায় উপস্থিত হইল। মনোলোভা অপরিচিত যুবার অলৌকিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া অসামান্য মনুষ্য বোধে বিনয়বচনে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি কি এই নগরে এই মাত্র উপস্থিত হইলেন? আপনার নাম কি? কাহার সন্তান? কোথায় নিবাস? অবস্থানস্থান কি স্থির করিয়াছেন? যদি

তাহা না হইয়া থাকে তবে আমার বাটীতে আগমন করুন। তথায় সুখে থাকিবেন। আমি সর্ব্বদা চরণ নলিন সেবা করিব। এই ভাটক ব্যবসায়েই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আর এক কথা যদি এই রাজ সংসারে আপনার কোন প্রয়োজন থাকে তাহাও আমাদ্বারা সম্পন্ন হইবে। যুবরাজ মৃদুভাষিণী রমণীর মধুময় বাক্যে পরিতোষ লাভ করিয়া তাহার আলয়ে গমন করিলেন। এবং আপনার মনের বাসনা ব্যক্ত ও সবিশেষ সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। মনোলোভা যৎপরোনাস্তি পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মনোবাসনা যাহাতে পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হইল। যুবরাজ মনোলোভাকে সহায় করিয়া বিবিধ কার্য্য কৌশলে, মনোহারিণী কবিত্বশক্তির প্রভাবে এবং প্রগাঢ় প্রণয় সূচক পত্রিকার পরাক্রমে রাজবালা তিলোত্তমার মনোহরণ করিলেন। তখন আর সুমুখী রাজবালা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। একদিবস মনোলোভা দ্বারা উভয়কে উভয়ে দর্শন করিলেন। যদিও দূরবর্ত্তী থাকিয়া পরস্পরের দর্শন লাভ হইল বটে কিন্তু তাঁহাদিগের প্রাণ মন দূরবর্ত্তী রহিলনা, দর্শনমাত্র এক হইয়া গেল। এইরূপে উভয়কে উভয় দর্শন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এবং তিলোত্তমা তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলেন। ক্রমে এই বৃত্তান্ত মহারাণী অবগত হইয়া মহারাজকে অবগত করাইলেন। নৃপতি প্রদ্যুম্ন আনন্দে বিহ্বল হইয়া মনোলোভার গৃহ হইতে যুবরাজকে আনাইয়া দুহিতার সহিত মহাসমারোহে বিবাহ দিয়া এই সংবাদ সোমবতীতে পাঠাইয়াদিলেন। বৃদ্ধরাজা তারানাথ বহুদিনের পর পুত্রের মঙ্গল সংবাদ পাইয়া অতুল আনন্দনীরে অবগাহন করিলেন।

এদিকে প্রিয়তমা তিলোত্তমার সহবাসে যুবরাজের অশেষ সুখে দিনযামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। যুবরাজ কখন প্রিয়া

সমভিব্যাহারে বিবিধ বনলতা বেষ্টিত লতাগৃহে সময়োচিত মনোমত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আতপকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কখন আলোহিত নধরপল্লব পরিপূর্ণ শাখি শাখারূঢ় বিবিধ বিহঙ্গমের সুমধুর কলরবে শব্দিত দিগ্বিভাগ আশ্রয় করিয়া মধ্যাহ্নকাল যাপন করিতে লাগিলেন। কখন মৃদুমৃদু আন্দোলিত মনোহর অঞ্জন সদৃশ জীবনোপরি প্রস্ফুটিত রক্তোৎপল নীলোৎপল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি পদ্মনিচয় ও তৎ সহচর হংস সারস চক্রবাক প্রভৃতি উদকলোল বিহঙ্গম সম্পন্ন সরসী তীরস্থ প্রস্ফুটিত কাঞ্চন বৃক্ষচ্ছায়াস্থিত শিলাতলে উপবেশন করিয়া সরোবরের শোভা অবলোকন করত দিবা ত্রিপ্রহর কাল কাটাইতে লাগিলেন। কখন মলয়ানিলে বিকম্পিত মনোনয়নের প্রীতিপ্রদ নানা পুষ্পে পরিপূর্ণ পাদপকুলে সমাকীর্ণ বিনোদোদ্যানে ভ্রমণ করত সায়ংকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর, প্রদ্যুম্নসুতা তিলোত্তমা যুবরাজের আনন্দ বর্দ্ধন এক গর্ভধারণ করিলেন। সুমুখী রাজবালার গর্ভলক্ষণ অবলোকন করিয়া উপেন্দ্রসিংহের আনন্দের পরিসীমা রহিলনা। যুবরাজ পূর্ব্বে যে প্রিয়ার সামান্য শারীরিক কষ্ট অবলোকন করিলে সাতিশয় নিরানন্দ হইতেন, এক্ষণে তিনি সেই প্রিয়তমার ক্লেশকর ওয়াক ছর্দ্দি অবলোকন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্বে যিনি যাঁহাকে অমৃতস্বাদ পরিপূরিত খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়াও পরিতোষ লাভকরেন নাই, এক্ষণে তিনি তাঁহাকে মৃত্তিকা এবং অম্লমাত্র প্রদান করিয়াই পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পূর্ব্বে যাঁহাকে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়াও অনুপযুক্ত শয্যাবোধে ক্লেশ বোধ করিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে অঞ্চল পাতিয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়াও ক্লেশ বোধ করিলেননা। পূর্ব্বে যাঁহাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত অলঙ্কার বিহীনা দেখিতে পারিতেন না এক্ষণে তাঁহাকে অলঙ্কার হইতে বিনির্ম্মুক্ত দেখিয়াও অসন্তুষ্ট হইলেন না। পূর্ব্বে যাঁহাকে সামান্য

শীর্ণা দেখিলে ক্ষণে ক্ষণে শরীরের সদুঃখে দৃষ্টিপাত করিতেন একণে তাঁহাকে সম্পূর্ণ শীর্ণা অবলোকন করিয়াও দুঃখিত হইলেন না। ক্রমে এক মাস দুই মাস করিয়া গর্ভ প্রায় পূর্ণাবস্থার অবস্থিত হইল। এই সময়ে তারানাথের সহধর্ম্মিণী গুরুতর পীড়ায় পীড়িত হইয়া পুত্রকে বধূরসহিত আনয়নজন্য অবিলম্বে মালুসরে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত তথায় উপস্থিত হইলে, যুবরাজ মাতৃ আজ্ঞানুসারে নিজ প্রিয়তমাকে লইয়া রাজধানীর অভিমুখে জলপথে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন। যথাকালে যুবরাজ প্রিয়তমার হস্তধারণ করিয়া নৌকায় উঠি-লেন। নৌকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, নৌকা মণিমাণিক্য প্রবলাদি রত্নে পরিপূর্ণ; তথায় অমৃতস্বাদ পরিপূরিত খাদ্য দ্রব্যের অভাব নাই। নৌকা মধ্যে রাজযোগ্য শয্যারও অসদ্ভাব নাই। এতদ্দৃষ্টে যুবরাজ অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। নৌকা চলিতে আরম্ভ করিল; অগ্র-পশ্চাৎ সৈন্যনৌকাদ্বারা সমাচ্ছন্ন নদীরজল প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না; মধ্য ভাগে রাজা, আহা! সৈন্যগণে বিভূষিত নৃপতি সম্বলিত স্রোতস্বিনী কি মনোহারিণী হইয়া উঠিল। প্রদ্যুম্ন জামাতাকে বিদায় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। একে গ্রীষ্ম-কাল তাহাতে জ্যেষ্ঠমাস; গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপে স্থলস্থ সকলেই ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু নৌকাপথে গমন করাতে যুবরাজের তাদৃশ কষ্ট বোধ হইল না। দুইদিবস নৌকাসকল নিরাপদে গমন করিল। তৃতীয় দিবস রজনী দ্বিপ্রহর সময়ে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া নৌকা সকলকে জলমগ্ন করিল। সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া যে কে কোথায় গমন করিল তাহার কিছুই স্থিরতা হইল না। প্রথমে ক্রন্দনের কোলাহল পরস্পরে শ্রবণ করিল কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাও নিবৃত্ত হইয়া গেল। উপেন্দ্র সিংহ সন্তরণ বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি প্রিয়তমাকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া ফলক মাত্র অবলম্বন করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। যেখানে উঠিলেন সেখানে লক্ষ্মী গণের বিস্তর অনু-

সন্ধান করিলেন কিন্তু হরিমোহিনী নাম্নী পরিচারিণী ভিন্ন অন্য কাহাকেও পাইলেননা। যুবরাজ এক তরুমূল আশ্রয়ে সেই কাল রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাত সময়ে নারীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া স্বনগরোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। সমভিব্যাহারী কৃষ্ণদাস নামে প্রধান সেনাপতি পরদিন প্রাতঃকালে উপেন্দ্রসিংহের বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেননা। অগত্যা এই সংবাদ মান্দুসর, এবং তথা হইতে সোমবতীতে পাঠাইয়া দিল। বলিতে কি উভয় স্থলে হাহাকার পড়িয়া গেল।

এদিকে যুবরাজ অবিশ্রামে সোমবতী নগরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং দেখিতে দেখিতে এক দুরতিক্রম্য প্রান্তর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হলেন। দিনমণি গগন মার্গে উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে আকাশ পথের মধ্যস্থলে উপনীত হইলেন। একে গ্রীষ্মকাল তাহাতে দ্বিপ্রহর; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ময়ূখমালা বিস্তার করিয়া ধরাতল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পাংশুরাশি সূর্য্য কিরণ সংস্পর্শে অগ্নিকণবৎ হইয়া উঠিল, কার সাধ্য সে সময়ে পৃথ্বীতলে পাদ বিক্ষেপ করে। একে দুর্গম প্রান্তর তাহাতে আবার বৃক্ষাদি কিছুই নাই যে ক্লান্ত হইলে তন্নিকটে কেহ বিশ্রাম লাভ করিবে। চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিতেছে। মায়াবিনী মরীচিকা আপনার মায়াজাল বিস্তার করিয়া তৃষাতুরা হরিণীগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে চাতকের কাতরস্বরে দিগ্ বিভাগ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নৃপতি এই ভয়ানক সময়ে প্রিয়া সমভিব্যাহারে এই দুর্গম প্রান্তরের মধ্যস্থলে পতিত হইলেন। সূর্য্য কিরণে অঙ্গ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল; ধরাতলে পাদ বিক্ষেপ কঠিন হইল, ঘর্ম্ম জলে সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত হইল; বদন সুধাকর শুকাইয়া গেল এবং কণ্ঠশোষ হইল, সসত্ত্বা রাজমহিষী তিলোত্তমার মুখকমল ম্লান হইল।

পিপাসাতুরা রাজবালা বারম্বার রাজপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া

লাগিলেন। রাজপুত্রীর কাতর কটাক্ষ অবলোকন করিয়া উপেন্দ্র সিংহের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এই রূপে মহা কষ্টে নবীন দম্পতী কোন ক্রমে সেই দুর্গম প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত নগর দ্বয়ের মধ্যস্থ সেই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হংসী কুল মানস সরোবর, চাতকিনী নবনীরদ ও তৃষাতুর হরিণী তরঙ্গিণী দর্শনে যাদৃশ প্রফুল্লিত হয়, পূর্ণ গর্ভা তিলোত্তমা বৃক্ষচ্ছায়া দর্শনে তাদৃশ প্রফুল্লিত হইলেন। তিলোত্তমা মনে মনে চিন্তা করিলেন বৃক্ষচ্ছায়ায় অবস্থান করিয়া আপাততঃ কথঞ্চিৎ ক্লেশের শান্তি করিবেন কিন্তু তাঁহার সে আশা দুরাশারূপে পরিগণিত হইল তিনি যেমন তরুতলে উপস্থিত হইলেন অমনি গর্ভবেদনার সঞ্চার হইল। মহামতি যুবরাজ প্রিয়ার গর্ভ বেদনা দর্শনে ভয়ে জড় সড় হইলেন এবং মনোমধ্যে নানা প্রকার অনিষ্ট কল্পনা করিতে লাগিলেন। দুর্ভাবনায় মুখকমল ম্লান হইয়া গেল এবং গর্ভ যন্ত্রণা দর্শনে দুইচক্ষে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে রাজমহিষী তিলোত্তমা রাজলক্ষণ সম্পন্ন, নৃপতি কুলবর্দ্ধন এক সন্তান প্রসব করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। নৃপকুমার নবপল্লবদ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলে। ক্ষণকালের পরে রাজ্ঞীর চৈতন্যোদয় হইল। রাজ্ঞী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিশুষ্ক-কণ্ঠে কাতর বচনে কহিলেন নাথ! কিঞ্চিৎ বারিদান করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। যুবরাজ কহিলেন প্রাণাধিকে! তোমার চৈতন্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই আমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমি জীবিত কি মৃত ছিলাম তাহা কিছুই বলিতে পারি না-এক্ষণে সাহসের উদয় হইল। তুমি পুত্ররত্ন উৎসঙ্গে করিয়া উপবেশন কর আমি জলান্বেষণে গমন করি। এই বলিয়া নৃপতি বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক মনোহর প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, তাহার মনোহারিত্ব দর্শনে বিমোহিত হইলেন এবং বোধ

করিলেন তিনি যেন কোন নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তদরণ্যে ও নাট্যশালায় কোন প্রভেদ ছিলনা; বিশাল শাখিশাখাসকল পরস্পর একত্র হইয়া প্রকাণ্ড স্তম্ভ বিশিষ্ট নাট্যশালার, পুষ্পাভরণ ভূষিতা লতাবধূ, অভিনয় কারিণীর, মদমত্ত অলিকুলের অব্যক্ত গুন্ গুন্ ধ্বনি, সুমধুরকর্ণতৃপ্তিকর বাদ্যের এবং নবদূর্ব্বাদল, মরকতমণিনির্ম্মিত সিংহাসনের কার্য্য করিয়াছিল। নৃপতি যেদিকে গমন করিতেছিলেন, সেইদিক হইতে জলকণাসংযুক্ত সুস্নিগ্ধ মারুত, প্রবাহিত হইয়া তাঁহার অঙ্গ শীতল করিতেছিল। যুবরাজ তাহাতেই বোধ করিলেন এই স্থানের অনতিদূরে কোন জলাশয় আছে। তিনি এই বোধে সেই-দিকে গমন করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে এক সুরম্য বাপীতটে উপস্থিত হইয়া তাহার মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন করিতে লাগি-লেন। সরোজিনী যুবরাজকে আগত দেখিয়াই যেন আহ্লাদে হাস্য করিতে লাগিল। অলিকুল গুন্ গুন্ করিয়া যেন যুবরাজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ কলরবদ্বারা যেন তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসু হইল। নীলবর্ণ জীবন রাশি উত্তাল তরঙ্গমালা দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। নৃপতি স্থিরচক্ষে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। ইতঃমধ্যে দেখিতে পাইলেন এক বিদ্যুদ্বর্ণা কামিনী বাপীর অন্য কূলে সহচরীগণ সমভিব্যাহারে মনানন্দে জলক্রীড়া করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বোধ করি-লেন কোন ভদ্রকন্যা জলক্রীড়ায় আসিয়াছেন। ওদিকে জল-ক্রীড়া করিতে করিতে সেই কামিনীর চক্ষু যেমন যুবরাজের প্রতি পতিত হইল অমনি বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে হরণ করিবার মানস করিলেন। নৃপতির বামচক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল; বিপদাশঙ্কা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র পদ্মপত্রে জলপাত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং বারিপূর্ণ করিয়া যেমন গমনপর হইলেন অমনি সেই রমণী নিজ প্রাণসখা

এক সখীদ্বারা পুষ্পমাল্যে পূর্ব্বাহৃত চৈতন্যহারক পদার্থ সংযুক্ত করিয়া উপহার দানার্থে যুবরাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চতুরাসখী তাঁহার নিকট আগমন করত সহাস্য আস্যে কহিল মহাশয়! ঐ আমাদিগের ঠাকুরাণী আপনাকে এই পুষ্পমাল্য উপহার দিলেন, গলদেশে ধারণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। যদিও আপনি সম্পূর্ণরূপে আমাদের অপরিচিত তথাচ স্ত্রীলোকের সম্মান অগ্রে রক্ষা করা উচিত এই বিবেচনায় গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়। তদ্বিষয়ে যুবরাজের অনিচ্ছা থাকিলেও চতুরাসখী দেখিতে দেখিতে অতি সাবধানে সেই মাল্য তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই ভয়ঙ্করী মালার গন্ধ যেমন যুবরাজের নাসিকায় প্রবেশ করিল অমনি যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহ জলাবতরণিকায় কলেবর অর্পণ করিয়া স্পন্দহীনের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে পথশ্রান্তা গর্ভযন্ত্রণাক্লিষ্টা তিলোত্তমা পুত্ররত্ন কোলে করিয়া এক বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠদেশ প্রদান করত নিদ্রিত হইয়াছিলেন। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক মহাপুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছেন "অয়ি তিলোত্তমে! তোমার জীবন সর্ব্বস্ব যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহ অপহৃত হইল"। তিনি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হা নাথ! কোথায় গমন করিলেন বলিয়া নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত হইলেন শুষ্কপর্ণে পল্লব রসদ্বারা "এই নবপ্রসূত সন্তান; সোমবতী-নাথ যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহের যদি কেহ দয়াবান থাকেন তবে রক্ষা করিবেন" এই বাক্য লিখিয়া পুত্রের পার্শ্বদেশে স্থাপন করিয়া এই বলিয়া পুত্ররত্ন পরম-পিতার পদতলে অর্পণ করিয়া পতির অন্বেষণে গমন করিতেছেন। "হে জগদেক বাঞ্ছনীয় পূর্ণানন্দ পরমেশ্বর! হে সৃষ্টি স্থিতি মঙ্গলের আদিকারণ! হে জীবলোক প্রতিপালক! হে অপার করুণা নিধান! আমি এই নবপ্রসূত সন্তানকে আপনার

জগজ্জন বাঞ্ছনীয় শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। এক্ষণে আপনি আপনার সন্তানকে রক্ষা করুন। আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। অতঃপর আপনি ভিন্ন অন্য সহায় ইহার কেহই রহিল না। হে ভক্তজন প্রাণবল্লভ! এ হতভাগিনী সন্তান লইয়া বন প্রবেশ করিলে যদি ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের বিনাশ হইবে, এই আশঙ্কায়, এই অরণ্য প্রান্তেই রাখিয়া চলিল। আপনি কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিয়া দাসীর সর্ব্বস্ব ধনকে রক্ষা করিবেন। হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসন্তাপ বিনাশন! যদি আমি কায়মনোবাক্যে আপনকার আরাধনা করিয়া থাকি, যদি আমি পতিমুখ ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন না করিয়া থাকি, তবে আমার এই প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে কেহই বিনাশ করিতে পারিবে না। হে করুণাময় জগদীশ। এই সুকুমার কুসুম-কোমল পুত্রের প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা বিতরণ করিয়া মন্দভাগিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। হে মহিমার্ণব পরমাত্মন্! আপনি যখন জীবের গতি মুক্তি তখন এই সন্তান কেননা রক্ষা পাইবে? আপনার অপার মহিমা যখন স্থলে, জলে, আকাশে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিতে সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তখন আমার সন্তানের প্রতি কেননা প্রকাশ পাইবে। হে পরাৎপর পরমবস্তু! ভবদত্ত বুদ্ধিবল গ্রহণ করিয়া ভবদীয় গুণানুকীর্ত্তন করতঃ শেষকরা আমার সাধ্য নহে। আপনার করুণা, দয়া, মমতা ও মঙ্গলাকাঙ্খা সকলি অপার; তাঁহার কণামাত্র কীর্ত্তন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি অধীনীর প্রিয়পুত্রকে শ্রীচরণারবিন্দে কিঞ্চিৎ স্থানার্পণ করিবেন"। এইকথা বলিতে বলিতে তাঁহার দুঃখোদধি উথলিয়া উঠিল; চক্ষুরজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে স্তন্যদিয়া, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ন্যায় পুত্রকুসুম পরমপিতার পদতলে অর্পণ করিয়া এবং পরিচারিণীকে নিকটে রাখিয়া স্বামীর অন্বেষণে গমন

করিলেন। এবং ভ্রমিতে ভ্রমিতে পূর্ব্বোক্ত সরসীতীরে উপস্থিত হইয়া সরোবরের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন বাপীর একদিকে কতগুলি স্ত্রীলোক স্নানান্তে বস্ত্র-পরিধান করি-তেছে। আর একদিকে কতকগুলি নীরপতত্রী কলরব সহকারে কেলি করিতেছে। অন্যদিকে মদনমোহন রূপধারী একপুরুষ জলাব তরণিকায় দেহভার সমর্পণ করিয়া পতিত রহিয়াছেন। মারুত হিল্লোলে গাত্রাংশুক স্বস্থানচ্যুত হইতেছে তথাচ সাবধান হইতেছেন না। তিলোত্তমা তাঁহাকে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন "যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহ জলান্বেষণে আসিয়া কি নিদ্রিত হইয়াছেন, ভাল! গিয়া দর্শন করি" এই বলিয়া যেমন তথায় উপস্থিত হইলেন অমনি দেখিলেন প্রাণপতি পতিত রহিয়াছেন, আর পদ্মপত্র নির্ম্মিত জলপাত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। রাজবালা মহারাজকে নিদ্রিত বিবেচনা করিয়া সুমধুরস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অয়ি নাথ! গাত্রোত্থান করুন, আপনার প্রণয়িনী তিলোত্তমা আসিয়াছে, গাত্রোত্থান করুন, প্রভো! দাসীর নিমিত্ত আপনার এই দুর-বস্থা ঘটিয়াছে! হা বিধাতঃ! পূর্ব্বে যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতেন এক্ষণে তাঁহাকে কি ধরাশয্যায় শয়ন করিতে হইয়াছে!! প্রাণনাথ! গাত্রোত্থান করুন, প্রাণবল্লভ! আপনার চিরানুগত দাসী তিলোত্তমা আসিয়াছে, গাত্রোত্থান করুন, ধরা শয্যা ত্যাগ করুন, এই বলিয়া বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন, তথাচ কোন উত্তর পাইলেন না। প্রত্যুত্তর না পাইয়া ভয়বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া করপল্লবদ্বারা কলেবর আন্দোলন করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না; হস্তপদাদি অঙ্গ সকল যথায় যে ভাবে রাখেন তথায় সেই ভাবেই থাকে, আর যখন বারম্বার আহ্বান করিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না তখন স্থির করিলেন প্রাণপতি পরলোকে

প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল, ধৈর্য্য লোপ হইল, জ্ঞান হত হইল, এবং সংসার শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিলোত্তমা ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন। তৎপরে কমনীয় কোমল করপল্লব দ্বারা স্বামীকে উৎসঙ্গে আরোপিত করত সজল নয়নে আননে আনন সমর্পণ করিয়া বিনাইয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন। "অয়ি হৃদয় বল্লভ! আপনার মন্দভাগিনী পাপীয়সী তিলোত্তমা আসিয়াছে একবার নেত্রোন্মীলন ও-স্নেহ ময় দৃষ্টি বিতরণ করিয়া তাহার তাপিত প্রাণ শীতল করুন। বাক্যের প্রত্যুত্তর দেন। আপনার বদন সুধাকর বিনিঃসৃত মধুমাখা বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রবণ যুগল চরিতার্থতা লাভ করুক। অয়ি নাথ! মৌনাবলম্বন ত্যাগ করুন। শ্রীচরণে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, দাসী প্রতি দয়া করিয়া মার্জ্জনা করুন। প্রভো! আমি আপনাকে ভিন্ন কাহাকেও জানিনা; আমি মাতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব, ও সখীজন কাহাকেও কোন কথা ব্যক্ত না করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছি, আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? এরূপ নিষ্ঠুরতা কোথায় শিখিলেন? এরূপ কপটতা কোথায় অভ্যাস করিলেন? অথবা কপট প্রণয়িনীর প্রণয় পাশে বদ্ধ থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া কি আমায় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন? হে রমণ! আপনি একদিবস নির্জ্জনে কথাক্রমে বলিযাছিলেন প্রিয়ে! আমি তোমাকে কখন ক্ষণকালের নিমিত্ত নয়নের অন্তরাল করিবনা, যথায় গমন করিব তথায় লইয়া যাইব, এক্ষণে আপনার সেই বাক্য কি মিথ্যা হইল? আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন? আমাপেক্ষা প্রিয়জন কোথায় পাইলেন? হে তিলোত্তমার জীবন সর্ব্বস্ব! ত্বরায় আমাকে সঙ্গিনী করুন। সুরলোক বাসিনী দেবাঙ্গনারা, আমার ন্যায়, সেই মত করিয়া আপনার সেবা করিতে পারিবে না। ত্বরায় গ্রহণ করুন, আর বিলম্ব করিবেন না। হে কামিনী জন হৃদয় রঞ্জন! আমার কথা

রাখুন, দীর্ঘনিদ্রা পরিত্যাগ করুন, এবং গর্ভযন্ত্রণা সময়ে যেরূপ করিয়া অঞ্চলদ্বারা আমার অশ্রুজল মার্জ্জন করিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ করিয়া একবার অশ্রুজল মার্জ্জন করিয়া দিউন আর একবার অবলোকন করুন, আপনার তিলোত্তমার নয়ন যুগল অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া ভবদীয় বদন সুধাকর আপ্লুত করিতেছে। অয়ি নাথ! প্রত্যুত্তর প্রদানে বিমুখ হইলেন কেন? একবারেই কি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন? রে দুরাত্মন্ দুর্জ্জয় পরসুখ বিমুখ জীবনান্তক! তুই কি করিলি? আমার জীবনের জীবনকে অপহরণ করিয়া আমার কিনা অপহরণ করিলি!! তোর্ মনে যদি এতই ছিল, তবে কেন অগ্রে আমাকে সংহার করিলি না? সরলা রমণীকে অলঙ্কারবিহীনা করিতে কি তোর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না? রে কঠিন হৃদয়! তুই প্রিয়তমের শোকে এখনও বিদীর্ণ হইলি না? যে বজ্র প্রতাপে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, সেই অশনি অপেক্ষা সহস্রগুণে প্রতাপশালী প্রিয়তম শোক পেলে তুই এখনও বিদীর্ণ হইলি না? তুই কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। যে সন্তাপ প্রভাবে লৌহও তারল্যভাবাপন্ন হয়, সেই সন্তাপ অপেক্ষা সহস্রগুণশ্রেষ্ঠ প্রিয়তমশোকসন্তাপে তুই এখনও বিগলিত হইলি না? তোকে ধন্য!! রে কঠিন প্রাণ! আর কেন, আমার দেহ হইতে বহির্গত হও। তুমি যাহার দেহে অবস্থান করিয়া নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করিতেছিলে, এক্ষণে তাহার সে সুখসামগ্রী অপহৃত হইয়াছে। অতঃপর তুমি আর সেরূপ সুখের অধিকারী হইবেনা। কেন আমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিবে? তুমি বহির্গত হও; আর আমিও এই নববৈধব্যযাতনা ভোগ ও দুর্ব্বহশোকভার বহন করিতে পরিত্রাণ পাই। হা দগ্ধোঽস্মি! হা প্রণষ্টোঽস্মি হায় কি হইল! হে দারুণ বিধি! আপনার মনে কি এই ছিল? আমার অদৃষ্টে কি এই লিখিয়াছিলেন? আপনার

অপার করুণার কি এই নিদর্শন? এক্ষণে আমি কোথায় যাই, কাহার শরণাপন্ন হই, কে আমার জীবনের জীবনকে জীবনদান দিবে,। হা মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি বিদীর্ণা হও, আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেহের সহিত সমস্ত মনস্তাপ বিদূরিত করি, আর আমার জীবনের প্রয়োজন কি? হা পিতঃ সরল হৃদয় প্রদ্যুম্ন! হা মাতঃ হিতৈষিণি সুদেবি! হা প্রিয়সখি হরিমোহিনি! তোমাদিগের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা তিলোত্তমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আসিয়া দর্শন কর।" এই রূপে মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে শোক প্রভাবে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; এতদনন্তরে সেই পূর্ব্বোক্ত রমণী নিঃশব্দপদসঞ্চারে আগমন করত যুবরাজ উপেন্দ্র সিংহকে অপহরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এবং অপরা দুই চারিটী সঙ্গিনীকে কহিয়া গেলেন, তোমরা এই রমণীকে অচৈতন্য করত পরমযত্নে লইয়াগিয়া আমার সেই দ্বিতীয় বাসভবনের মনোহর শয্যায় স্থাপন করত চেতিত করিয়া সেবাশুশ্রূষা করিবে। তাহাঁরা যথাজ্ঞা বলিয়া সেই রূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিল।

এ-দিকে উভয় রাজা যুবরাজেরবিপদবার্ত্তা পাইয়া নানা দিকে অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ-ভূপতি তারানাথের প্রেরিত সেনাপতি বীরবলরাও দৈব ক্রমে সেই অরণ্য প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিমোহিনীর নিকট সকল শুনিলেন এবং শিশুপুত্রকে গ্রহণ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে বৃদ্ধ রাজাকে সকল কহিয়া সেই শিশুকে মহারাজের উৎসঙ্গে প্রদান করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত নগরে এই বৃত্তান্ত প্রচারিত হইল। পরে বৃদ্ধরাজা সেই বনে পুত্র ও পুত্রবধূর বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইলেন না।

মহারাজ! পূর্ব্বোক্ত বাপীর কিছু দূরে দুই পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতদ্বয়েরমধ্যগত ভূমি অতীব উচ্চ; তথায় গ্রীষ্ম

বর্ষাদি কোন ঋতুর ভোগ হয় না, কেবল চিরকাল বসন্ত ঋতু একাধিপত্য করিয়া থাকে। বসন্ত প্রভাবে তরুলতা সকল বালপল্লবে সুশোভিত, পুষ্পাভরণে ভূষিত ও ফলভরে অবনত হইয়া সর্ব্বদা মনোলোভা শোভা সম্পাদন করিয়া রহিয়াছে। এবং অলিকুলের গুন্ গুন্ স্বরে ও কোকিলকুলের কুহুরবে দিক্ বিভাগ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মলয় পবন আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত আছে। আহা! উক্ত অধিত্যকা কি স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়। সেই মুনিজন মনোলোভা শোভা সম্পন্ন ভূভাগে কতকগুলি মনুষ্য বাস করিয়া থাকে। তাহাদের রাজার নাম চন্দ্রশেখর; তৎপত্নী গিরিজা নাম্নী এক রমণী কালক্রমে কিরণবালা নামে এক কন্যা প্রসব করেন। কন্যা দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। যৌবনাগমনে বিলাসিনী কামিনী, রমণীয়প্রদেশে ভ্রমণ, রমণীয় স্থানে অবস্থান, রমণীয় সরোবরে স্নান ও রমণীয় বাক্যালাপে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এক্ষণে কিছু কি অনুভব করিতে পারিয়াছেন? এই রমণীই সেই সরোবরে স্নান করিতে গিয়া যুবরাজ উপেন্দ্র সিংহকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন। কিরণবালা যুবরাজকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। রাজা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখেন বিবিধ বিলাসদ্রব্যসমন্বিত এবং নানাবিধ উপজীবিকায় পরিপূর্ণ আলোকমালায় উদ্দীপিত, এক গৃহে সুবর্ণপর্য্যঙ্কে অধিষ্ঠিত আছেন এবং এক বিদ্যুদ্বর্ণা ষোড়শী রমণী সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি। পরক্ষণেই চক্ষুর্মর্দ্দন করিয়া, না-এ যে সত্য সত্যই অপরিচিত গৃহে অধিষ্ঠিত আছি। রাজা সবিস্ময়ে কিরণবালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন শোভনে! আমাকে কে এ-গৃহে আনয়ন করিল? যদি আপনি আনয়ন করিয়া

থাকেন, পরিত্যাগ করুন। আমি প্রিয়তমা তিলোত্তমার নিমিত্ত জলান্বেষণে আসিয়াছি; বারি লইয়া, তথায় গমন করিয়া প্রিয়ার তৃষিত প্রাণকে সুশীতল করি। কিরণবালা কহিলেন দেব! আমি আপনাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত হরণ করিয়া আনিয়াছি; যদি আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেন, তবেই পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। আর যদি তাহা নাকরেন, তবে বন্দীদশায় চিরকাল আমার গৃহে অবস্থান করিতে হইবে। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবরাজের প্রাণ উড়িয়া গেল; সকাতরে কহিলেন দয়াশীলে! আমি আর অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিব না; আমাকে ক্ষমা করিয়া পরিত্যাগ করুন। শোভনে! আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। আমার দেহ মন প্রাণ সমুদায়ই তিলোত্তমাকে প্রদান করিয়াছি। আমি দত্তাপহারী হইতে পারিব না। এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন।

তাহার পর তিলোত্তমাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন। অয়ি অনবদ্যাঙ্গি! এখানে আসিয়া দর্শন কর, তোমার চিরানুগতদাস কি উৎকট বিপদে পতিত হইয়াছে। হা প্রিয়ে তিলোত্তমে! হা প্রিয়বাদিনি! তুমি কি মনে করিতেছ! নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম বলিয়া কত তিরস্কার করিতেছ। অয়ি মধুর ভাষিণি! আসিয়া দর্শন কর, আমার কোন অপরাধ নাই। হা চন্দ্রাননে! অদূরদর্শী উপেন্দ্রসিংহ হইতে অবশেষে যে তোমার এরূপ অবস্থা ঘটিবেক তাহা স্বপ্নের অগোচর!! হা প্রিয়তমে! আমা হইতে তুমি যে সুখের প্রত্যাশা করিয়াছিলে, সে কেবল ভ্রমবশতঃ অথবা সরলা নামের সার্থকতা সম্পাদনজন্য; এ দুর্ভাগ্য সুখের আধার নহে; আমাতে সুখের লেশ-মাত্রও নাই। হা বামোক আমি কেনই বা তোমাকে গৃহ হইতে আনয়ন করিলাম, কেনই বা সেই দুঃসহ গ্রীষ্ম সময়ে দুর্গম প্রান্তর মধ্যে পাতিত করিয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করাইলাম। আবার কেনই

যা তোমাকে নবপ্রসূতা দেখিয়াও অরণ্যপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। হে মৃগ প্রেক্ষিণি! আর কি আমি বারি পান করাইয়া তোমাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হইব? আর কি তোমার সেই নয়নভঙ্গির সহিত অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রবণযুগলকে কৃতার্থ করিতে পারিব? আমি কি কুক্ষণে স্বপুরগমনে পাদবিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমার সর্ব্বনাশ হইল! হা হতবিধে! তোমার মনে এই ছিল? এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিতে লাগিলেন"। যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহ এই রূপে মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে স্বকীয় পূর্ব্ব বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন। কিরণবালা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারকক্ষকরত বাহিরে চলিয়া গেলেন। গুরুদেব সত্যশীলকে আহ্বান করিয়া সবিশেষ সমস্ত বিবরণ কহিয়া অনেকগুলি বীরপুরুষকে সঙ্গে দিয়া বালকের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন।

পরে তিলোত্তমার গৃহে উপস্থিত হইলে, উভয়কে উভয় দর্শন করিয়া উভয়েই ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত, পুলকিত এবং উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিলেন। পরে কিরণবালা কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া কহিলেন দিদি! আমি আপনার পর নহি, দাসীরদাসী, এই চরণে প্রণাম করি, দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে আজ্ঞা হয়। তিলোত্তমা কহিলেন ভগিনি! আপনি কে? আর আমিইবা কেমন করিয়া এখানে আসিলাম; আমার মৃত স্বামী কোথায়? যদি দয়া করিয়া আপনি এসকল কথার উত্তর দেন, তবে আমি কৃতার্থ হইব। কিরণবালা কহিলেন সে-সকল কথা আমি সময়ে বলিব; আপনি স্থির হউন; প্রসবের পরে অস্থির হইবেন না, পীড়া হইবার সম্ভাবনা; তিলোত্তমা কহিলেন দিদি! যে হতভাগিনী, সদ্যপ্রসূতসন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারে, যে পাপীয়সী প্রাণনাথের মৃতদেহ দর্শন করিতে পারে, তাহার আবার পীড়াতে ভয় কি? এখন-ত মৃত্যু হইলে বাঁচিয়া যাই। কিরণবালা কহিলেন দিদি! আপনি নির্ভাবনায় অধীন ভগিনীর

গৃহে অবস্থান করুন, আপনি আমাকে আপনার পর ভাবিবেন না। যাহা আজ্ঞা করিতে হয় অসঙ্কুচিত চিত্তে আজ্ঞা করুন। তিলোত্তমা কহিলেন ভগিনি! সোদরোপমে! দয়াশীলে! আপনি কি আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন? যদি ইহাই হয়, তবে আমাকে ছাড়িয়া দেন, আমি হতভাগিনী স্বামীহীনা হইয়াছি আবার পুত্রহীনা হইলাম। এই কাল রাত্রি উপস্থিত; জানিনা, অরণ্য প্রান্তে এতক্ষণ আমার হৃদয় রত্নের কি অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, মহাভাগে! আমায় ছাড়িয়া দেন; দয়া করিয়া সেই সরোবর তীর্থে আমায় রাখিয়া আসুন; তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। আর এ পাপপ্রাণ রাখিতে বাসনা নাই। সেই বনমধ্যে আমায় সিংহ ব্যাঘ্রে বিনাশ করুক। আমি সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই, এই বলিয়া যেমন বক্ষে করাঘাত করিতে যাইবেন অমনই কিরণবালা তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন দিদি! আমাকে আপনি "আপনি" বলিবেননা ছোট ভগিনী বলিয়া দয়া করিলেই আমি বাসনাতীত ফল লাভ করিব। আপনি—আপনার স্বামী মহাশয়ের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। তিনি জীবিত আছেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমার কথায় বিশ্বাস করুন, তিনি কুশলে আছেন। আপনার পুত্রের অনুসন্ধান জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছি, কল্য তাহার সংবাদ পাইবেন। দিদি! আপনি স্থির হউন। যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন, এখন সে জন্য শোক করায় কোন ফল দেখিতেছিনা। "স্বামিবিচ্ছেদে পাগল হইয়া সন্তান পরিত্যাগ করুক" বোধ হয় আপনার অদৃষ্টের লিখন; তাহা নাহইলে এরূপ ঘটিবে কেন, এই বলিয়া তৎকালোচিত সেবা শুশ্রূষার আজ্ঞাদিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পর দিন যথাকালে কিরণবালা হাস্য মুখে আসিয়া সংবাদ দিলেন দিদি! আপনার পুত্র কুশলে আছেন। সেজন্য আর কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা করিবেননা। আমার কথায় বিশ্বাস করুন। ঈশ্বর কৃপায় আপনার সকল মঙ্গল;

দিদি! আপনি সময়ে স্বামী পাইবেন। আমি সত্য—সত্য-পুনঃ সত্যে স্বীকার করিতেছি, কালে আপনাকে আপনার স্বামী ও পুত্র প্রদান করিব। আপনি অন্য কোথাও গমন করিবেন না। করিলে আপনার কোন আশাই সম্পন্ন হইবেনা, আপনার স্বামী জীবিত আছেন, তজ্জন্য চিন্তানাই, এই বলিয়া যুবরাজ সমীপে চলিয়া গেলেন।

এদিকে কোনরূপে যুবরাজের সেই কালরাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন পরোপকারী সত্যশীল যথা সময়ে নবকুমারের শুভ সংবাদ প্রদান করিলে কিরণবালা হাস্যমুখে স্বামী সদনে গমন করিয়া কহিলেন স্বামিন্! হৃদয়েশ! আপনার নবকুমারের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল? তিনি কুশলে আছেন। যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন তবে নিশ্চয় জানিবেন তাঁহার কুশল? সেজন্য আর ক্ষণকালও চিন্তা করিবেন না।। মহারাণীসোমবতীশ্বরীরমঙ্গলসংবাদ আনয়ন জন্য আমি লোক পাঠাইয়াছি, যথাকালে সুসংবাদ দিব এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। পুনর্ব্বার কয়েক দিনান্তরে সংবাদ দিলেন, জীবিত নাথ! শুনিয়া সন্তুষ্ট হউন, মাতা মহাশয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আপনার আর চিন্তার যোগ্যবিষয় কিছুই নাই, এক্ষণে আজ্ঞাহইলে দাসী ঐ চরণ যুগলের সেবিকা হইয়া শ্বশ্রূ দর্শনে গমন করে। নাথ! আমি এ-তাবৎকাল ফুল জল চন্দন দিয়া যে দেবতার উপাসনা করিয়া আসিতেছি, প্রতিদিন নিশাকালে নিদ্রিত হইলেই যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া আসিতেছি, শয়নে উপবেশনে, কথোপকথনে, ভ্রমণে যাঁহাকে নিরন্তর প্রণয়নয়নে দর্শন করিয়া আসিতেছি, আপনিই আমার সেই প্রার্থিত দেবতা; পরম বন্ধু, প্রাণপতি; নাথ! আমি হীনবংশীয়া নহি, পবিত্র ক্ষত্রিয় কুলে সমুৎপন্না; পিতা চন্দ্রশেখর-সিংহ, মুসলমান বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের ভয়ে বহুদিন হইল এই নিবিড়বনে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। আমি তাঁহা হইতে জাত; এক্ষণে তিনি এ-হতভাগিনীকে

এই অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, আমার মাতা নাই, আমি নিরাশ্রয়া, শ্রীপাদপদ্মে কিঞ্চিৎ স্থান দিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। দেব! আমি মন জ্ঞানে আপনাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার দয়া না করিলে আমার অন্য উপায় নাই? আর আমি কাহার নিকটে দাঁড়াইব!! দেব ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন অন্য গতি কি আছে? আমি শ্রীচরণে শরণাগতা? কিঞ্চিৎ স্থানার্পণ করিলে কৃতার্থ হই। নাথ! আমি বড় ভীত হইয়াছি? আর আমার মনে কষ্ট প্রদান করিবেন না। আমি আপনাকে আয়ত্ত করিবার জন্য যত কেন কঠিন কথা ব্যবহার করিনা, কিন্তু নাথ! আর আমি বলিতে সঙ্কুচিত হইব কেন, নাথ! আমি রাক্ষসী নহি। আপনার স্ত্রী-পুত্রের বিপদকারিণী নহি। স্বামিন্! হৃদয়েশ্বর! আপনার তিলোত্তমা ভাল আছেন। আপনার নব জাত সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? এক্ষণে দয়া করিয়া আমায় তিলোত্তমার সেবিকা করুন। আমি আপনার নিকটে থাকিয়া যদি এই মুখ শশী দর্শন করিতে পাই, তবে না পাইলাম কি? অন্য সুখ আমার অদৃষ্টে থাকে ভালই, না থাকে তজ্জন্য আমি কাতর নহি। হৃদয়েশ্বর! হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করুন। আর পাষাণে প্রতিরোধ করিবেন না। আর্য্য! আমি মাতৃ পিতৃহীনা বালিকা? যুবরাজ কহিলেন সরলে! আপনি স্ত্রীলোক হইয়া কেন এমন অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। আমি কোন্ সাহসে তিলোত্তমার কোমল হৃদয়ে সপত্নী শূল বসাইয়া দিব? আমা হইতে তাহা হইবেনা। তিলোত্তমা আমার জীবন, তিলোত্তমা আমার মন, তিলোত্তমা আমার সর্ব্বস্ব-ধন; আমি আপনাকে বিবাহ করিয়া কোন্ সাহসে তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইব? কেমন করিয়াই বা এ মুখ দেখাইব? আমা হইতে তাহা হইবেনা। আপনি আমায় ক্ষমা করুন; আমি আপনার চরণে ধরিয়া বিনয় বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমায় ক্ষমা করুন। আপনাকে

সহোদরাধিক ভাল বাসিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তিলোত্তমার শয্যায় শয়ন করাইতে নিতান্ত অপারগ; ললনে! আপনি আপনার মন হইতে এই দুরাশা পরিত্যাগ করুন, আমাকে ছাড়িয়া দিউন। আমি স্ত্রী পুত্র লইয়া মাতৃ-দর্শনে গমন করি। কিরণবালা যুবরাজের কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া সহসা যুবরাজের চরণ তলে পতিত হইলেন। যুবরাজ সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইলেন কতক্ষণপরে কিরণবালা কহিলেন নির্দ্দয়। পুরুষজাতি হইয়া আজি শরণাগত উপযাচিকা এ হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিলেন? ভালই!!! আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে তজ্জন্য আর আমি কাতর হইবনা। নির্দ্দয়! আজি আমি নির্দ্দয়া হইলাম। আজি হইতে আমি আপনাকে দ্বাদশ বর্ষকাল বিরহ যন্ত্রণা প্রদান করিব। এই দ্বাদশবর্ষ আপনাকে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাখ্যান জন্য পাপক্ষয় করিতে হইবে। তৎপরে আপনি আপনার তিলোত্তমাকে সেই সরোবরের সেই তীর্থ শিলায় আমার সহিত দর্শন পাইবেন। অন্যথা কখনই সে-সুখ ভোগ করিতে দিবনা। আপনার পুত্রের ভার ঈশ্বরের তদনু আমার থাকিল এই বলিয়া সঙ্গিনীদিগকে কহিলেন—তোমরা আমার এই স্বামীকে লইয়া এই নিকটস্থ সমুদ্রের সেই বিনোদ দ্বীপে, সেই আমার রম্যগৃহে রাখিয়া আইস। সঙ্গিনীরা লোকবলে তাহাই করিল।•

এক দিন তিলোত্তমা নানা বিষয়িণী চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া করতলে কপোলবিন্যাসপূর্ব্বক স্বরাসনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে কিরণবালা স্বামীকে নির্ব্বাসিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিলোত্তমার চরণ যুগলে পতিত হইলেন। তিলোত্তমা দেখিয়া শুনিয়া যুগলকরে বেষ্টন করত কিরণবালাকে কোলে লইয়া পুনঃ পুনঃ তাদৃশ রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিরণবালা

তাঁহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিলেন না। তিলোত্তমা ইহাতে আরও ভীত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। তৎপরে কিরণবালা কহিলেন দিদি! এ-রাক্ষসী পাপীয়সী আপনার পরম শত্রু, আমাকে আপনি আর আপনার মনে করিবেন না। আমার বোধ হয় আমি এ-জন্মের মত এই শ্রীচরণ হইতেবিদায় হইলাম এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। তিলোত্তমা ব্যাকুল হইয়া পরিচারিণীদিগকে কিরণবালার বিষয়ে কত কাথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কিন্তু নিষেধ নিবন্ধন কেহই কোন কথা প্রকাশ করিল না।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে; একদিন কিরণবালা মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায়! আমি কি ভয়ানক পাষাণী!! জীবনাধিক পতিকে সমুদ্র গর্ভে একাকী নিক্ষেপ করিয়া এখনও জীবনধারণ করিয়া আছি? আমার জীবনে ধিক্! অতঃপর আমার আচরণে স্ত্রী জাতির নামে কলঙ্ক হইবে। কেহই আর আমাদিগকে সদয়া বা সরলা বলিবেনা। আমি মন্দভাগিনী কি করিলাম! অতঃপর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক; এইরূপ চিন্তা করিয়া গুরুদেব সত্যশীল কে আহ্বান করিলেন। গুরুদেব আসিলে আসন দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে গুরুদের কহিলেন—কিরণ! তোমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি সকল কথা সবিশেষ শুনিয়াছি; এক্ষণে কিকরিতে হইবে বল? কিরণ বালা কহিলেন—আর কিছুইনা; কেবল এক প্রার্থনা; কি প্রার্থনা? তিলোত্তমার প্রতিমূর্ত্তির প্রার্থনা; তাহাতে তোমার কি হইবে? আমার কিছু না হউক, অন্যের কিছু হইবে, এই বলিয়া মনের সকল কথা কহিলেন। আরও বলিলেন গুরুদেব! আপনি তিলোত্তমার প্রতিমা সেই সরোবরের তীর্থ শীলায় স্থাপনকরিয়া

সর্ব্বদা সেই শিশু বালকের অনুসন্ধান রাখিবেন। আর দেখিবেন মূর্ত্তি যেন স্থানান্তরিত না হয়। গুরুদেব স্বীকার করিলেন। কিরণ তথা হইতে চলিয়া গেলেন। গুরুদেব সত্যশীল কিরণের প্রার্থনা মত নিতান্ত বশীভূত সুনিপুণ চিত্রকর আনাইয়া তিলোত্তমার প্রতি-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। অনুরূপ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করিলেন। মূর্ত্তি এতাদৃশ অনুরূপ হইল যে, বাক্‌শক্তি হীনতাভিন্ন অন্য পার্থক্য কিছুমাত্র রহিলনা। তদনন্তর সেই মূর্ত্তি সেই তীর্থশিলায় এমন সাবধানে স্থাপন করিলেন যে, কে প্রতিষ্ঠাতা কেহই জানিতে পারিলনা। পাছে-মূর্ত্তি জল বায়ুর আঘাতে নষ্ট হয়, এইভয়ে রীতিমত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এবং মন্দিরভিত্তিতে সুকৌশলে কোন কাজ করিয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে কিরণবালা গৃহ ত্যাগ করিলে গুরুদেব কিরণের সমস্ত কার্য্যাদি অতি সাবধানে চালাইতে লাগিলেন। আর তিলোত্তমাকে এমন সাবধানে রাখিলেন যে, তাঁহার বাটীর বাহির হইবার কোন উপায় থাকিলনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাপী-শ্যামাপদ—পাপ-সহচর, পাপ-চিন্তা—পাপ মীমাংসা।

স্বার্থপরতা; যে এই ভয়ঙ্করী প্রবৃত্তির বশীভূত হয় তাহার তুল্য নারকী জগতে অতি বিরল? স্বার্থপরের তুল্য কটু বাক্য বোধ হয় আর নাই। নরাধম স্বার্থপর না পারে এমন কাজ জগতে নাই। স্বার্থ সাধনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য; শতরঞ্জিৎ ক্রীড়ার বল চালনার ন্যায়, স্বার্থপর আপনার ভাবী উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য্য আরম্ভ করে। পদে পদে আপন চতুরতা প্রকাশ করিয়া অন্যের পবিত্র চক্ষে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে সতত

সতর্ক থাকে। অপরের স্বার্থ, সম্পত্তি এবং জীবন নষ্ট হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু নিজের স্বার্থাদি যেন কোন রূপে নষ্ট না হয়, ইহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ; আপাতমধুর বিমোহন বাক্য পরম্পরায় ব্যাধের বংশী রবের ন্যায় মানবের মন হরিণকে নিতান্ত আয়ত্ত করিয়া ফেলে। ছাগচূষের ন্যায় এই স্বার্থপর যাহার সর্ব্বনাশ করে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সে—তাহা জানিতে পারেনা। এই ভয়ঙ্কর কাল সর্পের কেমন একটী মনোমুগ্ধকরী ক্ষমতা আছে, যদ্দারা সে সতত কৃতকার্য্য হয়। স্বার্থপর তোমার জন্ম, আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, ভদ্রতা প্রভৃতিতে ধিক্! তোমার কার্য্যাবলি স্মরণ হইলে মনে ঘৃণার উদয় হয়। যখন তুমি স্বার্থ সাধন জন্য পরের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ, তখন তোমার তুল্য পামর আর কে আছে? স্বার্থপর! তুমি কি ভাব, সকলেই নির্ব্বোধ, আর আমিঁ বুদ্ধিমান্” ইহাই যদি হয়, তবে তুমি ঘোর মূর্খ ; তুমি যতই কেন চতুরতা প্রকাশ করনা, বহুদর্শী বিজ্ঞ জনের নিকটে তুমি পার পাইতে পারনা। তাঁহারা তোমার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় অনায়াসে বুঝিয়া লয়েন। যদি বল আমি এমন সতর্ক ভাবে স্বকার্য্য সাধন করিব যে, মানবীয় বুদ্ধিতে তাহা অবধারণ করিতে পারিবেনা ; অনায়াসে সকলকে ফাঁকিতে ফেলিব। আচ্ছা!! ফাঁকি দাও ;—যত পার তত দাও ; কিন্তু ঈশ্বরকে ফাঁকি দিতে পারিবেনা। যাহা সঞ্চয় করিয়াছ, বা করিবে তাহা তোমার জন্য—মজুত থাকিবে। তোমার পাপের ফল অন্যে ভোগ করিবেনা, ইহা নিশ্চয় ; যদি ধনপুত্র লইয়া সংসার আশ্রমে কাল হরণের বাসনা থাকে, তবে ধর্ম্ম পথের পথিক হও। পর মঙ্গলসাধনে সতত জীবন ক্ষয় কর, নচেৎ রক্ষা নাই।

একদিন শ্যামাপদ নিজভবনস্থ মন্ত্রণাগৃহে উপবিষ্ট হইয়া

কয়েকটী সহচর লইয়া কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে তথায় বলদেব রাও আসিয়া উপস্থিত হইল। বলদেব শ্যামাপদর বিশেষ বন্ধু; কুমন্ত্রণার পূর্ণমূর্ত্তি; পাপের অবতার; সংসারের ভীষণ শত্রু; অদৃষ্টাকাশের উৎপাত ধূমকেতু; তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া শ্যামাপদবাবুর আনন্দের সীমা রহিলনা। সাদরে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন বন্ধো! আমি তোমার আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া আছি। আমার কার্য্যের কতদূর হইল সংবাদ দিয়া সুস্থির কর। প্রদ্যোতের পলায়ন দিবস হইতে আমাতে আর আমি নাই। যে কাণ্ড করিয়াছি, তাহাতে যদি প্রদ্যোত পুনরাগত হইয়া আদালতে নালিশ উপস্থিত করে, তাহা হইলেত আমার রক্ষা থাকিবে না। তাহার উপর আবার ভুজেন্দ্র প্রভৃতির মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয়া দিয়া তদুপযোগী কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করত অতি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি। এখন উপায়? বন্ধো! তোমরাই আমার একমাত্র বলবুদ্ধি, যাহা হয়, করিয়া আমায় রক্ষা কর। বলদেব কহিল মহাশয়! সেজন্য আপনি এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? বলদেব থাকিতে চিন্তাকি? আমি তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছি। বহির্দ্দেশে সেই বুদ্ধিমতী গোলাপী দণ্ডায়মানা; সে সকল কার্য্য সমাধা করিবে, আজ্ঞাহয়ত নিকটে উপস্থিত করি। শ্যামাপদ কহিলেন হানি কি, তাহাকে লইয়া আইস। বলদেব গোলাপীকে লইয়া আসিল। গোলাপী আসিয়া শ্যামাপদবাবুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

গোলাপী প্রভুহীনা স্বাধীনা বিধবারমণী; বয়স চতুর্ব্বিংশতি বৎসর; গঠন নিতান্ত মন্দনয়; অঙ্গ ভঙ্গির সহিত অনর্গল বচনাবলিতে হারায় কে? ধর্ম্মকর্ম্মে ইহার কিছুমাত্র মতি নাই। পাপকার্য্য সাধনজন্যই ধরাধামে আগমন করিয়াছে। কুলবালার সতীত্ব নাশন, বিধবার গর্ভ নিপাতন, বিষযোগে বিনাশ সাধন, পদে পদে সমাজের সর্ব্বনাশ করণ, ইহার নিত্যব্রত; হতভাগী কালরাত্রিস্বরূপা; যখন

যাহার স্কন্ধে চড়ে, তখন তাহার বাঁচিবার উপায় থাকে না। জগতে এমন ঘৃণ্য কার্য্য কিছুই নাই, যাহা গোলাপী দ্বারা সম্পন্ন না হয়।

শ্যামাপদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন গোলাপ! তোমাকে কিজন্য আনা হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়াছ কি? গোলাপী কহিল আজ্ঞা হাঁ; জানিয়াছি, প্রদ্যোত প্রভৃতির বিনাশ জন্য; শ্যামাপদ কহিলেন তুমি তাহা পারিবে কি? গোলাপী, আজ্ঞা আমি না পারিলে আর কে পারিবে? জগতে এমন পুরুষ দেখিনা, যে আমাদের কার্য্যকে অতিক্রম করিতে পারে। পৃথিবীতে পুণ্যকর্ম্ম না হউক, এমন ঘৃণ্যকার্য্য দেখিনা, যাহা আমরা না পারি; পুরুষগণ আমা-দের ক্রীড়ার বস্তু; আমরা তাহাদিগকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিব, তাহারা তাহাই করিবে, ক্ষমতা কি যে, তাহার অন্যথা করে। দেখুন এই ধরাধামে যত রক্ত স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, আমরাই তাহার মূল; উচ্চকে নিম্ন করিতে, নিম্নকে উচ্চ করিতে, বুদ্ধিমানকে বোকা করিতে, বোকাকে চতুর করিতে আমারাই পারদর্শিনী; আমরা যে কার্য্য করিব, বহুদিন পূর্ব্বহইতে তাহার সূত্রপাত করিয়াথাকি; এবং এত অল্পে অল্পে স্বকার্য্য সাধন করি যে, তাহা নরের কথা দূরে থাক্, দেবতারাও জানিতে পারেন না। আমরা এক গৃহে এক সময়ে একবারে বহুসংখ্যক পুরুষের মন সমান-রূপে রক্ষা করিয়া সকলকে সমান প্রমত্ত করিতে পারি। আবশ্যক হইলে আমরা স্বহস্তে পতিপুত্র বধ করিতেও অসমর্থ নহি। পৃথিবী আমাদের ক্রীড়ার স্থল; মনোবাঞ্ছা পুরণের জন্য যাহা করিব তাহাতে বাধা দেয় কে? পুরুষের চক্ষে ধুলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে আমরা বিশেষ দক্ষ; ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ আমাদের পদানত; কৃতান্ত কৃতাঞ্জলি হইয়া আজ্ঞাপালনার্থ লালায়িত; আমরা সত্য কথা প্রায় ব্যবহার করিনা; যাহা মিথ্যা কহিব, তাহা এত সাবধানে, এত কৌশলে এমন সময়ে কহিব যে, পুরুষে তাহা ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।

সত্য, মিথ্যা হইয়া যাইবে। আর মিথ্যা সত্যের সিংহাসনে বসিয়া আমাদের গুণ গরিমা প্রকাশ করিবে। আমরা কোনকালে কাহারও বশীভূত নহি। যাহারা বসে রাখিতে চেষ্টা করে তাহারা অতি নির্ব্বোধ; আমরা যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকে স্বর্গে তুলিয়া দিই; আর যাহাকে অনুগ্রহ করিবনা তাহার কি সাধ্য স্বর্গবাসে যায়। বাবু! আপনি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, তাহা আমি কটাক্ষে সম্পন্ন করিয়া আসিব তবে কি জানেন, এসকল কার্য্য অধিক অর্থ সাপেক্ষ; শ্যামাপদ বাবু কহিলেন গোলাপ! তুমি কত টাকা চাহ? গোলাপী কহিল ছয় হাজার টাকা; তাহাও অগ্রে দিতে হইবে; শ্যামাপদ বাবু কহিলেন তাহাই হইবে; এই বলিয়া তিন হাজার টাকা গোলাপীকে দিয়া কহিলেন কার্য্য সাধন করিয়া আসিলে আর তিন হাজার টাকা নিশ্চয় দিব। আমি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি নিশ্চয় দিব; এই বলিয়া গোলাপীকে সন্তুষ্ট করত বিদায় করিলেন। গোলাপী সন্ন্যাসিনীর বেশে দেশে দেশে তাঁহাদের অন্বেষণে আসক্ত থাকিল।

গোলাপী গমন করিলে পর শ্যামাপদ বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন বলদেবরাও! পাপ্ বিষয়ের জন্য বিস্তর পাপ সংগ্রহ করিলাম। আজি আমার মনে বড় দুঃখ হইতেছে। বলদেব কহিল শ্যামাপদ বাবু! আমি জানিতাম আপনি এই পৃথিবীর সকল ব্যাপারই অবগত আছেন। এক্ষণে জানিলাম, আপনার পাপ পুণ্য বোধ নাই। শ্যামাপদ বাবু কহিলেন বলদেব! আমি তোমার কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিলাম না। বিশেষরূপে বুঝাইয়া আমায় সুস্থির কর, বলদেব কহিল মহাশয়! পাপ পুণ্য কাহাকে বলে তাহা নিশ্চয় করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। কাহাকে পাপ কাহাকে পুণ্য বলে

তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্র—ইহা শাসন মাত্র; কারণ মনুষ্য প্রণীত; নরগণ আপনাপন মতানুযায়িনী ব্যবস্থা করিয়াছেন এই মাত্র; নচেৎ কার্য্যকালে কিছুই কার্য্যকর নহে। দেখুন শাস্ত্রে লিখে, মিথ্যা কথায় মহাপাপ; কিন্তু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বকার্য্যসাধনজন্য চতুরতাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা ব্যবহার করিয়া নরবধ;—ব্রহ্মবধ;—গুরুবধ!! করিয়াছেন। যখন রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীর এই ব্যবহার! তখন মিথ্যাকথায় পাপ কি? তবে সর্ব্বদা না কহিয়া সময়ে সময়ে, এই মাত্র বিশেষ; দ্বিতীয়—পরধন হরণ. ইহাতেও পাপ নাই; আপনিত ইতিহাসাদি পাঠ করিয়াছেন; কৈ-বলুন দেখি; অধর্ম্ম ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি ধনেশ্বর হইয়াছেন? তেজিয়ান্ লোক, ইহাতে দোষ বোধ করেন না। মহাত্মা মামুদ, জঙ্গিস্, নাদীর, আলাউদ্দীন এবং হেষ্টিংস্‌কে স্মরণ করুন, সকল দুঃখ নিবারণ হইবে। তৃতীয় জালপত্র, ইহাতেও কিছু মাত্র পাপ দেখিতে পাইনা; কারণ যখন সর্ব্ব প্রধান শাসন কর্ত্তা ক্লাইব স্বহস্তে জাল্ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়াছেন, তখন আমরা জাল না করিব কেন? লক্ষ্মী সঞ্চয় করিতে হইলে এসব আবশ্যক হয়। ইহা পাপ নহে, পুণ্যের পূর্ণা মূর্ত্তি; চতুর্থ নরহত্যা; ইহাত ক্ষমতার কার্য্য; কোন্ তেজিয়ান্ নরপতি এ কার্য্যে লিপ্ত না হইয়াছেন? অপর কথায় কাজকি একবার হেষ্টিংসের কার্য্য;, ইম্পের বিচার আর নন্দকুমারের ফাঁসী স্মরণ করুন না কেন, সকল সন্দেহ ভগ্ন হইয়া যাইবে। পঞ্চম অভক্ষ্য ভক্ষণ; আপনি অভক্ষ্য কাহাকে কহেন তাহাত আমি বুঝিতে পারিলাম না। মদ্য ও গোমাংস ভক্ষণ এবং পশুবধ অকার্য্য মধ্যে গণ্য; আবার দেখুন সম্প্রদায় বিশেষের ইহা অকার্য্য নহে, শাস্ত্র সম্মত; আমরা যে বস্তু অপবিত্রবোধে ঈশ্বরকে অর্পণ করিনা। সম্প্রদায় বিশেষে, আবার সেই বস্তুকেই ঈশ্বরকে সাদরে অর্পণ করিতেছে, তবে তাহাতে পাপ কি? যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তখন তাহা ভক্ষণ

করিবেন; ইহাতে পোর গন্ধ বাদ পড়ে ভালই, না পড়ে তাহাতে অধর্ম্ম কি? ষষ্ঠ—পরদার গমন; ইহাকে যে পাপ বলে তাহার তুল্য নির্ব্বোধ জগতে অতি বিরল; স্ত্রীলোক উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু; ইহা যত ভোগ করিবে ততই ভাল? ভোগের জন্যই পৃথিবী; ইহাতে আগমন করিয়া যদি সেই উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তুই ভোগ করিতে না পাইলাম, তবে আর হইল কি? শাস্ত্রে বলে স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি; সুন্দরী-স্ত্রী হইলে তাহার কুলাকুল, সম্বন্ধাসম্বন্ধ বিচার কি? ইহার প্রমাণ জন্য মহাত্মা ব্রহ্মা, শিব, কৃষ্ণ, সুগ্রীব, পঞ্চপাণ্ডব, বিভীষণ, ও হেক্‌টরকে স্মরণ করুন। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তারা, মন্দোদরী ও হেলেনার রূপ বর্ণন ভাবনা করুন। শ্যামাপদ বাবু! আপনি পুরাণ ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া দেখুন নরগণ স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে কোন্ কার্য্য না করিতেছে। ভালমন্দ আমি কিছু বুঝিনা; ধর্ম্মাধর্ম্ম আমি কিছু মানিনা; পৃথিবীর সবই গোল; গোলভিন্ন ত অন্য কিছুই দেখিতে পাইনা। কোন বিষয় যে ভাল করিয়া বুঝিব তাহারও উপায় নাই। ভাল উপদেষ্টা ত আমি প্রায় দেখিতে পাইলাম না। যিনি উপদেশ দেন তিনি ধনুর্দ্ধর; মুখে এক, পেটে আর এবং কার্য্যে অন্যপ্রকার; হস্তে হরিনামের ঝুলি, বগলে বস্ত্রাবৃতা বোতল মধ্যস্থা মা ভবানী; অঙ্গে অলকাতিলকা উদর মধ্যে আঠার ও বিশ ইঞ্চি পরিমাণের অস্থি পর্ব্বত বিদ্যমান; মুখে হরি বোল্ হরি; উদরে কুক্কুটের কুঁ কুঁ কুঁ কাতর শব্দ; উত্তরীয় হরিনামাবলি; জপ, বারবনিতার চরণ-তরণী; বাহ্যে ধর্ম্মের ভান; অন্তরে অধর্ম্মের গান; মুখে ধর্ম্মোপদেশ; কার্য্যে অকার্য্য বিশেষ; দান করিতে বিশেষ আগ্রহী; কিন্তু দানের সময় ঢাক না বাজিলে হাত সরে না; পিতা মাতা বাঁচিয়া থাকিতে অন্ন জল পান্ না কিন্তু মরিলে শ্রাদ্ধের ঘটা দেখে কে? বাহ্যে স্বদেশ ও স্বজাতির পরমোপকারী, কাজের

বেলায় হুঁ হুঁ-হুঁ; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার কেমন এক প্রকার ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, পৃথিবীতে আত্ম গোপনই প্রধান কাজ; স্বকার্য্য সাধনই প্রাধান উদ্দেশ্য; যিনি যত চতুর তিনি তত বিজ্ঞ; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি মীমাংসা করিয়াছি নরহত্যা, স্ত্রী হত্যা, সুরাপান, গোমাংস ভক্ষণ, অপহরণ, মিথ্যা-কথন, পরদারগমন প্রভৃতিতে কোন পাপ নাই। আত্ম সুখ সাধনোদ্দেশে আবশ্যক হইলে সকলই করিতে পারাযায়। আপনি আপন বিষয় রক্ষা জন্য যাহা করিতেছেন, তাহাতে আপনার কোন পাপ নাই। অনর্থক কুচিন্তা সকলকে হৃদয় ধামে স্থানার্পণ করিয়া মনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতেছেন কেন? স্থির হইয়া স্বকার্য্য সম্পন্ন করুন।

শ্যামাপদ বাবু, বলদেব রাওয়ের বচনাবলি শ্রবণ করিয়া কহিলেন বলদেব! আমি তোমার তুল্য উপকারী বন্ধু আর পাইব না। শাস্ত্রের কি চমৎকার ব্যাখ্যাই করিলে!! ইতিহাসাদির কি সার-মর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছ। তোমার তুল্য বিজ্ঞ বিচারক অতি অল্পই দেখিতে পাই। ভাই! আমি তোমারগুণেই সকল দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইব। এক্ষণে চল অন্যান্য কার্য্য দর্শন করি, এই বলিয়া বহির্দ্দেশে চলিয়া গেলেন।

হায়! এই নরাধম নারকীগণ হইতে ভারতের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মধ্যে গণ্য; যাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, অধর্ম্মে অশ্রদ্ধা নাই, পাপে ঘৃণা নাই, নরকে ভয় নাই, সমাজবন্ধনে ইচ্ছা নাই, তাহাদের দ্বারা উন্নতির আশা করা আর শূন্যে গৃহনির্ম্মাণ করা উভয়ই সমান; বলদেব! তোমার মীমাংসা তোমাতেই থাকুক; ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তোমার মীমাংসা অন্য কর্ণে স্থানলাভ না করে। তুমি সমাজের ভয়ানক শত্রু; স্বয়ং গুরুতর পাপ সঞ্চয় করিয়া নরক বাসের যোগ্য হইয়াছ বলিয়া

অপরকে আরও যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিওনা। সাধুর পুণ্য নয়নে আর পাপাঞ্জন লিপ্ত করিওনা। ব্যাধের বংশীরবের ন্যায় আর সাধুসদাশয় নর-কুরঙ্গের প্রাণ বিনাশ করিও না। বলদেব! তোমার জন্মে ধিক্! তোমার গর্ভধারিণীকে ধিক্! সেই পাপীয়সী কি কুক্ষণে তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারিনা। তোমার জন্মদাতা পিতা; নিশ্চয় ঘোর নারকী; তাহা নাহইলে তুমি এমন নারকী হইবে কেন? তোমার তুল্য সন্তান, পৃথিবীর কাল রাত্রি স্বরূপ; তোমার নাম গ্রহণ করিলেও প্রভূত পাপ-রাশির সঞ্চয় হয়। তুমি ত্বরায় পৃথিবী পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ইহার অনেক পরিমাণে মঙ্গল হইবেক।

পঞ্চম-পরিচ্ছেদ।

ক্রমে বর্ষাকাল উপস্থিত; অঞ্জন সদৃশ নিবিড় মেঘমালা দ্বারা গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। দশদিক অন্ধকার; অনবরত বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া ধরাতল প্লাবিত করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে নবনীরদাবলির ঘোরতর গভীর নিনাদে ও সচঞ্চলাক্ষণপ্রভার উজ্জ্বল আলোকে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত ও আলোকিত হইতে লাগিল। প্রবলতর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ লতাদি ভগ্ন ও ছিন্ন করিয়া আপনার প্রবল পরাক্রমের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। স্রোতস্বতী তরঙ্গিণীগণ নবজীবনে নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া কূলভঙ্গকরত স্বকীয় নির্ম্মলা প্রকৃতিকে আবিল করিয়া কুল কুল শব্দ অবলম্বন পূর্ব্বক জলধিকে আলিঙ্গনে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন অবলম্বন করিল। খাল, বিল, পল্বল সকল পরিপূর্ণ হইল। ভেক কুলের মক মক ধ্বনি কুঁ-পৃষ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মদমত্ত কলাপীকুল পুচ্ছ বিস্তার করত বিকশিতকদম্বশাখিশাখায় অবস্থিত হইয়া, প্রিয়া সমভিব্যাহারে, সুচতুরা দিগঙ্গনার গুম্ গুম্ শব্দের সহিত ঐক্য করিয়া পাদ-

ক্ষেপ করত প্রেমভরে নৃত্য করিতে লাগিল। তৃষাতুর চাতক উৰ্দ্ধমুখ হইয়া বারিধারা পান করিতে লাগিল। বিবিধ বনপাদপ সমুৎপন্ন হইয়া ঋতুমতি পৃথ্বীর নূতন বাসের কার্য্যসম্পন্ন করিল। সেফালিকা, চামেলী, কদম্ব, কুটজ, ত্রিপাটী প্রভৃতি কুসুম নিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া সদ্গন্ধে দশদিক্ আমোদিত করিল। নানাপ্রকার ওষধি সকল সমুৎপন্ন হইয়া চাষার আশার সুসার করিতে লাগিল। ক্রমে জীব-গণের স্থানান্তর গমনাগমনের সুযোগ রহিত হইয়া গেল। যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহের নয়ন যুগল হইতে বারিধারার সহিত অনবরত অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার শোকসাগর দ্বিগুণতর উথলিয়া উঠিল এবং প্রিয়াচরিত কর্ম্মকাণ্ড সকল মনোমন্দিরে উদয় হইয়া অসহ্য দুঃখ, যন্ত্রণা ও অনুতাপ প্রদান করিতে লাগিল। তিনি কখন প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া হাস্যবদনে! হা পতিগতে! হা অবরাল কেশি! তুমি কোথায় রহিয়াছ? আমি কি, আর তোমার দর্শন পাইবনা? আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে তোমাকে লাভ করিয়া কি ইহকালের কর্ম্মফলে ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম? আমি কতই দুষ্কৃত করিয়া ছিলাম, নতুবা আমার এ অবস্থা ঘটিবে কেন? হা পতিসোহাগিনি! তোমার প্রাণপতির কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে একবার আসিয়া দর্শন কর। তোমার অভাবে সংসার শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি! হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছে। জীবন ওষ্ঠাগত হইয়াও নির্গত না হইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। অয়িআমার হৃদয়সরস সরোজিনি! তুমি আমার হৃদয় অন্ধকার করিয়া কোথায় রহিয়াছ? কোথায় গমন করিলে তোমার দর্শন পাইব? হা প্রেয়সি! হা প্রিয়বাদিনি! হা মুগ্ধস্বভাবে! হা সরলে! আমি কি তোমা হইতে বিযুক্ত হইলাম। আর আমার জীবনের ফল কি? প্রাণ তুমি বহির্গত হও, আমি এ দুঃসহযন্ত্রণা ভোগ করিতে নিস্তার পাই। কখন জলদমালাকে সম্বোধন করিয়া হে বারিদকুল! তোমরা কি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া

অজস্র বারিরূপ অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতেছ? যদি সত্য সত্যই তোমরা আমার নিমিত্ত দুঃখিত হইয়া থাক, তবে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া কোথায় আছেন, আমাকে তৎসংবাদ প্রদান করিয়া চিরবাধিত কর। যুবরাজ প্রিয়া বিচ্ছেদে এই রূপ বিলাপ করিয়া ও সাতিশয় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এই রূপে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কোন প্রকারেই দ্বীপ হইতে কূলে আসিতে পারিলেন না।

এক দিবস তিনি সমুদ্রকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তরঙ্গিণীপতির বৃহদায়তন তরঙ্গমালা অবলোকন করিতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন; এক বৃহৎ জলযান সমুদ্র বক্ষ ভেদ করিয়া গমন করিতেছে। তিনি সঙ্কেত দ্বারা যানস্থ মনুষ্যগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। জলযানস্থ লোকেরা দেখিতে দেখিতে নৌকা তীরে লাগাইল। পরে নৌকা হইতে এক নবীন যুবক বাহির হইয়া আসিলেন এবং যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? কেন আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন? বন্দী কহিলেন আমি অদৃষ্টদোষে এই স্থানে পতিত হইয়াছি, যদি আপনি দয়া করিয়া আমায় কূলে উঠাইয়া দেন তবে আমি যাবজ্জীবন আপনার কেনা হইয়া থাকিব; ভবিষ্যতে আমাদ্বারা মহাশয়ের উপকার হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা;

নবীনযুবক। আপনি আমার "কেনা" হউন তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আমি সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থ যাত্রায় যাইতেছি এ-অবস্থায় আপনার উপকারের প্রত্যাশী নহি। আমারা উপকার কামনায় উপকার করিনা। বিশেষ যিনি বন্দী, তিনি আমার কি উপকার করিবেন?

বন্দী। সে যাহাই হউক—এক্ষণে আমাকে মুক্তকরা না করা, আপনার দয়া।

যুবক। আর বার কহিলেন আপনার নাম কি? আর কেবা আপনার এ-অবস্থা করিল?

বন্দী। আমার নাম উপেন্দ্রসিংহ; আর কে-যে আমার এই দশা করিয়াছে তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না।

যুবক। তাহা না বলিলে আমি নৌকায় লইব না।

বন্দী। তবে শুনন-কোন স্থানের একটী রমণী; নাম কিরণবালা;

যুবক। কোন স্থান বলিলেন কেন?

বন্দী। আমি-সেস্থানের নাম জানিনা, এই বলিয়া কিছু কিছু বর্ণন করিলেন।

যুবক। স্বহস্তে সেই পাপীয়সী রাক্ষসীর প্রাণদণ্ড করিতে পারেন নাই?

বন্দী। আপনি এমন কথা মুখে আনিবেন না, তিনি আমার পরমোপকারিণী; আত্মীয়া, অনুগতা——এই বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

যুবক। বুঝিয়াছি আর বলিতে হইবেনা, আসুন এই বলিয়া হস্ত ধরিয়া নৌকায় লইয়া গেলেন। এবং এক মনোহর আসনে উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া মনের সুখে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তরণীগমনপর হইল। উভয়ে জলনিধির নানা ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন কোথাও বহুদূর বিস্তীর্ণ বরফরাশি শ্বেত পর্ব্বতের শোভাধারণ করিয়া দ্বীপখণ্ডের ন্যায় পতিত রহিয়াছে। কোথাও বিবিধ বনপাদপ পরিশোভিত দ্বীপখণ্ড, অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভাসম্পাদন করিয়া, সমুদ্রহৃদয়ে মরকত মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথাও সুদীর্ঘ সুন্দর নগ, বিকশিতকুসুমাবৃত পাদপ নিকরে সর্ব্বাঙ্গ শোভিত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। কোথাও ভয়ানক আবর্ত্তমালা বিঘূর্ণিতহইয়া জীবনরাশিকে আলোড়িত করিতেছে। কোথাও জলরাশি স্রোতবিহীন হইয়া গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং তদুপরি সুবিস্তৃত দামরাশি শোভা পাইতেছে। কোথাও রক্ত পীত ও সবুজ বর্ণের জলরাশি শোভাপাইতেছে। কোথাও প্রবাল

দ্রুম আপনার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথাও বৃহদাকার জলজন্তুগণ বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করিতেছে। উভয়ে এইপ্রকার সমুদ্রশোভা দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। নবীন যুবকের সহবাসে বন্দীর মনের দুঃখ অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। শয়ন ভোজন উপবেশন কিছুতেই কোন কষ্ট রহিলনা। বিশেষ যুবক, বন্দীকে এমনই প্রণয় চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে নিজগৃহের মনোহর শয্যায় শয়ন করাইয়া আপনি গৃহান্তরে সামান্য শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে নৌকা সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে কূলে উত্তীর্ণ হইয়া যে যাহার গন্তব্যস্থলে গমন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাঁহারা কূলে উঠিবা মাত্র তরণী প্রবলবেগে পূর্ব্বপথে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদ।

এদিকে, প্রজাপালক, দীনবন্ধু, দয়ার সাগর, শোকার্ত্ত, আনন্দে মগ্ন বৃদ্ধরাজা তারানাথ অচিরজাত কুসুমকোমল কুমার সদৃশ কুমারকে বাহুদোলায় আরোহণ করাইয়া, আনন্দাশ্রুজলে বালকের সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত করিতে করিতে অন্তঃপুরস্থ বৃদ্ধামহিষী প্রমদার নিকট গমন করিয়া কণ্ঠনোধোৎপন্ন গদ্‌গদ বচনে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কুমারের কুমারকে কামিনীর কোমল করে সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধামহিষী তখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিলেন। সুতের নবজাত সুতকে সাদরে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া কাতরস্বরে বিলাপ আরম্ভ করিলেন। বাপ আমার উপেন্দ্রসিংহ! তুমি দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিয়াছ? আমি তোমার অদর্শনে সংসার শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি। অনেক দিন হইল আর আমি তোমার সে মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিনাই। হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

তুমি আমার অনেক তপস্যার ধন। আমি কত কঠোর ব্রতের ফলে তোমাকে লাভ করিয়াছি। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। অন্ধের যষ্টি, কৃপণের ধন; বাপধন! অনেকদিন হইল, তোমার বদন সুধাকর বিনির্গত মা বাক্যের অধিকারিণী হই নাই। একবার এই সময়ে আসিয়া মা বাক্যে আহ্বান করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। আর আমিও যুগল কুমারকে যুগল কক্ষে ধারণ করিয়া যুগপৎ আনন্দনীরে নিমগ্ন হই। পুত্র! তুমি রাজার পুত্র! রাজাধিরাজ!! জন্মাবধি কখন ক্লেশের মুখ দেখ নাই, দুর্গম বনে পতিত হইয়া কতকষ্টই ভোগ করিতেছ। নবোদ্ভিন্ন মনোহর নীরজ সদৃশ মুখনিভ, সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে, নীরভ্রষ্ট কমলের ন্যায় ম্লান হইয়া কত অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। প্রিয়পুত্র! ক্ষুধার সময় কে তোমাকে খাদ্য প্রদান করিতেছে? বনমধ্যে মা বলিয়া কাহার নিকটে দাড়াইতেছ? আমার ন্যায় কে তোমার মস্তকে, আননে ও সর্ব্বাঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করিয়া মুখচুম্বনকরত স্নেহ সহকারে আদর করিতেছে? হা পুত্র! হা দুঃখিনীর ধন! হা জীবনের জীবন! তুমি কোথায় রহিয়াছ। বহুবিধ জন্তুমণ্ডলীর মধ্যগত হইয়া নিবিড় বনে কত কষ্টই ভোগ করিতেছ। হা প্রিয়সন্তান! তুমি কি আমার জীবিত আছ? না দুঃখিনী জননীকে একবারে পরিত্যাগ করিয়াছ? আমি কোথায় গমন করিলে তোমার দর্শন পাইব। হা বিধাতঃ আমার অদৃষ্টে এই ছিল। আমি আজন্ম দুঃখিনী; আর কত দুঃখ সহ্য করিব। প্রাণ! তুমি বহির্গত হও, আমি এই সকল শ্রবণ ও দর্শন করিতে পরিত্রাণ পাই। হে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশনদেবগণ! আপনাদিগের নিকটে দাসীর বিনয় বচনে প্রার্থনা এই, যেন আমার প্রিয় পুত্রের কোন বিঘ্ন না ঘটে। পুত্রের কোমল অঙ্গে যেন কণ্টকের চিহ্নও স্থান লাভ না করে। আমি জন্মাবধি আপনাদিগের চরণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানিনা। এক্ষণে চরণতরী

প্রদান করিয়া আশ্রিতা দাসীর সর্ব্বস্বধনকে রক্ষাকরিবেন। হরি! পতিব্রতে তিলোত্তমে! তুমি রাজার কন্যা, রাজারবধূ, রাজাধিরাজ উপেন্দ্রসিংহের মহিষী; তোমার অদৃষ্টে যে এতক্লেশছিল তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুমি কখন স্থর্য্যের মুখ দেখ নাই, গৃহের বহির্গত হওনাই, কি করিয়া দুর্গমবনে ভ্রমণ ও বাস করিতেছ। তুমি আমার সুকুমারকুসুম কোমলা, কি করিয়া গুরুতর কষ্ট সহ্য করিতেছ। হায়! আমি এখন কি করি; কোথায় যাই কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। কোথায় গমন করিলে হৃদয় শীতল হইবে। এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ তাঁহার সহিত রোদন করিতে লাগিল। রোদন শব্দে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধরাজা নানাপ্রকার বুঝাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রন্দন নিবৃত্ত হইল এবং গৃহে গৃহে গান বাদ্য ও মঙ্গলোৎসব আরম্ভ হইল। তদনন্তর নৃপতি, নবকুমারের নাম মৃগলাঞ্ছন রাখিলেন। নবকুমার মৃগলাঞ্ছন রাজারাণীর মহান্ যত্নে শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় উপচীয়মান হইতে লাগিলেন।

ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত। প্রাবৃট্‌কালোদ্ভব মেঘ মালা ক্রমে ক্রমে শূন্য পয়ঃ হইয়া অন্তর্হিত হইল। নীলবর্ণ নভঃপ্রদেশস্থিত জ্যোতিষ্মান্ সকল মনোহারিণী জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইল। কুমুদিনীনায়ক ভগবান্ চন্দ্র, স্বকীয় নির্ম্মল কিরণ জালে, জগৎ শুভ্রীকৃত করিয়া জনগণের মনোহরণ করিতে লাগিলেন। পতির সৌভাগ্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া কুমুদিনীর-কুল সরোবরে হাস্য করিতে লাগিল। স্থলজ, জলজ কমল সকল, সেফালিকা বক প্রভৃতি পুষ্প সকল বিকশিত হইয়া শুভ্রবর্ণে ও সৌগন্ধে, দশদিক শুভ্রীকৃত ও আমোদিত করিতে লাগিল। কাশকুসুম বিকশিত হইয়া শরৎ-রাজের শ্বেতচ্ছত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিল। অগস্ত্যের উদয়ে সলিল রাশি স্বচ্ছ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দর্পণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

দ্রুতগামিনী গভীরনীরা তরঙ্গিণীগণ সুপ্রতরা হইল। অশ্যান্ কর্দ্দম সকল ক্রমে শুষ্ক হইয়া গমনপথ সকল সুগম্য করিল। লজ্জাবতী নব বধূরন্যায় অবনত মুখী কলমা সকল কৃষকগণের আনন্দ-দায়িনী হইয়া জনগণের মনোনয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। বৃষভ সকল, নদীর কূলে ও পর্ব্বতের নিকটে বপ্রক্রীড়া আরম্ভ করিল। কেলিপর কলহংসযুক্ত বহুদূর বিস্তীর্ণ নদীর সিকতাময় পুলিন সকল শরৎরাজের যশোভাতির অনুকরণ করিল। বৃদ্ধনৃপতি, শরৎ কাল দর্শনে পুত্র বিচ্ছেদে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকার অপার কষ্টে দুই একদিন করিয়া বহু দিন অতীত হইল, তথাচ তিনি পুত্রমুখ নিরীক্ষণে সমর্থ হইলেননা। কুমার মৃগলাঞ্ছন বৃদ্ধরাজাকে শোকভারে আক্রান্ত ও প্রপীড়িত দেখিয়া তাঁহার দুঃখ অপনয়ন করিবার নিমিত্তই যেন যাদশবর্ষে পদার্পণ করিলেন। কার্য্য ধুরন্ধর মৃগলাঞ্ছন, সুমধুর বাক্য কৌশলে, অবিচলিত ভক্তি প্রভাবে এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার দ্বারায় নৃপতি তারানাথের শোক ভার কথঞ্চিৎ অপনয়ন করিলেন। কিন্তু জনক-জননী বৃত্তান্ত মনোমধ্যে অনুক্ষণ জাগরূক থাকিয়া যৎপরো-নাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। মৃগলাঞ্ছন পিতৃ অন্বেষণে দিগ্ দিগন্তে লোক প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তৎকার্য্যে গমন করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিলেন। পরে এক দিবস বৃদ্ধ রাজার নিকটে গমন করিয়া কহিলেন মহারাজ! অপনি যদি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি প্রদান করেন তবে আমি একবার মৃগয়ায় গমন করি। তারানাথ তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। কারণ তিনি মৃগলাঞ্ছনকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখিতেন। মৃগয়ায় গমন করিলে যদি তাহার চিত্তের কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য সম্পন্ন হয়, এই বাসনায় অনুমতি প্রদানে অন্যমত করিলেন না। মৃগয়ার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে কতকগুলি শবর সৈন্য, মাংস শোণিত লোলুপ

ভীষণ কুক্কুর, এবং পশুবন্ধন বাগুড়া লইয়া উপস্থিত হইল। অপর কতকগুলি লোক, বর্ম্ম পরিধান করিয়া, যষ্টি মুদ্গার ও অস্ত্র শস্ত্র হস্তে করত তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। বন্দুকধারী পদাতি সেনা সমূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত রহিল। শরশরাসনধারী ক্ষিপ্র হস্ত সুচতুর অশ্বারোহী সৈন্য সকল বহির্গত হইল। মৃগয়া যোগ্য বেশধারী মাতঙ্গ পৃষ্ঠারোহী সহকারী রাজকুমারগণে ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কুমার মৃগ লাঞ্ছন মৃগয়ার ভাণ করিয়া পিতৃ অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। বিবিধ বেশধারী মৃগয়াকারী জনগণের গাত্রাভরণ, ও অস্ত্র শস্ত্র সূর্য্য কিরণ সংস্পর্শে প্রতিফলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য সদৃশ প্রভা-ধারণ করিয়া খরতর প্রতিঘাত কিরণজালে, দর্শনকারীজনসমূহের দর্শনের ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। এবম্ভূত সৈন্য শোভিত মৃগ-লাঞ্ছন সহচরগণসহ মহান্ কোলাহলে পূর্ব্বোক্ত অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া, বারিদ যথা সুগম্ভীর শব্দে জীবগণের শঙ্কা সমুৎপন্ন করে তথা সুগম্ভীর বাক্যে সেনাগণের শঙ্কা সমুৎপন্ন করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে মৃগয়াকারিন্ সৈন্যগণ! তোমরা আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, তোমরা দৃঢ়যত্নে ও অতুল উৎসাহে অরণ্যের সর্ব্বস্থলে বিচরণ করত ইহার যে যে স্থানে যে যে ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে আমাকে তৎসংবাদ প্রদান কর। সেনাগণ কুমারের জয়হউক বলিয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইল। মৃগলাঞ্ছনের পিতৃ অন্বেষণে যত মনোযোগ ছিল মৃগয়াতে তাহার কিছুই ছিলনা, এজন্য কেবল সম্মুখাগত, আক্রমণকারী বরাহ, ভল্লুক সিংহ ব্যাঘ্রাদিকে প্রচুর শৌর্য্যের সহিত নিহত করিতে করিতে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। অপরাপর সেনাগণ প্রাণপণে পশুবধে প্রবৃত্ত হইল এবং নিমেষ মধ্যে এত নানাবিধ প্রাণী নিহত করিল যে, পর্ব্বত প্রমাণ

যে, আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি, আপনি একদিনের নিমিত্তও সুখিনী হইতে পারেন নাই। আমাকে প্রসব সময়ে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। এবং আমার মুখাবলোকনের পরেই দুস্তর দুঃখোদধিতে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে আমার এতাদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? আমি নামেমাত্র রাজভোগে প্রতিপালিত হইতেছি, আমার সুখ কোথায়; আপনাদিগের অদর্শন দুঃখে নিরন্তর অন্তর দগ্ধ হইতেছে। আমি জন্মাবধি না মাতৃমুখ অবলোকন করিতে সক্ষম হইলাম, না পিতৃ আনন সন্দর্শনে পারগ হইলাম। হায়রে বিধাতঃ এ হতভাগ্যের পোড়া অদৃষ্টে এই লেখা ছিল!! হা জননি! আমার মনে এই এক প্রবল দুঃখ হইতেছে যে, একবার মা! মা! শব্দে আপনাকে আহ্বান করিতে পাইলাম না। আমার মনের দুঃখ মনেই রহিল। মাগো! কবে আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে সমর্থ হইব? হা মাতঃ আপনি কি জীবিত আছেন? না এই পাপিষ্ঠ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন? হা পিতঃ দয়ারসাগর! আপনি জলান্বেষণে গমন করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন? মত্তুল্য দুর্ভাগ্য সন্তানের মুখাবলোকন করিবেন না বলিয়াই কি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন? না কোন গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াছেন? আমি কি আর আপনার দর্শন পাইব না? একবার এই সময়ে আসিয়া দর্শনদানে, আমাকে চরিতার্থ করুন। আমি, আপনার অদর্শনে সংসার শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি। এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। আনন্দময়ী মূর্ত্তি মৃগলাঞ্ছনের বিলাপ প্রভাবে বিগলিত হইবার উপক্রম হইল।

সহচরগণ মৃগলাঞ্ছনকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলন। কুমার মৃগলাঞ্ছন কোন মতেই প্রবোধিত হইলেন না। তখন অমাত্যগণ তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে

লাগিলেন। উদ্‌যোগ করিবামাত্র মৃগলাঞ্ছন কাতরস্বরে কহিলেন, এই প্রতিমা দর্শনে আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। আর আমার গৃহে যাইবার অভিলাষ নাই। তোমরা কেন উদ্‌যোগ করিতেছ। তখন এক বৃদ্ধ অমাত্য কহিলেন, এই প্রতিমাকেও রাজধানীতে লইয়া যাইব তাহার চিন্তা কি। এই প্রতিমা যে কেবল আপনার অন্তঃকরণ হরণ করিয়াছেন তাহা নয়, আমাদের অন্তঃ-করণও হরণ করিয়াছেন। আমরা ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই এক পদ গমন করিতে সক্ষম হইবনা। মৃগলাঞ্ছন এই উত্তরে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের পর যখন মূর্ত্তি উত্তোলনের উপক্রম হইল তখন এক সন্ন্যাসী আসিয়া কহিলেন—"হে অমাত্যগণ! হে রাজকুমার! তোমরা এই প্রতিমাকে কখনই স্থানান্তরিত করিওনা। অত্রস্থলে বাস করিয়া ইঁহার রক্ষণাবেক্ষণ কর, তাহা হইলেই তোমাদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ হইবে"। তখন সকলে রাজধানী গমনের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল সংবাদ বৃদ্ধভূপতি তারানাথের নিকট প্রেরণ করিলেন। ধার্ম্মিক প্রবর তারানাথ সংবাদ প্রাপ্ত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং প্রবল কৌতূহল বশতঃ অগ্রে প্রতিমা দর্শনেই গমন করিলেন। তারানাথ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কহিলেন, ইহাঁরপ্রতি দুহিতৃ স্নেহ উদয় হইল কেন? আর ইহাঁকে প্রণাম করিতে কেহ যেন আমায় নিষেধ করিতেছে ইহারই বা কারণ কি? অপর, ইঁহাকে পরিত্যাগ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছেনা কেন? এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন, ইত্যবসরে মৃগলাঞ্ছন আসিয়া প্রণামান্তে নিবেদন করিলেন; মহাশয়! আমার বাসনা এই; আমি এই স্থানে একটী নগর স্থাপন করাইয়া তাহাতে অবস্থান করি, এ-বিষয়ে আপনার অনুমতি হইলেই কৃতার্থ হই। বৃদ্ধরাজা তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই এক সুন্দর নগর সংস্থাপিত হইল এবং মৃগলাঞ্ছনের নামানুসারে তাহার নাম

মৃগপুর রাখা হইল। মৃগপুর হইতে সোমবতীপর্য্যন্ত এক রাজপথ প্রস্তুত হইল। রাজপথের উভয় পার্শ্ব, বৃক্ষ ও বিপণিশ্রেণী দ্বারায় সুশোভিত হইল। এবং অনবরত দুই নগরে জনস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সোমবতী পুরে বৃদ্ধরাজা তারানাথ রহিলেন এবং মৃগপুরে মৃগলাঞ্ছন রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই মৃগপুরে অসংখ্য অসংখ্য সন্ন্যাসী, সহস্র সহস্র জনপদবাসীলোক সকল আনন্দময়ীমূর্ত্তি দর্শনে উপস্থিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধরাজা প্রায়ই এক এক বার করিয়া দুহিতৃস্বরূপা মূর্ত্তিকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন।

সপ্তম-পরিচ্ছেদ।

এদিকে লীলা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভারতের নানা স্থানে ও নানা তীর্থে ভ্রমণ করিলেন কিন্তু কোথাও ভুজেন্দ্রবাবুর অনুসন্ধান পাইলেন না। একদিন অপরাহ্ন কালে গয়াধামের দুই ক্রোশ অন্তরে এক বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন প্রাণনাথ! স্বামিন্! দেব ভুজেন্দ্র! এ-হতভাগিনী কাঙ্গালিনী লীলা আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহাকে আপনি পরিত্যাগ করিলেন? এ-সংসারে আর আমার কে আছে? প্রাণাধিক প্রদ্যোত আমায় পরিত্যাগ করিয়াছে, আপনি আমায় চরণে ঠেলিলেন, আমি কোথায় দাঁড়াইব? অদ্য বহুদিন গত হইল, আপনার মুখশশী দর্শন করি নাই। অভয়-প্রদ শ্রীচরণে চন্দনাক্ত পুষ্পদাম দিয়া পূজা করিতে পাই নাই। প্রাণনাথ! আপনি আপনার লীলার চক্ষের জল কখন দেখিতে পারেন নাই এক্ষণে আসিয়া দর্শন করুন লীলার চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। নাথ! একবার এই সময় আসিয়া কমনীয় কোমল কর-পল্লব দ্বারা নয়ন-নীর মার্জ্জনা করিয়া দিয়া, আমায় রক্ষা করুন। আমি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে,

তীর্থে তীর্থে, বনে বনে, আপনার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও ত সাক্ষাৎ পাইলাম না, দেব! আপনি কি এ হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন? আমি পাপীয়সী কি সকলকে হারাইলাম!! আমার কি সংসার শূন্যময় হইয়াছে? তবে আর এ-পাপ জীবনে আবশ্যক কি? এক্ষণে মৃত্যুই আমার পরম বন্ধু; হে দয়াময় যম! দয়া করিয়া এ-পাপিনীকে উদ্ধার করুন। মৃত্যু হইলে আমি বাঁচিয়া যাই। যদি এ-জীবনে আর প্রাণনাথের শ্রীপাদ-পদ্ম দর্শন করিতে নাপাইলাম, তবে আমার বাঁচিবার আবশ্যক কি? ভুজেন্দ্র! প্রাণনাথ ভুজেন্দ্র! আপনার সেই অকৃত্রিম ভালবাসা, সেই সেই কথা, সেই সেই আদর, সেই সেই কার্য্য, সেই সব ঘটনাবলি, সেই সেই মধুময়ভাব, আজি যে আমায় সপ্ত পাতাল তলে নিক্ষেপ করিতেছ। দয়াময়! এই ভয়ানক সময়, দুরন্ত প্রান্তর, এই শঙ্কাকুল বৃক্ষতল, এই ভয়াবহ দিগ্বলয়, এ-নিরাশ্রয়া লীলাকে যে আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। প্রাণের প্রাণ! লীলা আজি দুই দিন অন্নজল গ্রহণ করে নাই, একবার নিকটে আসুন; অন্নজলদিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করি। নাথ! এ-বিপদ সঙ্কুল প্রদেশে লীলা যায় আসিয়া রক্ষা করুন। প্রদ্যোত! তুমি কোথায় রহিলে? তুমি যে আমায় কহিয়া ছিলে "জননি! প্রদ্যোত থাকিতে আপনার চিন্তা কি? যাঁহার উপযুক্ত সন্তান, তাঁহার এরূপ দীনতা শোভা পায় না। দেবর! আজি আমি তোমাদের অভাবে পাগলিনী; একবার আসিয়া উত্তরদানে আমায় রক্ষা কর। প্রভা! আমার স্বর্ণ প্রতিমা প্রভা! আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নমণি, কণ্ঠের হার প্রভা! তোমার অদৃষ্টে যে এত কষ্ট ছিল তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। নবীন-লতিকা যে উষ্ণজলে সিক্ত হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। ভগিনি! তুমি বিধবা!! এ-কথা উচ্চারণ করিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। হায়রে বিধাতা! আমার

স্বর্ণপ্রতিমার অদৃষ্টে এই লেখা ছিল!! প্রভা! প্রাণাধিকা প্রভা! তুমি কি আমার বিধবা! আমার প্রদ্যোতের হৃদয়হারিণি! প্রদ্যোতের জীবন সর্ব্বস্ব! বাছার পথ-প্রান্তস্থ স্বর্ণ বল্লরি! তুমি কি আমার বিধবা হইয়াছ!! প্রদ্যোত তোমায় পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে! উঃ হৃদয় শতধা হও, আর যাতনা সহ্য হয় না। এই বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেছেন এমন সময়ে তথায় পাপীয়সী গোলাপী আসিয়া উপস্থিত হইল। লীলাকে দেখিয়া আকাশের চন্দ্র হাতে পাইল। আজি আশার অধিকাংশ সফল হইল ভাবিয়া বিষণ্ণ বদনে লীলার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সাদর সম্ভাষণে কহিল হায়! হায়! এ-কি হইয়াছে! আমার স্বর্ণবল্লরীর এরূপ অবস্থা কে ঘটাইল। লীলা গোলাপীকে বিলক্ষণ চিনিতেন। এবং আত্ম বোধে অনেক সময় অনেক মনের কথা কহিতেন। আজি তাহাকে দেখিয়া কহিলেন ভগিনি! তুমি কোথা হইতে আগমন করিলে? গোলাপী কহিল দিদি! এ-হতভাগিনী কাশী হইতে আসিতেছে। তোমাদিগের বিরহে তোমার পিতৃদেব কাতর হইয়া অনেককেই তোমাদের অন্বেষণে পাঠাইয়াছেন। আমিও তাহার একজন; আমি তোমার দর্শন লাভে সুখিনী হইলাম। চল গৃহে চল, আজি আমি তোমাকে ছাড়িব না। লীলা কহিলেন গোলাপ! আমি আমার স্বামীর অন্বেষণে আসিয়াছি, তাঁহাকে না লইয়া গৃহে যাইবনা। এই কথা বলিতে না বলিতে গোলাপী অতিশয় কাতর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার রোদন দেখিয়া লীলা আরও অভিভূত হইলেন, এবং ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন গোলাপ। তুমি অকস্মাৎ রোদন করিলে কেন? তোমার অবস্থা দেখিয়া আমি যে চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি। গোলাপী কহিল আর তোমার তাহা শুনিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে গৃহেচল, তথায় সকল কথা কহিব। লীলার আরও সন্দেহ হইল। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-

বাসনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাপীয়সী রাক্ষসী গোলাপী উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কহিল ভগিনি! আমি তোমাদিগের অন্বেষণ জন্য অনেক দিন হইল, জন্মস্থল হইতে আসিয়াছি,। মধ্যে কয়েক দিন হইল কাশীধামে এক পর্ণশালায় তোমার স্বামীর দর্শন পাই। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন। আমার মুখে তোমার গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে রোদন করিলেন। আমি পাপীয়সী অনেক প্রবোধ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। ক্রমশঃ পীড়া গুরুতর হইয়া আসিল দেখিয়া, আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম না। সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার সেবার কোন ফলই ফলিলনা। নির্দ্দয় যম, তাঁহাকে হরণ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। আমি হতভাগিনী তাঁহার শেষ কার্য্য করিয়া পরে ইতস্ততঃ তোমাদের অন্বেষণ করিতেছি। আজি তোমার দর্শন পাইয়া যে, এই নিদারুণ সংবাদ তোমাকে প্রদান করিতে হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিনাই। লীলা শ্রবণ মাত্র হা স্বামিন্ বলিয়া মূর্চ্ছিত হওত ধরাতলে পতিত হইলেন। গোলাপী দাঁড়াইয়া সকল দেখিতে লাগিল। এবং অনুক্ষণ মনে মনে তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণেরপর লীলা চৈতন্য লাভে উত্থিত হইলেন। এবং গোলাপীকে সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ এক প্রখরা স্রোতস্বিনীর তটে গমন করত দণ্ডায়মানা হইলেন।

এই সময় পৃথিবী রাত্রি সমাগমে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।* লীলা, গোলাপীর হস্তে স্বামিদত্ত উইল খানি প্রদান করিয়া কহিলেন গোলাপ! আমি তোমায় বড় ভাল বাসী; এবং তোমাকে বড় বিশ্বাসও করি, এই উইল খানি; যদি কখন প্রভার দেখা পাও, তাহাকে দিয়া কহিবে, প্রভা! তোমার হতভাগিনী লীলাদিদী তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এই উইল খানি ফিরিয়া দিয়া কহিয়াছেন, "নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য বিশেষ সাবধানে থাকিবে।

আমার প্রদ্যোতের আদরের বস্তুকে যেন অপবিত্র করিওনা। ইচ্ছা-মত ধনাদি, দানাদিকরিয়া পবিত্র অবস্থায় পরম-পিতার নিকটে যাইতে যত্নবতী হইও” তোমার লীলাদিদী মরিয়াছে। আর যদি দেখা না পাও তবে তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিও। আর আমি গৃহে যাইবনা। এই কথা বলিতে বলিতে নদীজলে ঝম্প প্রদান করিলেন। পাপীয়সী গোলাপী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল এই ভাবিয়া আর কোন গোলযোগ না করিয়া দ্রুতপদে যথেচ্ছ প্রস্থান করিল।

ভুজেন্দ্র

ভুজেন্দ্র কৃষ্ণ সংসার প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া কয়েক বৎসর ছদ্মবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেন বটে কিন্তু ভ্রাতৃ-শোকজনিত মনশ্চাঞ্চল্যেরপ্রতিবিধানোপায কিছুই হইল না, বরং দিন দিন নবীভাবাপন্নই হইতে লাগিল। মলিন এবং কৃশ হইতে লাগিলেন। শরীর শোভা কোথায় চলিয়া গেল। মুখে হা প্রদ্যোত! হা প্রদ্যেত! ইহা ভিন্ন অন্য কথা নাই। এ-অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে পাগল বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। শ্যামাপদই তাঁহাকে এই অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছেন।

বিষয়-এই শব্দ যেমন শ্রবণ মধুর, তেমনই ভয়ঙ্কর; ঐশ্বর্য্যী হইলে ক্রমে না ঘটে এমন পাপ নাই। অর্থ অনর্থের মূল; ইহার মোহিনী মায়ায় বিমোহিত না হয়েন এমন লোক জগতে অতি বিরল; যিনি ইহাহইতে অন্তরে থাকেন তিনিই পরম জ্ঞানী; কিন্তু তেমন লোক সংসারে কয়জন আছেন? অর্থের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, এমন লোক জগতে অতি অল্প; সংসারের অধিকংাশ কার্য্যই অর্থ সাপেক্ষ; সেই অর্থের যদি আবার সচ্ছলতা ঘটে, তবে আর পায় কে? তাহার সহিত আবার যদি যৌবন, প্রভুত্ব এবং অবিবেক যোগ দেয় তবে আর রক্ষার উপায় থাকেনা। এই চারিজনে একত্র হইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া ফেলে! তাহাকে পশুবৎ

দুষ্কর্ম্মে নিয়ত নিযুক্ত রাখে। দয়া, মায়া, শান্তি, ক্ষমা প্রভৃতি বিবেকের সহিত, কোন্ সুদূর দেশে পলায়ন করে। ধনাকাঙ্খা, হিংসা, নির্দ্দয়তা, নির্ম্মমতা প্রভৃতি অবিবেকের সহিত তাহার দেহ রাজ্যে আধিপত্য করিতে থাকে। চক্ষু থাকিতেও সুপথ দেখিতে পায় না। লজ্জা, লজ্জা পাইয়া তাহার স্নেহত্যাগ করে। অত্যাচারী ধনীর ভয়ে, সমাজ কম্পিত হইয়া উঠে। মানীর মান্ রক্ষা দুর্ঘট হয়। কুলবতী সতী সকল, সেই নরাধমের নাম স্মরণে কম্পিত হইতে থাকেন। অধীনের ধন প্রাণ মান রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠে। বস্তুতঃও প্রমত্তধনীর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকেনা। গোবধ, স্ত্রী বধ ও ব্রহ্মবধে ভয় থাকে না। যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিয়া থাকে। তাহার সেই পাপ স্রোতঃ রক্ষা করে কে? তাহার কার্য্যের বাধা দেয় কে? সময় গুণে আত্মসদৃশ সহচরগণও আসিয়া শনির নিকট কুমন্ত্রী হইয়া বসে। ভয়ানক সমুদ্রে ভয়ানক বাতাস প্রবাহিত করে। ভয়ঙ্কর দাবানলে প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ প্রদান করে। দ্বাদশ তপনের সহিত অসংখ্য অতি ভয়ঙ্কর ধুমকেতুর সংযোগ করিয়া দেয়। বিষকুম্ভে তীব্র কালকূট মিশ্রিত করে। ধনমদ-মত্ত নরাধম নারকী, পাপের পূর্ণামূর্ত্তি; তাহাকে দর্শন করিলে দেহের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। পিতৃহীন বালকের নয়ননীর, এই নরাধমদিগের অন্তঃকরণকে সরস করিতে অক্ষম; নবীনাবিধবার শোকাশ্রুও ইহাদিগের হৃদয়কে দ্রবীভূত করিতে পারেনা। অশীতিপর বৃদ্ধের সারময় উপদেশ বাক্যও ইহাদের মনে স্থান পায়না। ইহারা ভ্রাতৃ-প্রেমের ধার ধারেনা। সমাজ বন্ধনের দিকেও দৃষ্টিপাত করে না। ভগিনী প্রেম কেমন তাহা জানেনা বলিলেই হয়। পাপ-নয়ন, পাপে পরিপূর্ণ; যাহা দেখে তাহা হইতেই পাপ ভিন্ন পুণ্য সঞ্চয় করে না। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকেই অধীনে রাখিতে যত্ন পায়। অপরের দারুণ দুর্দ্দশা হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, নিজের

সুখ স্বচ্ছন্দ সম্পন্ন হইলেই হইল” এই জ্ঞান ইহাদের হৃদয়ে নিয়ত জাগরূকে থাকে। নিজের মান, নিজের সুখ, নিজের সম্পত্তি ইহারা বিলক্ষণ বুঝে; ইহাদের ধন-পিপাসা অতীব বলবতী; পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তিরূপ ঔষধ ভক্ষণ করিলেও বোধ হয় তাহার শান্তি হয় না। এক দিন এক ক্ষণের জন্যও চিন্তা করেনা যে আমায় এ-সকল পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে। কিছুই সঙ্গে যাইবে না। কেবল কর্ম্মাকর্ম্ম জনিত ধর্ম্মাধর্ম্মই সহগামী হইবে। আমার উপর একজন শাসনকর্ত্তা আছেন। তিনি সর্ব্বতশ্চক্ষু; সকল দেখিতেছেন। আমার কৃতকর্ম্মের ফল নিশ্চয়ই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। কখনই ঐশ্বর্য্য বলে নিষ্কৃতি পাইব না। দুষ্কর্ম্ম করিয়া পিতার নিকট মুখ দেখাইতে যদি লজ্জা বোধ হয়, তবে আমি সেই পরম পিতাকে কেমন করিয়া পাপমুখ দেখাইব” এই অধমেরা তাহা একবার স্বপ্নেও চিন্তা করেনা। ঈশ্বরের অস্তিত্বেই অবিশ্বাস করে। পাপকার্য্য কালেও তাঁহাকে মনে পড়েনা। তাহা পড়িলে তাহারা সে কার্য্য করিবে কেন? এই অধমেরা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্র; পূর্ব্ব পুণ্যবলে উচ্চপদে আরোহণ করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্য গুণে তাহার মূলে আঘাত করে। আপনার গম্য পথে আপনি কণ্টক প্রদান করে। শীতল হইবার বাসনায় প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে। স্বর্গ বোধে নরকে আবাস নির্ম্মাণ করে। সুধাবোধে হলাহল ভক্ষণ করে। পর পীড়নকেই বীরত্ব বিবেচনা করিয়া থাকে।

একদিন দ্বিপ্রহর সময়ে ভুজেন্দ্র বাবু ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া আপনার অবস্থা, লীলার অবস্থা প্রদ্যোতের পরিণাম, শ্যামাপদর কার্য্য, ঐশ্বর্য্যের বিষময় ভাব, সংসারের অসারতা, স্বার্থপরতার ভয়ঙ্কর কাণ্ড, মনুষ্য সমাজের গুণাগুণ, এই সকল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ণে বাজিল

"ভগিনী লীলা তোমার অদৃষ্টে এই ছিল" শুনিয়া চকিত হইলেন, সত্বর সেই স্থানে গমন করিয়া গোলাপীকে দেখিয়া আকাশের চন্দ্র হস্তে পাইলেন। আর কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন গোলাপ! আমার লীলা কোথায়? গোলাপী রোদন করিতে করিতে কহিল মহাশয়! আপনার বিচ্ছেদে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। আমি কাশীধামে গমন করিয়া ছিলাম। গয়া প্রদেশে বিরজা নদীতটে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কাহার মুখে আপনার বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই নদীতটে আমার হস্তে প্রভাকে এই উইলখানি দিতে কহিয়া অতর্কিত ভাবে এইরূপে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। এই বলিয়া উইল খানি ভুজেন্দ্রবাবুর হস্তে দিল। ভুজেন্দ্রবাবু সমস্ত শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া বহুবিধ বিলাপ করিলেন। এইরূপে সেই দিন গত হইলে পরদিন গোলাপী তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া কিঞ্চিৎ ফলজল ভক্ষণ করাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিল। ভুজেন্দ্র বাবু গোলাপীর অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া আহারে বসিলেন এবং গোলাপীদত্ত, বিষফল নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। গোলাপীর উপর নানাবিধ সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংসারের অসারতা ধ্যান করিয়া, মনের ভাব মনে রাখিয়া নীরবে থাকিলেন ক্রমশঃ বিষ সংযোগে অচৈতন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। গোলাপী স্বকার্য্য সাধন হইল দেখিয়া উইলখানি গ্রহণ করতঃ প্রদ্যোতের অনুসন্ধানে গমন করিল।

অষ্টম-পরিচ্ছেদ।

এদিকে যুবরাজ শিবদর্শনে যাইতে যাইতে এক নবপ্রসূতা প্রকৃতির সুকুমার সুতকে সন্দর্শন করিলেন। নবকুমার সন্দর্শনে যুবরাজের মনে

স্বীয় নবকুমারের শোকোদয় হইল। তখন তিনি একেবারে শোক মোহের বশবর্ত্তী হইয়া কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন হায়! পুত্রমুখ দর্শনের সাধ, আমার এজন্মের মত ফুরাইয়াছে। আর কি আমি পুত্রের কোমলকমল মুখ দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিব, আর কি আমি সুকুমার কুমারকে বক্ষে করিয়া অঙ্গ শীতল করিতে পারিব, আমি যখন প্রিয়পুত্রকে অরণ্য প্রান্তে পরি- ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি তখন আমার সে আশা, দুরাশামাত্র; হায়! বহুবিধ ভীষণ জন্তুমণ্ডলীর মধ্যে পুত্রধন প্রাণে প্রাণে জীবিত থাকিবে আমি এমনকিপুণ্য করিয়াছি, অরণ্যমধ্যে নিশ্চয়ই প্রিয়পুত্রের বিনাশ হইয়াছে। তাহার সন্দেহ নাই। হা পুত্র! হা প্রিয়তম! হা প্রাণেরপ্রাণ! আমি, কি মহাপাপ করিয়া ছিলাম যে, তোমাহেন ধনে বঞ্চিত হইলাম। রে দারুণবিধি! এ তোর্ কর্ত্তব্যনয়, রে হৃদয়! তুই বিদীর্ণ হ, আর কতদুঃখ ভার সহ্য করিবি? হায়! আমার কি হইল, আমি কি করিব, কোথায় যাইব, এক্ষণে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। জগৎ শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি। যুবরাজ এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত হইল। শোকাশ্রুজলে কণ্ঠরোধ হইল। নিকটস্থ জনগণ অপরিচিত যুবার বিলাপ বাক্যে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিল। এবং এই সময়ে তথায় কয়েকজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবরাজ সন্ন্যাসী গণের চরণে প্রণত হইলেন। সন্ন্যাসীগণও তাঁহাকে আলিঙ্গনে সন্তুষ্ট করিয়া উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন হে সাধো, আপনি শোক মোহের বশীভূত হইয়া এই রূপ বিলাপ করিতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, সংসার মায়াময়; ময়ামোহের বশীভূত হইয়া পরমেশ হইতে দূরে অবস্থান করিলে চরমে পরম পদ লাভ হয় না। আপনি কি নিমিত্ত সেই সংসার মায়ায় বশীভূত

হইয়েছেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি ইহারা প্রত্যেকেই এক একটী সুদৃঢ় মায়া রজ্জু স্বরূপ ; ইহাতে একবার পদ বন্ধন হইলে আর উঠিবার যো থাকেনা। আপনি কেন রজ্জুবদ্ধ হইয়া আপনার পরম পথে বিচরণে অসমর্থ হন? আর যদি স্বজনের মৃত্যুই আপনার শোকের কারণ হয়, সেজন্য শোক করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয় কারণ এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকাই জীবের বিকৃত ধর্ম্ম এবং মৃত্যুই জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ; এই মরণ ধর্ম্মশীল পঞ্চভূতাত্মা দেহ, কালে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইবেই হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি আমাদিগকে ইহ লোকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি যখন আহ্বান করিবেন, তখন আমাদিগকে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, ঐশ্বর্য্য সমস্তইপরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ শরীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে, কেহই সঙ্গে গমন করিবেনা কেবল কর্ম্মাকর্ম্ম জনিত ধর্ম্মাধর্ম্মই সহগামী হইবে। এবং সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার কর্ত্তা পরম ব্রহ্ম, বিচারান্তে, প্রভু যথা কর্ম্মানুসারে ভৃত্যকে তিরস্কার বা পুরস্কার দেন, তথা তিনি আমাদিগকে তিরস্কার (দণ্ডবিধান) বা পুরস্কার (নিত্যসুখ) প্রদান করিবেন। তবে কেন আপনি ধর্ম্মার্জ্জনে বিমুখ হইয়া শোক মোহের বশীভূত হইতেছেন? গাত্রোত্থান করুন। যুবরাজ সন্ন্যাসীগণের বাক্যেসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তাকরিলেন ; আমি ইহাঁদের সমভিব্যাহারী হইয়া দ্বাদশবর্ষ নানাতীর্থ ভ্রমণে নিজপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিব। অতএব ইহাঁদের সমভি-ব্যাহারী হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই রূপ চিন্তাকরিয়া তাঁহাদিগের সহচর হইলেন এবং উৎসাহের সহিত শিবদর্শন সম্পন্ন করিয়া সন্ন্যাসীগণ সহ তথাহইতে প্রস্থান করিলেন।

এ-দিকে প্রদ্যোত কুমার সোমবতীতে আগমন করিতে করিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক বৃক্ষমূলে পতিত হওত নানাবিধ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে তথায় রামশরণ দেব আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। ক্ষণকাল প্রদ্যোতকে দর্শন করিয়া পরে সবেগে ধাবিত হইলেন। এবং বাহুযুগলে বদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন বাপ প্রদ্যোত! জীবন ধন! তুমি কি আমার জীবিত হইয়াছ? কোন্ দয়াময়দেব তোমায় বাঁচাইল? এই বলিয়া আনন্দাশ্রুজলে প্রদ্যোতকে অভিষিক্ত করিলেন। প্রদ্যোত বহুদিনের পর রামশরণ দেবের দর্শন পাইয়া হা দেবভুজেন্দ্র! হা দেবিলীলা! বলিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। রামশরণ কহিলেন প্রদ্যোত! রোদন সম্বরণ কর, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে এক্ষণে শত্রুদমনে সচেষ্ট হও। কাপুরুষের ন্যায় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিও না। চল আমরা পুষ্প পুরেই গমন করি; সোমবতীর অপর নাম পুষ্পপুর এই বলিয়া উভয়ে তথায় চলিয়াগেলেন।

কিছুদিন পরে পুষ্পপুরে উপনীত হইলেন। তারানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল সংবাদ অবগত হইলেন। আশা ভরসা সকল ফুরাইল। প্রদ্যোত মনোদুঃখে রোদন করিয়া ফেলিলেন। পরে রামশরণ দেব কহিলেন প্রদ্যোত! আমার পুনরাগমন কাল পর্য্যন্ত তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর; আমি স্বকার্য্যে চলিলাম; আর যদি এতদিন গত হয়, তবে অমুকস্থানে যাইও, তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে, এই বলিয়া রামশরণ দেব প্রস্থান করিলেন। প্রদ্যোত আপাততঃ রাজধানীতেই রহিয়া গেলেন। পরে প্রদ্যোত-কুমার, রামশরণ দেবের আজ্ঞানুসারে রাজধানীতে নির্দ্দিষ্ট দিনগত করিয়া পরে-তন্নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

অপরদিকে যুবরাজ উক্তরূপে কিছু দিন ভ্রমণ করিতে করিতে মনো-নয়নের প্রীতিপ্রদ সহ্য পর্ব্বতের শোভা সন্দর্শন করিয়া রত্ন গিরিতে উপস্থিত হইলেন। প্রীতপ্রদ রত্ন গিরি, সমুদ্রকূলে অবস্থিত; ইহাতে আরোহণ করিলে বিশালবারিধির বৃহদায়তন তরঙ্গমালা অনায়াসে লক্ষিতহয়। অপর, রত্নগিরিজাত বিকাশপ্রাপ্ত বিবিধবন

পুষ্পের মধুর সৌরভে গিরির সকল ভাগই আমোদিত করিতেছে। বিবিধ বিহঙ্গের কলরবে দিগ্বিভাগ শব্দিত হইতেছে। সুমধুর রসস্ফীত ফলভরে অবনত বন পাদপ সমূহ পর্ব্বত হৃদয়ে শোভা পাইতেছে। নব যোগী এবম্ভূতসুখভূমি সম্প্রাপ্তে সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহতে কিছু দিন অবস্থিতি করিবার মানস করিলেন। সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীগণ, যুবরাজকে আহ্বান করিয়া কহিলেন। হে নব সন্ন্যাসিন্! আমরা এক রমণীয় স্থান প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে চলুন ঐ পর্ব্বতের অধিপতি "মহাকাল" নামক মহেশ্বরের চরণারবিন্দ দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করি, এই বলিয়া সকলে মহাকালের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধানে পূজাদি সম্পন্ন করিয়া বাসার্থ একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। এই সময়ে যুবরাজ মনে মনে চিন্তা করিলেন; এই যোগীগণের কৃপায় আমি যোগসাধনে একরূপ পারগ হইয়াছি, এই স্থলটী যোগ সাধনের অতি উপযুক্ত স্থল এবং অমাবস্যা নিশিও আগতপ্রায় হইয়াছে। আগামী অমাবস্যা নিশিতে আমি স্ত্রীপুত্রের নিমিত্ত যোগসাধন করিব। দেখি যোগবলে কতদূর অবগত হইতে পারি। যুবরাজ মনে মনে এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া রহিলেন। ক্রমে অমাবস্যা নিশি আগতা হইল। তখন অভিনব যোগীবেশধারী যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহ যোগীগণ সমভিব্যাহারে, মহাকালের অনতিদূরে ক্রোশৈক বিস্তীর্ণ এক শ্মশান ভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন। গাঢ়তর তিমির বসন পরিধানা অমাবস্যা নিশি, যতই অধিক হইতে লাগিল, ততই জনগণ মনশঙ্কাদায়িনী ভয়ঙ্করীবেশভূষা ধারণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ গগণমার্গে নিবিড় নীলবর্ণ ঘনঘটা অবির্ভূত হইয়া ঘোরতর গভীর-গর্জ্জনে সর্ব্বশরীর চকিত ও কম্পিত করিয়া শ্রবণযুগল বধির করিতে লাগিল। সচঞ্চলা ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব হইয়া দর্শনইন্দ্রিয়ের ব্যাঘাত জন্মাইয়া তাহাকে এক প্রকার অন্ধ

করিয়া তুলিল এবং সর্ব্বাবয়ব ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইতে লাগিল, আর অবিশ্রান্ত বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। দশদিকগামী প্রবলতর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভাবে, শ্মশান ভূমিস্থিত শমীবৃক্ষ সকল সাঁই সাঁই শব্দ করিতে লাগিল। সিমুল শাখা সকল মড়্ মড়্ চড়্ চড়্ শব্দে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তালিবনের মর্ম্মর থর থর্ শব্দ ভয়াবহ হইয়া কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। অঙ্গার রাশি করকার ন্যায় দিগ্ দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বহুক্ষণের পর প্রকৃতি শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। নবযোগীও এক নূতন শ্মশান অন্বেষণে উৎসাহের সহিত গমন করিতে করিতে বিদ্যুদালোকে নানাবিধ, অদৃষ্টচরও অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার অস্পষ্ট রূপে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন কোন স্থানে স্ফীতগলিত এবং দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ শবরাশি পতিত রহিয়াছে এবং রাশি রাশি মুড়ির ন্যায় কীট সকল তাল তাল হইয়া পচামাংসে বিজ্ বিজ্ করিতেছে। মাংস লোলুপ শিবাকুল, কাহারও পদে, কাহারও হস্তে, কাহার মুখে, কাহার উদরে তীক্ষ্ণ দন্ত বিনিবেশিত করিয়া চড় চড় শব্দে মাংস ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতেছে। এবং মধ্যে মধ্যে বিবাদ করিয়া নখামুখ সহায় করত ঘোতর যুদ্ধ করিতেছে। কোন স্থানে অধরওষ্ঠ রহিত, সদন্ত কেশ সম্বলিত বিকটাকার শবমস্তক সকল পতিত রহিয়াছে। কোন স্থানে বক্ষ, কোন স্থানে পদ, কোন স্থানে হস্ত, কোন স্থানে কঙ্কালাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। কোন স্থানে অর্দ্ধদগ্ধ অস্থিসম্বলিতঅঙ্গাররাশি রাশীকৃত মৃদঙ্গারের ন্যায় পতিত রহিয়াছে। কোন স্থানে আলেয়াগ্নি ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্জ্বলিত ও ক্ষণেক্ষণে নির্ব্বাপিত হইতেছে। কোন স্থানে কবন্ধসকল উর্দ্ধবাহু হইয়া পদভরে মেদিনী বিকম্পিত করিয়া নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে, পিশাচপিশাচীসকল শবমস্তক লইয়া লোফালুফি করিতেছে। কোন স্থানে ভূত, প্রেত, দক্ষ, দানা সকল একত্রিত

হইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করত যাহার যাহা অভিরুচি হইতেছে সে তাহাই করিতেছে। কোন স্থানে প্রেত সকল, নরকপালেকুণ্ডল, অন্ত্রেমালা এবং হস্তপদাদি গ্রথিত করিয়া মেখলা প্রস্তুত করত শোণিতবর্ষী চর্ম্মের সহিত পরিধান করিয়া মনুষ্যরক্ত ভক্ষণ করিতে করিতে বিকট হাস্য করিতেছে। কোন স্থানে বালক বৃন্দের ক্রন্দনের ন্যায় এক প্রকার ক্রন্দন শুনা যাইতেছে। কোন স্থানে বহুসংখ্যক খদ্যোতিকা একত্র হইয়া বায়ুপ্রভাবে গোলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃক্ষাদিতে ও ভূতলে পতিত হইতেছে। কোন স্থানে জলরাশির সট্ সট্ শব্দ শুনা যাইতেছে। কোন স্থানে তুল্য ব্যবসায়ী যোগিগণ যোগসাধন করিতেছেন। এবং ভূত প্রেতাদি তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে ধূম্রপানযন্ত্র, অর্দ্ধদগ্ধবংশ, এবং মলিন ও ছিন্ন উপাধান পতিত রহিয়াছে।

নৃপতি এবম্ভূত সময়েও নবশ্মশান অন্বেষণে ক্ষান্ত না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত পিতৃকাননস্থ নবশ্মশান অন্বেষণ করিয়া যোগসাধনে উপবিষ্ট হইলেন। যোগশেষে আকাশ বাণী হইল "মহারাজ! যোগে ক্ষান্ত হইয়া দ্বাদশবর্ষ তীর্থ ভ্রমণের পর, সেই সরোবরে গমন করুন, আপনার পতিব্রতা মহিষী তিলোত্তমা ও প্রিয়পুত্র কুশলে আছেন, তজ্জন্য যোগসাধন করিতে হইবেনা"। উপেন্দ্রসিংহ এই শ্রুতিমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন এবং সমাধি ভঙ্গ করিয়া, যোগিগণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোক্ত স্থানে প্রস্থান করিলেন। আর সেই ঘোরা ভয়ঙ্করী রজনী, মহারাজ চলিয়া গেলেন আর আমার থাকিবার, আবশ্যকতা কি এই বলিয়াই যেন প্রভাত পরায়ণা হইল। ক্রমে দিবাকর উদিত হইল। নব যোগী স্নানান্তে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া সহচরগণ সহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিনান্তে ভাগীরথী তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন কল্লোলিনী কলস্বরে

প্রবাহিত হইতেছে। নিবিড় নিচুলমালা উভয়তট পরিশোভিত করিয়া নদী গর্ভে পতিত হওত চমৎকার শোভা সম্পন্ন করিয়াছে। হংস সারস প্রভৃতি জলচরপক্ষিগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। নদীহৃদয়ে অবস্থিত দ্বীপখণ্ড সকল, শিশির বিন্দুজালে জড়িত হরিৎ তৃণ সকলে আবৃত হইয়া অন্তঃকরণের আনন্দ সম্পাদন করিতেছে। আলোহিত নশ্বর বালপল্লবে ভূষিত মহীরুহ সকল নিচুল পার্শ্বে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া, যেন পরমেশ্বরের অপার মহিমানুধ্যানে আসক্ত হইয়া নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছে। তিনি তথায় একদিবস অবস্থান করিলেন। পরদিবস তাপ্তীনদী অতিক্রম করত ক্রমে নর্ম্মদাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তথায় বাসনাতীত সুখসম্ভোগ করিয়া সোমনাথদেব দর্শন করত নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে বিন্ধ্য শিখরে আরোহণ করিলেন। বিন্ধ্য গিরি পরম রমণীয় ভূধর। ইহার কোন স্থানে কিন্নর কিন্নরীগণ গানবাদ্য করিতেছে। কোনস্থানে অনবরত আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইতেছে। কোন-স্থানে ইন্দ্রিয় সকলের অনুকূল ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। কোন-স্থানে ময়ূর ময়ূরীগণ কেকারবে নৃত্য করিতেছে। কোনস্থান, অসংখ্য কোকিলকুলের কুহুরবে শব্দিত হইতেছে। কোনস্থান ওষধি কুলের মনোহারিণী জ্যোতিঃ পরম্পরায় আলোকিত হইতেছে। যুবরাজ বিন্ধ্য গিরি পরিভ্রমণান্তর যমুনাকূলে উপস্থিত হইলেন। অত্রস্থলের সৌন্দর্য্য অবলোকানান্তর ক্রমান্বয়ে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে যুবরাজের শরীর অতিশয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। নানা বিধ ক্লেশে দেখিতে দেখিতে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীগণ আর অপেক্ষা করিতে নাপারিয়া যে যাহার গন্তব্যপথে গমন করিলেন। যুবরাজ নিতান্তই নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। একে

রোগের যন্ত্রণা, তাহাতে আবার নিকটে কেহ নাথাকায় শুশ্রূষার অভাব, এ-অবস্থায় যুবরাজ প্রাণের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি পাইল; শয্যাগত হইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। মুখে জলদেয় এমন লোক নাই। এমন সময় সেই নবীন যুবক নিকটে আসিয়া কহিলেন মহাশয়! আমি অল্প-দিন হইল বৃন্দাবনে আসয়াছি, সে-দিন বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে আপনাকে দেখিলাম; কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আলাপ করিতে পারি নাই। আমার এই পরিচারিণী মায়াকে আপনার অবস্থান স্থান জানিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনাকে দেখিতে আসি-য়াছি। আপনার এ-কি অবস্থা ঘটিয়াছে? এই বলিয়া সত্বর চিকিৎসার উপায় করিলেন। সঙ্গে মায়া ও শান্তি নামে দুইটী পরিচারিণী আসিয়াছিল, তাহারা সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। যুবরাজ, নবীন যুবার নিঃস্বার্থ পরোপকারে তাঁহার নিতান্তই পক্ষপাতী হইয়া মনে মনে কত প্রশংসাই করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন-মহাশয়! আপনি আমায় আবার কিনিলেন। আমি এজন্মে আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবনা। যদি বাঁচিয়া বাটী যাইতে পারি, আর যদি কখন আপনি পুষ্পপুরাধি-পতির ভবনে উপস্থিত হয়েন, তবে ইহার প্রত্যুপকার করিব; নচেৎ জন্ম জন্ম আপনার এই উপকার শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিলাম। নবীনযুবা কহিলেন মহাশয়! আমি আপনার নিকট হইতে অন্য উপকার কিছুই চাহিনা; তবে একমাত্র ভিক্ষা এই, যদি সেবাতে কোন ত্রুটি হয়, দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।

ক্রমে যুবরাজের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, বাঁচিবার আর কোন আশা রহিল না। যুবরাজ প্রলাপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন-তিলোত্তমে! আর তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলনা। শিশুপুত্র! তুমি কেন এ-পামরের ঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে?

কিরণবালে! আপনি এ-পামরকে ক্ষমা করুন; আমি আপ-নাকে যেমন প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলাম তেমনই তৎপ্রতিফল পাইলাম। আমি উদ্দেশে আপনার চরণে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। অবস্থা দেখিয়া নবীন-যুবক কাঁদিয়া ফেলিলেন। এবং শান্তি সঙ্গিনীকে কহিলেন মায়া, কোথায়? বাহিরে গিয়াছে; এক বার ডাক; ডাকি; বলিয়া যেমন বাহিরে আসিল অমনি মায়াপ্রভৃতিকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত পদে গৃহে আসিয়া নবীনযুবার কানে কানে কি বলিল। শুনিয়া নবীনযুবা যুবরাজের শিয়রে বসিয়া মস্তকে হস্তাবর্ত্তন করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মায়া এবং অপর এক ব্যক্তি তথায় আসিলেন। নবাগত ব্যক্তি, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী; তিনি আসিয়া যুবরাজের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং চারি পাঁচ দিনের মধ্যে-যুবরাজকে আরোগ্য করিয়া জানিনা কিজন্য-নবীন যুবাকে প্রণয়-কোপে তিরস্কার করিয়া কোথায় প্রস্থান করিলেন। তৎপরে নবীন যুবাও প্রস্থান করিলেন। কিছু দিনপরে যুবরাজ বৃন্দাবন অতিক্রম করিয়া উত্তরাস্যে গমন করিতে করিতে বহুদিনের পর কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। কাশ্মীর দেশের জলবায়ুর চমৎকারিত্ব দর্শন করিয়া, যুবরাজ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। এবং-তথায় কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়া, যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণের কার্য্য কলাপ দর্শনান্তর হরিদ্বার পার হইয়া, সুর-তরঙ্গিণীর উৎপত্তি স্থান নয়নগোচর করত শিবদর্শনার্থ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন।

গিয়া দেখিলেন শশিশেখরের বাসশৈল অত্যাশ্চর্য্য শোভায় শোভিত হইয়া জনগণের মনো হরণ করিতেছে। বারমাস বসন্ত ঋতু বিরাজিত, সুতরাং বিলাস দ্রব্যের অভাব নাই। বসন্ত পালিত সমস্ত জন্তুই অধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে। সরস বসন্ত হেতু সকলেই মিথুন ভাব অবলম্বন করিয়াছে। আর এক বিশেষ গুণ এই যে,

এখানে শোক নাই, দুঃখ নাই, বিবাদ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, কেবল অনবরত আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। উপেন্দ্রসিংহ এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে শশিশেখরের উপাসনার স্থলে উপস্থিত হইলেন। উপেন্দ্রসিংহ যোগস্থলস্থ, কলকণ্ঠ কোকিলকলাপকে, মধুলোলুপ মধুপমালাকে, নগবিহারী বিবিধ বিহঙ্গমকুলকে, কেকাভাষী কলাপিচয়কে এবং অষ্টমূর্ত্তির অনুচর যোগিগণকে ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীকে তপস্যায় নীরত দেখিয়া, মহেশ্বরের মহাপরাক্রমের বিলক্ষণ পরিচয় পাইলেন। যুবরাজ অতিভক্তি সহযোগে পুষ্পোপাহারে মহাযোগী মহেশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করিয়া তথা হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং বহুবাসরান্তে, কমলকুমুদসমাকীর্ণ মনো-নয়নের অলৌকিক প্রীতিপ্রদ মানস সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ তথায় থাকিয়া কথঞ্চিৎ সুখ সম্ভোগ করত মহান্ উৎসাহের সহিত হিমালয় অতিক্রম করিয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন। যুবরাজ অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণকারী প্রজাপালক, সর্ব্বগুণাকর দাশরথির কার্য্যাবলি আলোচনা করণান্তর মনেরদুঃখ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া, দেখিতে দেখিতে প্রয়াগ তীর্থে উপস্থিত হইলেন। প্রয়াগ পরম পুণ্যতীর্থ; এখানে গঙ্গা যমুনা একত্রিত হইয়া অলৌকিক শোভা সম্পন্ন করিতেছে এই সঙ্গম স্থলে যে ব্যক্তি স্নান দান করে, তাহার নিশ্চই অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। যুবরাজ বিস্ময় বিকশিত নেত্রে সঙ্গম স্থল অব-লোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যেন নীলকান্ত মণিহারের সহিত সূর্য্যকান্ত মণি হার একত্রিত হইয়াছে। তদনন্তর স্নানদানে পবিত্র হইয়া পরিতুষ্টচিত্তে কাশী দর্শন করিয়া প্রস্থানপরায়ণ হইলেন এবং বহুদিন পরে মহানদী পারানন্তর পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। ত্রিতাপতারণ পুরুষোত্তম জগদেক বাঞ্ছনীয় দেবতা;

এখানে জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক সকল একত্রে মহান্ সমাদরে ও ভক্তিযোগসহকারে পুরুষোত্তমের প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে এবং আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া অপার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। যুবরাজ পুরুষোত্তমে দুই একদিন থাকিতে না থাকিতে এইবার লইয়া পঞ্চম বার পীড়িত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই——এই পাঁচ বারই শান্তি এবং মায়া সহচরী সেই নবীন যুবক তাঁহার সেবাদি করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। যুবরাজ এই অদ্ভুত ব্যাপারের কিছুই অবধারণ করিতে নাপারিয়া একদিন অকস্মাৎ গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলিপুটে নবীন যুবার সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া পরক্ষণেই চরণতলে পতিত হইয়া কাতর বচনে কহিলেন আপনি আমায় পঞ্চমবার ক্রয়করিলেন। এক্ষণে আজ্ঞা করুন এ-দাস কি আদেশ পালন করিবে। যুবক তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন আর কিছুই না, যে রমণী হইতে আপনার এই দশার সংঘটন হইয়াছে, প্রতিজ্ঞা করুন স্বহস্তে তাহার বিনাশ করিবেন। যুবরাজ কহিলেন তিনি, সরলা, মিষ্টভাষিণী, পরোপকারিণী, আমি জন্মে জন্মেও তাঁহার সেই সেই মধুময় ভাব ভুলিতে পারিবনা; আপনি ইহা ভিন্ন অন্য আদেশ করুন। আমা হইতে এ-কাজ কখনই হইবেনা। যদি আপনার অনিষ্ট করা উচিত হয়, তবে তাঁহারও অনিষ্ট করিতে-পারিব। যুবক শুনিয়া নীরব হইলেন। এবং যুবরাজকে করস্পর্শ, আলিঙ্গন, পরে প্রণাম দিয়া সত্বর তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন।

এ-দিকে প্রদ্যোতকুমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কাশীতে আসিয়া শ্রবণ করিলেন রামশরণদেব অদ্য কয়েক দিন হইল পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার শূন্যকুটীর পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া সরোদনে তথা হইতে জগন্নাথে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া যুবক যে দিন যুবরাজকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন তথায় উপস্থিত হইলেন,

ক্ষণকাল অনিমেষ নয়নে উপেন্দ্র সিংহকে দর্শন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আপনার জয় হউক; উপেন্দ্র সিংহ, মৃত প্রদ্যোতকে নিকটে পাইয়া সবলে আলিঙ্গন দিলেন। এবং উভয়ে উভয়ের সমস্ত বিবরণ বিশদরূপে অবগত হইলেন। তৎপরে যুবরাজ কহিলেন, প্রদ্যোত নানাবিধ কারণে আমার অন্তঃকরণ অতীব কাতর হইয়াছে। আর ক্ষণকাল বাঁচিতে বাসনা নাই। এতচ্ছ্রবণে প্রদ্যোত কহিলেন হে রাজন! যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান উদ্‌যোগ, তিতিক্ষা এবং ধর্ম্ম সাহায্যে অর্থ হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন, যিনি ঈশ্বর পরায়ণ, সত্‌ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, পাপ-বিমুখ, ক্রোধাদি যাঁহাকে অর্থ হইতে আকৃষ্ট করিতে পারেনা, যাঁহার কার্য্য ফলানুমেয়, গ্রীষ্মাদি ঋতু, সমৃদ্ধি বা অসমৃদ্ধি, যাঁহার কার্য্য ব্যাঘাত করিতে পারেনা, যিনি তত্ত্বজ্ঞ, সুন্দর শ্রোতা, অচপল, আপৎকালে স্থির, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু, সময়জ্ঞ, ঐশ্বর্য্যে অনুদ্ধত, মানে অনতি হৃষ্ট, অপমানে অসন্তপ্ত, যিনি তার্কিক, লোক বার্ত্তাজ্ঞ, যিনি সাধুগণের মর্য্যাদা ভঙ্গ করেন না, যিনি অর্থ বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভেও অনুদ্ধত তিনিই পণ্ডিত; যে, পণ্ডিতাভিমানী, নিঃস্ব, ধনাভিমানী, মিত্রদ্রোহী, স্বার্থপর, হিংস্র, চপল, পরমন্দকারী, সেই মূঢ়; ইহারা উন্নতি সোপানে আ-রোহণ করিতে অসক্ত; কটুবাক্যপরিহার এবং অসাধুর অনাদর দ্বারা লোকে যশস্বী হইয়া থাকে। নির্ধনের অভিলাষ ও অনীশ্বরের ক্রোধ, এ-দুইটীই মনের কলঙ্ক স্বরূপ; গৃহস্থ হইয়া নিষ্কর্ম্মা এবং ভিক্ষুক হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠায়ী এ-দুইজনই প্রশংসার অযোগ্য; ক্ষমাশীল প্রভু, দানশীল দুঃখী, সকলের পূজ্য; অদাতা ধনী, অভিমানী দরিদ্র, অপাত্রে দান, পাত্রে অনাদর, বিড়ম্বনা মধ্যে গণ্য; পরিব্রাজক ও সংগ্রাম হতবীর ইহাঁরা পরম পূজ্য; হে রাজন্! পরধন হরণ, বন্ধু বর্জ্জন, পরদারগমন অতি ভয়ানক পাপ; অল্প বুদ্ধি, অলস, দীর্ঘ সূত্র, স্তাবক লোকের সহবাস পতনের হেতু; হে রাজন্! আপনি

বৃদ্ধজ্ঞাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র বন্ধু, নিঃসন্তান ভগিনী ইহাঁদিগের ভরণ পোষণের ভার লইবেন।

হে নৃপতে! ঐশ্বর্য্য কামীর নিদ্রাদি ছয় দোষ পরিত্যাগ করা নিতান্ত উচিত। সর্ব্বদা সত্য দানাদি ছয়গুণের শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য; যিনি বৃদ্ধি ক্ষয় দণ্ডাদি নির্ণয়ে অসমর্থ, তিনি রাজার অযোগ্য; অবিনয় অচলা রাজলক্ষ্মীকেও নষ্ট করে। বৃদ্ধকাল, কৌমারকান্তির ন্যায়, যথেচ্ছাচার রাজাকে নষ্ট করে। মৎস্য আমিষাচ্ছাদিত লৌহবড়িশ গ্রাস করে বটে কিন্তু পরিণাম বন্ধন একবারও মনে করে না। গ্রাসের অনুপযুক্ত বস্তু ভোগে রাজারও ঐ দশাঘটে। অপক্ক ফল ভক্ষণে রসলাভ হয়না, প্রত্যুত বীজ নষ্ট হইয়া যায়। ভ্রমর পুষ্পের অনিষ্ট না করিয়া মধু পান করে। মালাকার অঙ্গারকারের ন্যায় বৃক্ষের মূলোৎপাটন করে না, গ্রহণীয় কুসুম মাত্র চয়ন করিয়া মালা গ্রন্থন করে। বিজ্ঞনৃপতি, যে কার্য্যে পুরুষকার নষ্ট হয় সে কার্য্য করেন না। পুরুষকার দ্বারা রাজ্য, সত্য দ্বারা ধর্ম্ম, যোগ দ্বারা বিদ্যা, মার্জ্জন দ্বারা কান্তি, সদাচার দ্বারা কুল, তত্ত্বাবধান দ্বারা গোধন এবং কুৎসিত পরিচ্ছদ দ্বারা স্ত্রীগণ সুরক্ষিত হইয়া থাকে। হে রাজন্ যিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতাত্মা, শত্রুন্তপ, সমীক্ষ্যকারী, রাজলক্ষ্মী তাঁহারই ভোগ্যা হইয়া থাকেন। আপনি কদাচ পাপীর সহবাস করিবেন না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেরূপ সরস কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, পাপী সেইরূপ নিষ্পাপীকে দগ্ধ করিয়া থাকে। অপ্রমাদ, অনলস, ধৈর্য্য, উৎসাহ এবং সাহস, লোককে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। সকল সময়, সকলের পক্ষে সমান যায়না। নিত্য পরিবর্ত্তনই জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; যদিও আপনি সময়ধর্ম্মে ঘোরতর কষ্টে পতিত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু আবার আপনার অদৃষ্ট চক্র ফিরিবে, আবার আপনি রাজসিংহাসনে আসীন হইবেন। তবে কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে

হইবে। রাজন্! কার্য্যের পূর্ব্বে মন্ত্রণা! মন্ত্রণার পূর্ব্বে বিবেচনা, বিবেচনার পূর্ব্বে কামনা, কামনার পূর্ব্বে ধ্যান আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি এইরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে কখন কার্য্য হানি নিবন্ধন দুঃখপায় না। বিপদে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে ক্ষমা, সভাতে বাক্ পটুতা, যশে অভিরুচি, শ্রবণমাত্র সীম-ব্যসন, ইহা মহাত্মাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ; সমুদ্র তরঙ্গ নাবিককে, বিপদ গৃহীকে, শাস্ত্রালোচনা পণ্ডিতকে, আদর শিশুকে, গর্ভ রমণীকে, বিশেষ উৎসাহিতই করিয়া থাকে। জল তৃষ্ণার্ত্তের, অগ্নি শীতার্ত্তের, অর্থ দরিদ্রের, স্বামী পত্নীর, দাতা দীনের উপকার ভিন্ন অপকার করেন না। আলোক অন্ধকারের মহিমা প্রকাশ করে। নিমগ্নব্যক্তি সন্তরণের মহাত্ম্য অবগত আছে। ভোগী ব্যক্তিই ভোগ্য বস্তুর আস্বাদন জানে। রোগী না হইলে রোগের যন্ত্রণা জানা যায় না।

হে রাজন! যখন আপনায় এবং আমায় একত্রিত হইয়াছি, তখন উভয়েরই কার্য্য সাধন হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা; কারণ বহুবৃক্ষ প্রবল বাত্যানিবারণে সমর্থ; তৃণগুচ্ছ গুণ প্রাপ্ত হইলে মত্তহস্তী বন্ধনে পারগ হয়, অগ্নি অংশু একত্রিত হইলেই প্রবলজ্বালা বিকিরণ করে, জলকণা একত্র হইয়া ঘোরতর ঘনঘটা উৎপন্ন করে, সেই ঘনাবলি, বিদ্যুৎ বজ্রাগ্নিতে ক্ষনকাল মধ্যেই জগৎ-দগ্ধ করিতে পারগ হয়। হে রাজন! এইসকল কথা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য ধরুন, কালে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পরে যুবরাজ কহিলেন প্রদ্যোত! আমার সন্তান কি আমার গৃহেই সুখে আছে? আহা! ইহাপেক্ষা সুখের সংবাদ আর কি আছে? পিতা মহাশয় সুস্থশরীরে আছেন ইহাও সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সংবাদ! এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, সেই কল্যাণীর দয়ায় আমি আমার তিলোত্তমাকে পাইব। কল্যাণীর কথিত নির্দ্দিষ্ট সময়ও প্রায় গত হইতে চলিল, অতএব চল আমরা আমার অভিমত স্থানে গমন করি,

পশ্চাৎ তোমার কার্য্য করিব। এই বলিয়া উভয়ে সেই সরোবরোদ্দেশে গমন করিলেন।

তদনন্তর যাইতে যাইতে হেমন্তের ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন হেমন্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে। হেমন্ত প্রভাবে আকাশ মণ্ডল নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালে আচ্ছন্ন হইয়া হিমাংশুর নির্ম্মল কিরণজালকে মন্দীভূত করিয়াছে। জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্রদিগের আর তাদৃশ জ্যোতিঃ লক্ষিত হইতেছেনা। কলমা সকল পরিপক্ক হইয়া দীর্ঘাকারে শয়ন করিয়াছে। শুকশাবক সকল দিগ্ দিগন্তে প্রস্থান পর হইতেছে। কুমুদ কমলিনীর কুল হিমসেকে বিনষ্ট হইয়া ভ্রমরাবলিকে দারুণ দুঃখে পাতিত করিয়া স্ব স্ব স্বামীর তেজোহ্রাস করিতেছে। ভূষণ প্রিয়া অঙ্গনা সকল অলঙ্কার ধারণে সক্ষম হইতেছে না। ফণিনী সকল কুণ্ডলিত হইয়া বিবর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, পরিভ্রষ্ট মস্তক মণির পুনর্গ্রহণে যত্নবতী হইতেছেনা। ভেক সকল নিস্পন্দ ভাব অবলম্বন করিয়াছে। পৃথিবী মুগ, মটর, মাসকলাই প্রভৃতি বিবিধ শস্যে শোভিত হইয়াছে এবং শিশির বিন্দু সকল মুক্তাকলাপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হেমন্তের হস্তে পতিত হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে বাঞ্ছিত স্থানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে শীত ঋতু দেখাদিল। শীতের দুরন্ত প্রভাবে যুবরাজ অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলেন। উত্তরদিক্ হইতে শীতল বায়ু বহিতে লাগিল। সূর্য্যের তেজ হ্রাস হইয়াগেল। হ্রদ নদ নদী সকল বরফ রাশি দ্বারায় সমাচ্ছন্ন হইল। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি বন জন্তু সকল অভট গুহায় আশ্রয় লইল। মৃগ গবয় সকল যূথে যূথে প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। দম্পতীযুগল শয়নে শয়নে অনুপম সুখানুভব করিতে লাগিল। ধনিগণ বহুমূল্য বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিল। অকিঞ্চনের জানুভানু এবং কৃশানু ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। দুরাচারিণী লক্ষ্মী প্রিয়তমের গৃহে

অধিষ্ঠান হইয়া তাহার মত্ততার আধিক্য সাধন করিতে লাগিল। দরিদ্র কৃষকগণ বহুস্তব স্তুতি করিয়াও তাঁহাকে স্থিরা করিতে পারিল না। জনগণ দধি সংক্রান্তি সম্প্রাপ্তে আমোদআহ্লাদ আরম্ভ করিল। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গানবাদ্য আরম্ভ হইল। ক্রমে বসন্ত কাল উপস্থিত। নববধূর বিরল বাক্যের ন্যায় কোকিল বধূর দুই একটী কুহুরব শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল। মহীরুহ সকল প্রথমে নব পল্লবে, ক্রমে মুকুল জালে তৎপরে বিকশিত কুসুম নিকরে এবং অবশেষে ফল ভরে অবনত হইল। ভ্রমরাবলি. বিকশিত কুসুম নিকরের মধুপান করিয়া গুন্ গুন্ করত বসন্ত রাজের গুণগান করিতে লাগিল। দক্ষিণ দিক্ হইতে মলয় পবন সুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইল। যুবরাজ বসন্তের আগমনে হৃদয়ানন্দদায়িনী পতিব্রতা কামিনী তিলোত্তমার বিচ্ছেদে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করত সেই অরণ্যাভিমুখে আসিতে আসিতে কহিতে লাগিলেন, তীর্থভ্রমণে আমার দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়াছে। কল্যাণীর বাক্য সফল হউক; আমি প্রিয়তমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

নবম-পরিচ্ছেদ।

কিরণবালা।

একদিন গুরুদেব সত্যশীল কুশাসনে আসীন হইয়া কিরণের বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময় তথায় সন্ন্যাসিনী কিরণবালা আসিয়া উপস্থিত হওত গুরুপায় প্রণাম করিলেন। গুরুদেব কহিলেন তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল? কিরণ কহিলেন আপনি যাহার আশী-র্ব্বাদ কর্ত্তা তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে উপস্থিত অত্র স্থানের সমস্ত মঙ্গল? সত্যশীল কহিলেন হাঁ; কিরণ কহিলেন আপনি বলিতে পারেন সেই তীর্থশিলারসন্নিকটে, কে নগর নির্ম্মাণ

করিল? সত্যশীল আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিলেন। শুনিয়া কিরণ অত্যল্প হাস্য করিয়া কহিলেন গুরুদেব! আপনার অনুমতি হইলে আমি একবার মৃগলাঞ্ছনকে দেখিতে যাই। সত্যশীল কহিলেন প্রিয়পতির পুত্রকে দেখিতে যাইবে, তাহার আবার অনুমতির অপেক্ষা কি! আপনার সন্তান দেখিতে কে কোথায় কাহার অনুমতি গ্রহণ করে। তুমি এই ক্ষণেই যাইতে পার। শুনিয়া কিরণ নিজগৃহে গমন করিলেন।

কিরণ গৃহে আসিয়া আপনার অপূর্ব্ব সাজ সজ্জা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বেই সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেইবেশে তিলোত্তমার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন দিদি! আপনি আমায় কি চিনিতে পারিয়াছেন? আমি সেই কিরণ, আপনার চরণ সেবার দাসী, আজি বহুদিন পরে আপনার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। স্বামী মহাশয় কুশলে আছেন। সত্বর আসিয়া আপনার সহিত সঙ্গত হইবেন। আপনার দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে। কিন্তু আমার অনন্ত দুঃখ সমুদ্র সম্মুখে বিস্তৃত হইতেছে। তিলোত্তমা কিরণের সাক্ষাৎ পাইয়া সবলে আলিঙ্গন করিয়া কোলে বসাইলেন আর কহিলেন দিদি! এ—বয়সে তোমার এ-বেশ কেন? তুমি কি বিবাহিতাহইয়া গার্হস্থ আশ্রম বাসিনী হইবেনা? তোমার এ-অপূর্ব্ব রূপ রাশি কি বিফলে যাইবে? কিরণ কহিলেন দিদি! আমি যাঁহাকে বিবাহ করিব তিনি আমায় বিবাহ করিতে চাহেন না, বলেন আমি দুই স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে পারিব না। তিলোত্তমা কহিলেন তুমি কি বিবাহিত পাত্রে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ? তুমি যাহার সতীন হইবে সে ধন্যা!! কিন্তু সতীনের ব্যবহারে তুমি সুখিনী হইবে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে, তুমি আমার সতীন্ হও। কিরণ কহিলেন তবে আমি আপনার সতীন্ হইব, হইব কি হইলাম, না-তাও না; সতীন্ হইয়াছি।

তিলোত্তমা হাসিয়া কহিলেন-একবারে হইয়াছ? আজ্ঞা হাঁ আমি ত হইয়াছি-তিনি আমার নেবেন কি? তিলোত্তমা কহিলেন যাহাতে নেন্ তাহা আমি করিব।

কিরণ। পারিবেন কি?

তিলো। পারিব অবশ্য পারিব, আবার পারিব,

কিরণ। পারিবেন না, পারিবেন না, পারিবেন না।

তিল। হাঁ-কিরণ! রত্ন কেনা চায়?

কিরণ। রত্ন চায়, কাঁচ চায়না।

তিল। তুমি কি কাঁচ।

কিরণ। আপনার নিকটে—

তিল। হাসিয়া কিরণের দাড়ী নাড়িয়া দিলেন। পরে কিরণ মৃগপুরে যাইয়া মৃগলাঞ্ছনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মৃগলাঞ্ছন জননীকল্পা সন্ন্যাসিনীকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিমোহিত হইলেন। সন্ন্যাসিনী স্নেহভরে বালককে কোলে লইয়া মস্তকে হাত বুলাইয়া কত কি আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরে চলিলেন। তথায় গিয়া মূর্ত্তি দর্শনান্তে অবাক্ হইলেন ভাবিলেন দিদী তিলোত্তমা কি এখানে আসিয়া পুত্রের পূজা গ্রহণ করিতেছেন!! আ-মরি! মরি! কি চমৎকারই গঠন হইয়াছে। তৎপরে বালককে লইয়া পূজায় বসিলেন। পূজা শেষ হইল। সন্ন্যাসিনী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে ঘটিতে লাগিল। পরে এমন ঘটনা ঘটিল যে, সন্ন্যাসিনী সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া উঠিলেন। এবং মৃগলাঞ্ছন তাঁহাকে মাতৃভক্তি প্রদান করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী-সত্যশীল।

একদিন শোকার্ত্ত বৃদ্ধরাজা তারানাথ সিংহাসনে আসীন হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে আপাদপর্য্যন্ত

লম্বমান জটাভারে আক্রান্ত, শুভ্র এবং সুদীর্ঘ শ্মশ্রু সমন্বিত শ্বেতলোমে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, আজানুলম্বিতভুজযষ্টিদ্বারা পরিশোভিত, বিশালবক্ষ, পদ্ম পলাশাক্ষ, অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন, সৌম্যমূর্ত্তি দীর্ঘকায় মহাপুরুষ, বামকক্ষে কুশাসন ও কমণ্ডলু এবং দক্ষিণ হস্তে আষাঢ়যষ্টি ধারণ করিয়া, মৃদুগমনে সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধরাজা যেমন তেজোরাশিস্বরূপ মহাযোগীকে দর্শন করিলেন, অমনি সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে চরণ যুগল বন্দনা করিলেন। এবং অশ্রুজলে পাদপদ্ম যুগল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। তৎপরে পাদ্য অর্ঘ্য আনীত হইল। যোগিবর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া "হে ধার্ম্মিক প্রবর! আপনার মনোদুঃখ অন্তর্হিত হউক" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। তদনন্তর কক্ষ হইতে কুশাসন পাতিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং গম্ভীর বাক্যে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! আপনি প্রিয় পুত্রের বিরহে, বহুদিন হইতে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাবধি তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। আমি আপনার সেই মনোদুঃখ নিবারণ করিবার মানসেই অত্রস্থলে আগমন করিয়াছি। আর আপনার চিন্তা নাই, এক্ষণে সকল সংবাদ সুচারুরূপে বর্ণন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

তারানাথ আর্ত্ত স্বরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগি-লেন প্রভো! আমি কেবল আশায় আশায় জীবন ধারণ করিয়া আছি। নতুবা এতদিন পুত্র বিচ্ছেদে মানব লীলা সম্বরণ করিতাম তাহার সন্দেহ নাই। এই দেখুন পুত্র বিচ্ছেদে আমার অস্থি চর্ম্ম অব-শিষ্ট হইয়াছে। আর বাঁচিবার বাঞ্ছানাই। এক্ষণে প্রাণত্যাগ হইলেই পরিত্রাণ পাই। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন রাজন্! আপনার দুঃখের দিন গত হইয়াছে। আর শোককরিবার আবশ্যক নাই।

আপনি এই সপ্তাহ মধ্যেই পুত্র এবং পুত্রবধূর মুখ দর্শনে সমর্থ হইবেন। এই বলিয়া যাহা বলিবার তাহা বলিয়া সন্ন্যাসী আত্ম-পরিচয় না দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে পর, বৃদ্ধনৃপতি, এই বৃত্তান্ত মৃগলাঞ্ছনকে অবগত করাইলেন। মৃগলাঞ্ছন পিতৃ মাতৃ দর্শন লাভ করিব, এই মনের উল্লাসে ভাসমান হইয়া নানাবিধ সৎক্রিয়া করিতে লাগিলেন এবং এই আনন্দময়ীমূর্ত্তির প্রভাবেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল এই ভাবিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তর ভক্তি যোগ সহকারে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্যগণ দীন দরিদ্র অনাথ গণকে প্রচুর অর্থ দান করিতে লাগিল। এই রূপে ষষ্ঠ বাসর পূর্ণ হইয়া গেল এবং সপ্তম বাসর আগত হইল। মৃগলাঞ্ছন প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান দান করত বসন্তজাত নানাবিধ পুষ্প আহরণ করিয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তির পূজায় বসিলেন এবং বিবিধ কুসুমসহিত প্রফুল্ল নলিনী দলরাশি পদ-যুগে প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই কুসুম স্তূপের এবং ধূপধুনার গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর সুবাসিত হইল। স্থানে স্থানে বেদঅধ্যয়ন এবং ঈশ্বর-স্তব আরম্ভ হইল। ঈশ্বর বিষয়ক সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীতেরপ্রতিধ্বনি গগন-মার্গে উত্থিত হইতে লাগিল। "সুকুমারের জয় হউক জয় হউক" এই বাক্য সর্ব্বত্র হইতেই নির্গত হইতে লাগিল।

মৃগলাঞ্ছনপ্রদত্ত চন্দনাক্ত বিবিধ কুসুমে এবং নানা প্রকার নলিনীদলে আনন্দময়ী মূর্ত্তিরচরণযুগল সমাচ্ছাদিত হইল। মূর্ত্তি এক মনোহারিণী শোভায় সুশোভিতা হইলেন। মৃগলাঞ্ছন পুনঃ পুনঃ চন্দনাক্ত কমলদল শ্রীচরণে প্রদান করিয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সজল নয়নে গদ গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন মা! মাগো! এ-অধম সন্তানের প্রতি কৃপা কর মা! মা! আর আমি কতদিন জনকজননীর চরণ দর্শনে বঞ্চিত থাকিব মা! ; মা! আমি অতি অধম, অধন্য, নরাধম, নারকী ; তাহা না হইলে এবয়সে আমার এ-অবস্থা ঘটিবে কেন? আমার

এ-পাপ মুখ দর্শন করিয়াই তাঁহারা ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছেন। মা দয়াময়ি! আজি কি আমি পিতৃচরণ দর্শনে সমর্থ হইব? আজি কি আমি জননীর অভয় চরণ বিলোকনে আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিব? আজি কি আমি মা! মা! শব্দে আহ্বান করিয়া জননীর অভয়কোলে, শমনের অগম্যস্থল সেই অভয় কোলে, স্বর্গাপবর্গ বিনিন্দি সেই অভয় কোলে, আমার সেই চিরবাঞ্ছিত অভয় কোলে উঠিতে পাইব? মা! যদি আমার ভাগ্যক্রমে অচিন্তিতপূর্ব্ব সেই অবস্থা ঘটে; তবে জানিব, সে কেবল এই আপনার শ্রীচরণ প্রসাদেই ঘটিল। এই চরণ-কমলের অনির্ব্বচনীয় মহিমাতেই ঘটিল। মা! আমার চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যায়রে মা! আর কষ্ট সহ্য হয় না, প্রাণ কেমন করিতেছে, হৃদয় ভয়ানকরূপে আকুলিত হইতেছে, কোথায় যাইব, কি করিব, কিছুই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। মা! অভয়ে! ভয় হারিণি! মনের দুঃখ নিবারণ কর মা! এই বলিয়া পুনর্ব্বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাধুমধামের সহিত সায়ংকালীন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

এ-দিকে সপ্তম বাসরের মধ্যাহ্ন কালে একজন পরিচারিণী আসিয়া কিরণকে সংবাদ দিল ঠকুরাণি! গুরুদেব কহিলেন অদ্য সন্ধ্যার পর আপনার পতিমহাশয়, নিশ্চয়ই সেই তীর্থ শিলায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন। শুনিয়া কিরণবালা আনন্দে বিহ্বল হইয়া স্বকার্য্যে গমন করিলেন। অর্থাৎ তিলোত্তমার নিকট আসিয়া কহিলেন দিদি! আজি সন্ধ্যার পর আপনি স্বামি দর্শনে সমর্থ হইবেন। আসুন বেশভূষা সম্পন্ন করিয়া দিই। এই বলিয়া সেই প্রতিমার অনুরূপ করিয়া তিলোত্তমাকে সাজাইলেন। পরে মৃগলাঞ্ছনকে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন পুত্র!

আমি সন্ধ্যার সময় দেবী পূজায় যাইব, আমি পূজা না করিলে তোমার পিতৃ-মাতৃ দর্শন লাভ হইবেনা। আদেশ এই যেন দেবী গৃহে ও সেই স্থানে আজ্ঞাভিন্ন ব্যক্তি মাত্রে অবস্থান বা প্রবেশ করিতে নাপারে। মৃগলাঞ্ছন তাহাই হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। কিরণবালা, তিলোত্তমাকে পৃথক্ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া অতিসাবধানে সঙ্গে লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিলোত্তমা প্রতিমা দর্শন করিয়া কহিলেন দিদিকিরণ! আমার মূর্ত্তি এখানে স্থাপিত কেন? কিরণ কহিলেন কারণ আছে। এই বলিয়া সেই প্রতিমাকে শান্তি, এবং প্রায়ার সাহায্যে তথা হইতে উঠাইয়া মন্দিরের ভিত্তিস্থ সুধারংশুভ্র এক কবাট টানিয়া প্রতিমাকে তন্মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিলেন। কাহার সাধ্য আর মূর্ত্তির অনুসন্ধান পায়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন্দিরটীর ভিত্তির কিছু কারুকরী আছে। পরে তিলোত্তমাকে প্রতিমার স্থানে, প্রতিমার অবস্থান মত, দাঁড় করাইয়া তিলোত্তমাকে কহিলেনদিদি! আপনি নড়িবেননা, কথা কহিবেন না, ঠিক এইভাবেই থাকিবেন, তবে স্বামী পাইবেন। তিলোত্তমা কহিলেন তোমার যাহা ইচ্ছা; পরে কিরণ বালা রাশি রাশি পদ্ম প্রভৃতি পুষ্পদিয়া তিলোত্তমার চরণ যুগল আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। তিনি পাষাণবৎ দণ্ডায়মানা থাকিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

এদিকে যুবরাজ প্রদ্যোতের সহিত নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে মৃগপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অভিনব পুরীর মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে আনন্দময়ী-মূর্ত্তি দর্শনের বাসনায় অবিলম্বে রাজপুরীতে উপস্থিত হইয়া সরোবরতটে আশ্রয় গ্রহণ করত তাহার অলৌকিক শোভাদর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন। রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল নীলোৎপল কুমুদ সমূহে

সরোবর শোভিত হইয়াছে। প্রফুল্ল নলিনীরকুল যেন মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। সহস্র সহস্র মধুকর মধুপানে মত্ত হইয়া, কমল কলিকায় ঝঙ্কার দিতেছে। হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ, কেহ মৃণাল ভক্ষণ ও কেহ ক্রীড়া করিতেছে। খঞ্জন খঞ্জনী, পদ্মোপরি নৃত্য করিতেছে। যুবরাজ, মনোবিকার হেতু সরোবরের, ব্যাপার আর দর্শন করিতে না পারিয়া মন্দিরের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সেভাগেও বসন্তের প্রভাব অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন মন্দিরের চতুঃপার্শ্ব বিবিধ বিকশিত কুসুম নিকরে আচ্ছন্ন। তাহাদিগের সদগন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইতেছে। শত শত সহস্র সহস্র কোকিল রসাল মুকুলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া একেবারে কুহু কুহু শব্দ করিতেছে। যুবরাজ, প্রিয়াবিচ্ছেদজনিত মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া কিরণের আজ্ঞামত সন্ধ্যারপর মূর্ত্তি দর্শনে গাত্রোত্থান করিলেন।

এদিকে মায়াদাসী নানা কথায় প্রদ্যোতকে ভুলাইয়া বাহিরে লইয়া চলিল। এই সময় যুবরাজ মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বশক্তিমন্ পরমেশ! আর আমি কত কাল এযন্ত্রণা ভোগ করিব! এই বলিতে বলিতে গমন করিলেন। ও দিকে মৃগলাঞ্ছন গৃহ হইতে বাহির আসিতে ছিলেন পথি মধ্যে তাঁহার সহিত উপেন্দ্রসিংহের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া, পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়কে উভয় অবলোকন করিতে লাগিলেন। যুবরাজের মনে অপত্যস্নেহের এবং কুমারের মনে পিতৃভক্তির উদয় হইল। এই সময় যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহ কহিতে লাগিলেন হায়! আজি এ বালকের মুখকমল দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ এমন করিতেছে কেন? পুনঃ পুনঃ এই মুখশশী দর্শনের বাসনা বলবতী হইতেছে কেন? এ অপরিচিত বালককে হৃদয়ে ধারণ করিতে মন এত ব্যস্ত হইতেছে কেন?

ইহার বদন-কমলে শত শত চুম্বদিতে অন্তরাত্মা এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে কেন? ইহার প্রত্যেক অঙ্গই আজি আমাকে এত আনন্দ বিতরণ করিতেছে কেন? ইহার বচনাবলি শ্রবণ জন্য আজি আমার কর্ণ এত উৎসাহিত হইতেছে কেন? ইহার এই মনঃপ্রাণ বিমোহন অমৃতময় ভাবভঙ্গি আজি আমাকে এত বিমোহিত করিতেছ কেন? অন্তরাত্মা যেন বলিয়া দিতেছে এ-বালক তোমার পুত্র; হৃদয়ে করিয়া কৃতার্থ হও। এ-বালক কি আমার পুত্র!! হায়! পরের সন্তান দর্শনে, আজি আমার এত আনন্দ!! এ-যাহার পুত্র নাজানি সে ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কি অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিয়া থাকে। আমি নরাধম নারকী, আমার সে-সুখ এ-জন্মের মত কোন্ সুদূরদেশে পলায়ন করিয়াছে। এই সময় মৃগপালিত, যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহকে দর্শন করিয়া স্থির হইলেন। মনের সাধে সেই অভয়মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। শরীর নিস্পন্দ; মন চঞ্চল, নয়ন স্থির; একবার মনে করিতেছে, ইনিই আমার পরমারাধ্য পিতামহাশয়; আহা! কি সৌম্য মূর্ত্তি!! কি মধুময় ভাব! এই অভয়চরণ কি প্রিয়দর্শন!! অন্তরাত্মা তুমি সকলই জানিতে পার; নতুবা এত আনন্দিত হইতেছ কেন? আমি এখন কি করি; মন কহিতেছে—"মৃগলাঞ্ছন! ইনিই তোমার ভুবন বিখ্যাত পিতা-এক বার চরণ যুগলে পতিত হইয়া মনের দুঃখ জানাও, একবার চরণ ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া পবিত্র হও, যদি ভাগ্যক্রমে চরণ দর্শন পাইয়াছ তবে এক বার শ্রীপাদপদ্মে আত্মাকে "পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃত কৃতার্থ হও"। আমি এখন কি করি; ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়াইবা বাহিরে গমন করি। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া, গমনে অনিচ্ছা হইলেও মায়ার সহিত গমন করিলেন। কাজেই যুবরাজ উপেন্দ্রসিংহ কোশলাধিপতি রামচন্দ্রের এবং মহারাজ দুষ্মন্তের ন্যায় পুত্রজন্য অনুতাপ করনানন্তর কোন

হতে চিত্তের কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য সম্পাদন করিয়া প্রতিমা দর্শনে গমন করিলেন। ক্রমে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূর্ত্তির অতি নিকটে গিয়া যেমনআনন্দময়ীমূর্ত্তিরআপাদমস্তক দর্শন করিলেন, অমনি, মণি মাণিক্যাদি রত্ন সম্বলিত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত কলহংস লক্ষণ যুক্ত দুকূলধারিণী, অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না তিলোত্তমা, প্রিয়পতির যুগলকর ধারণ করিলেন। যুবরাজ স্মিতবিকশিত নেত্রে তাঁহার মুখাব লোকন করিয়া কহিলেন হা প্রাণাধিকে প্রিয়তমে তিলোত্তমে! আজি কি আমি তোমারদর্শন পাইলাম!! এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তিলোত্তমা যুগল করে স্বামীর যুগল কর ধারণ করিয়া এই যে প্রাণনাথ জীবিত হইয়াছেন! নাথ! অনুগতা কামিনীকে অশ্রুনীরে ভাসান ভবৎসদৃশ মহানুভবের কর্ত্তব্য নয়!! এই বলিয়া নয়নে নয়ন সংযত করিয়া স্থিরচক্ষে চাহিয়া রহিলেন। চারি চক্ষে দর দরিত প্রেমধারা বহিতে লাগিল। শরীরদ্বয় পুলকে পূর্ণিত হইল। যুগবদন সুধাকরে ঈষদ্ধাস্য প্রকাশ পাইল।

এই সময় সন্ন্যাসিনী কিরণবালা পুষ্পমাল্যে হস্ত চতুষ্টয় বন্ধন করত কহিতে লাগিলেন, স্বামিন্! হৃদয়েশ! প্রাণনাথ! দিদীর উপরে আপনার কত দূর ভাল বাসা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি আপনাকে বার বৎসর কাল অকথ্য কষ্ট প্রদান করিয়াছি। তৎসঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব সত্যশীল অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। নাথ! আপনি কি, আমায় এক্ষণে চিনিতে পারিয়াছেন? আমি সেই যুবক; জীবিতেশ্বর! আপনার সঙ্গিনী হইয়া সেই বারবৎসর কাল আমিও তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি। সেই ভয়ানক শ্মশান ভূমিতে আমিই আকাশ বাণীদ্বারা আপনাকে আশ্বস্ত করিয়াছি। নাথ! স্মরণ হয়? আপনি আমার পাঁচবারের কেনা ধন হইয়াছেন? এক্ষণে ভিক্ষা এই, এই চরণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ স্থান দিয়া দিদীর দাসীর কার্য্যে আমায় নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

দিদি! আপনি কহিয়াছিলেন তোমার মত সতীন আমি বড় ভালবাসি এক্ষণে চরণোপান্তে স্থান দিতে আজ্ঞা হয়। এই সকল কথা শুনিয়া উভয়ে বহুক্ষণ কিরণবালার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে যুবরাজ কহিলেন গুণশীলে! মদীয় জীবন রক্ষাকারিণি! আমি যত দিন জীবিত থাকিব ততদিন তোমার এই স্নেহময়ী মধুর মূর্ত্তি কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। আপনি আমার মস্তকভূষণ; এই সময়ে তিলোত্তমা কহিলেন নাথ! কিরণকে বিবাহ করিলে আমি সুখিনী হইব; যদি আমার প্রতি আপনার ভালবাসা থাকে, তবে কিরণকে বিবাহ করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। যুবরাজ কহিলেন প্রিয়ে! তোমার আমার মস্তকের উপর——; এদিকে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে — ও দিকে শান্তি "আনন্দময়ী মূর্ত্তি মানবী হইয়াছে" আনন্দময়ী মূর্ত্তি মানবী হইয়াছে। এই সংবাদ মৃগলাঞ্ছনকে প্রদান করিল। মৃগলাঞ্ছন এই অত্যদ্ভুত বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, দ্রুত-গমনে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া স্থির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিবেন। যুবরাজ সুকুমার কুমারকে পুনর্ব্বার অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নয়নানন্দবর্দ্ধন! তুমি কাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ কুল পবিত্র করিয়াছে? এবং তোমার জননীর নাম কি? মৃগলাঞ্ছন করযোড়ে বিনম্র বচনে নিবেদন করিলেন মহাশয়! আমি, সোম-বতী নাথ দয়ার সাগর যুবরাজ উপেন্দ্র সিংহের পুত্র আমার জননীর নাম তিলোত্তমা; এই কথা বলিবামাত্র উভয়ে, পুত্রকে বক্ষে করিয়া মুখ চুম্বন করত আনন্দাশ্রুজলে বালকের সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত করিতে লাগিলেন। পরে যুবরাজ কহিলেন প্রাণাধিক! প্রিয়পুত্র! জীবনের জীবন! আমিই তোমার হতভাগ্য পিতা উপেন্দ্রসিংহ, আর ইনিই তোমার সন্তান বৎসলা স্নেহময়ী জননী তিলোত্তমা, এই বলিয়া অতুল আনন্দনীরে ভাসমান হইলেন। তৎপরে তিন জনে মৃগলাঞ্ছনকে

লইয়া আনন্দে ভাসমান হইলেন। এইসময় তিলোত্তমা কহিলেন নাথ! কিরণের কথা, কি বলিতেছিলেন বলুন। এইরূপ কথোপকথনের সময় সেই স্থানে মায়া এবং প্রদ্যোত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর যুবরাজও কহিতে লাগিলেন তিলোত্তমে! ইহাঁকে আমি তোমার আমার মস্তকের উপর রাখিলাম। ইনি আমার পরম পূজনীয়া; আমি ইহাঁকে পুণ্যচক্ষে জ্যেষ্ঠসহোদরাধিক বলিয়া দেখিয়া থাকি। কিরণবালার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। যখন পুনর্ব্বার এই কথা শুনি-লেন, তখন দিদি! তুমিই ধন্যা! হা-নাথ! আমি চলিলাম বলিয়া যেমন বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন অমনি প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। যুবরাজ সভয়ে অঙ্কে শয়ন করাইলেন; তিলোত্তমা ব্যজন করিতে লাগিলেন। পরে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন কিরণ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় সত্যশীল গুরু-দেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল কথা শুনিলেন পরে কহিলেন—যুবরাজ! একার্য্য আপনার ন্যায় মহাত্মার উচিত হইল না। এই কিরণ আমার প্রিয়শিষ্যা; কন্যা অপেক্ষাও অধিক স্নেহের পাত্রী; মাতা অপেক্ষাও পূজনীয়া; আমি ইহাঁর জন্য অনেক অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি। আপনার চিকিৎসা, পুষ্পপুরে গমনাগমন, আপনার পিতার সহিত কথপোকথন, মৃগলাঞ্ছনের অনুসন্ধান প্রভৃতি সমস্ত করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম কিরণ আমার সুখিনী হইবে; আজি আমার সে আশা ভরসা সকল ফুরাইয়া গেল। আর আমি থাকি কেন এই বলিয়া সম্মুখস্থ সরোবের ঝম্প প্রদান করিলেন।

আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি এবারও মায়া এবং শান্তি পরিচারিণী সঙ্গে আসিয়া ছিল; তাহারা সাক্ষাতে কিরণবালাকে জীবন পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া উঠিল এবং মায়া সঙ্গিনী কহিতে লাগিল রাজন্! ধরাধিপ! আপনি সতী পতি-

ব্রতাকে পদদলিত করিয়া কি সর্ব্বনাশই না করিলেন? পরম পিতায় মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া কতশত জন্ম তপস্যা করিলেও পতিপ্রাণা রমণীর সহিত সঙ্গত হওয়া সকলের অদৃষ্টে ঘটেনা। আপনি সেই তপস্যার ধন অমূল্যরত্নকে আজি পদদলিত করিয়া বিলক্ষণরূপে পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিলেন। দেব! স্মরণ করিয়া দেখুন আমাদের রাজকুমারী রাক্ষসী নহেন, সাক্ষাৎ দয়ার মোহিনী মূর্ত্তি; বিগত দ্বাদশ বর্ষ কাল যুবকবেশে আপনার সহিত নিরন্তর দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। অন্তরে অন্তরে থাকিলেও আপনার এই চরণ কমল দর্শন না করিয়া কখনই অর্থাৎ কোন দিনই জলগ্রহণ করেন নাই। আপনিই ইহাঁর একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিলেন। চন্দনাক্ত পুষ্পদাম নিয়তই আপনার চরণ যুগলে উদ্দেশে প্রদান করিতেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানসোপচারে আপনারই পূজা করিতেন। আপনি যে দিন যেরূপ আহার করিতেন, এই স্বর্গীয়া দেবীও সেই দিন সেইরূপ আহার করিতেন; আপনার উপবাসে ইঁহার উপবাস; আপনার সুখে সুখ; আপনার দুঃখে ইহাঁর দুঃখ; অধিক কি আপনিই ইহাঁর একমাত্র গতি মুক্তি; মহারাজ! স্মরণ হয়? যখন সেই সেই স্থলে আপনি গুরুতর পীড়ায় পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন তখন কে আপনার পার্শ্ব দেশে বসিয়া নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আপনার আরোগ্য কামনা করিতেন? সে–এই স্বর্গীয়া দেবী; আপনি সর্ব্ব প্রথমে এই কুমারীর গৃহে বসিয়া যখন কুমারীকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন ইনি আমায় কহিয়াছিলেন মায়া! বিধাতা আমার অদৃষ্টে স্বামি সহবাসসুখ লেখেন নাই। আমার সকল আশা ভরসা ফুরাইল, আমার সুখ এজন্মের মত কোন্ সুদূর দেশে প্রস্থান করিল। আমি সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী হইয়া ইহাঁর সহিত ভ্রমণ করিব। আমি কহিলাম দেবি! তাহাতে কি ফল ফলিবে? তদুত্তরে কহিলেন দুইটী সুফল লাভ হইবে। একটী– দিদী তিলোত্তমার উপর স্বামী-

মহাশয়ের কতদূর ভাল বাসা আছে তাহা জানিতে পারিব; দ্বিতীয় এই দ্বাদশ বর্ষ কাল আমি অলক্ষিতে প্রাণনাথের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নিয়ত দর্শন এবং শুশ্রূষা করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিতে পাইব। পতি সেবাই নারীর পরম ধর্ম্ম; যদি আমি তাহাই করিতে পাইলাম, তবে না পাইলাম কি? পরে অন্য সুখ অদৃষ্টে থাকে হইবে, না থাকে, না হইবে, তজ্জন্য আমি দুঃখিতা নহি। মহারাজ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই নিবিড় বন মধ্যে যখন আপনারা বিপদ সমুদ্রে ভাসমান, তখন আপনাদিগকে কৌশলে এই মহাদেবীই রক্ষা করিয়াছিলেন। সপত্নী বলিয়া কখনই এই রাজবালা তিলোত্তমার প্রতি শত্রুতা ভাব প্রকাশ করেন নাই। এই আপনার কুমারকে নিজ কুমারের ন্যায় সর্ব্বদা পবিত্র এবং সতর্ক নয়নে দেখিয়া আসিয়াছেন। স্বপ্নেও মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কামনা করেন নাই। আপনি আজি সেই রাজ লক্ষ্মীকে অবহেলা করিয়া না জানি কি সর্ব্বনাশ করিলেন। হা ভগবন্ তুমি কি পুরুষহৃদয় পাষাণে নির্ম্মাণ করিয়াছ? তুমি কি নির্ব্বোধ পুরুষ জাতিকে শুভাশুভ বিবেচনার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ? হা দেবি! একবার গাত্রোত্থান করুন। এই আপনার মায়া চরণে ধরিয়া সরোদনে ভিক্ষা করিতেছে একবার স্নেহ ময় দৃষ্টি বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করুন। হায়! কি হইল! কোথায় যাইব ইত্যাদি করুণ বিলাপে রোদন করিতে লাগিল।

পরে মহারাজ উপেন্দ্র সিংহ যথাবিধি কিরণবালার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহার স্বর্ণ ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া মন্দির মধ্যে স্থাপন করিলেন। এবং রাশি রাশি পুষ্প আনিয়া চন্দনাক্ত করত ভক্তি ভাবে সর্ব্বাঙ্গ সাজাইয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন সরলে! দেবি! সুপবিত্রে! এ-নরাধম নারকী উপেন্দ্র সিংহের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে, মায়া মন্দিরগাত্রহইতে পূর্ব্বোক্ত তিলোত্তমামূর্ত্তি বাহির

করিয়া কিরণবালা মূর্ত্তির দক্ষিণে স্থাপন করাইল এবং সেই মূর্ত্তি গঠনের উদ্দেশ্য; মৃগলাঞ্ছনের অবস্থান; প্রভৃতিকীর্ত্তন করিয়া কহিল রাজন্! আমাদের সকল সুখ ফুরাইল। অতঃপর এই মূর্ত্তিদ্বয় এই মন্দির মধ্যে স্থাপিত হইয়া কুলবালাগণকে পতি ভক্তি এবং সতী ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে থাকুন। আপনার মঙ্গল হউক; আপনি রাজধানীতে গমন করুন। এই বলিয়া সঙ্গিনীদ্বয় সবেগে তথা হইতে কোথায় যে প্রস্থান করিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। তৎপরে যুবরাজ স্ত্রী পুত্র এবং প্রদ্যোত সমভিব্যাহারে নিজ রাজ্যে গমন করিয়া জনক-জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। এই রূপে কয়েক মাস অতীত হইয়া গেল। মধ্যে বৃদ্ধরাজা গতাসু হইলেন।

একাদশ-পরিচ্ছেদ।

কাশীধাম—প্রভাবতী।

গঙ্গাতট—শ্মশান ভূমি।

মা সুর-তরঙ্গিণি! মা ভীষ্মজননি! মা অভয়ে! এই তোমার অনাথিনী পাগলিনী বালিকা প্রভা, তোমার তটে আসিল। মা! একবার হতভাগিনীকে কোলে লইয়া অভয় দান করমা!; এক্ষণে তুমি ভিন্ন আর আমার ভয় হারিণী কেহ নাই মা!; মা! মা বলিয়া আর কাহার নিকট দাঁড়াইব মা!; মা! আমার মা নাই, বাপ নাই, পতি নাই, আত্মবন্ধু কেহ নাই। মা! আর আমি রোদন করিয়া কাহার নিকট মনের কষ্ট জানাইব মা!; মা অভয়ে! যখন মাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, যখন মা বলিয়া ডাকিতে বাসনা হয় তখনই তোমার কূলে আসিয়া, এই ভীষণ শ্মশান দর্শন করি, আর শোক দুঃখে ভীত হইয়া মা! মা! বলিয়া তোমায় আহ্বান করি; মা পতিত-পাবনি! আমি নিরাশ্রয়া পতিতা-পাতকিনী-দীনা; আমায় কোলে নে-মা!; মা! আমি তোমার অনাথিনী কন্যা; আমার এমন কি ধন আছে

মা! যাহা দিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব!; মা! কেবল এ-হতভাগিনীর নয়নের জল আছে, তাহা দিয়া তোমার রাঙা চরণ দুটী ধৌত করিব। ভক্তি আছে পূজা করিব; হস্ত আছে চরণ সেবিব; মা! দুঃখিনী দুহিতা বলিয়া দয়া কর মা!; মা! তোমার এই শ্বেতজল, এই উত্তাল তরঙ্গ নিচয়, এই ক্রীড়াপর জলচরগণ, এই শ্রেণীবদ্ধ মনোহর পাদপাবলি, এই নীল নভস্থল, এই মনোনয়নের প্রীতিপ্রদ রক্তবর্ণ দিবাকর, এই রক্তরাগে রঞ্জিতসন্ধ্যারমণী; এই আনন্দোন্মত্ত নানাবিধ স্থলচর প্রাণিগণ, এই সারি সারি তরণী শ্রেণী, এই স্বভাবের মনোহর শোভা, কিছুতেই যে আমার মনের সন্তাপ হরণ করিতে পারিতেছে না মা!; মা! আমার তুল্য পাতকিনী জগতে অতি বিরল; তাহা না হইলে এ-বালিকা বয়সে বিধবা হইব কেন মা!; মা! তোমার এই তটস্থ শ্মশান ভূমিতে কবে আমার এদেহ ভস্মীভূত হইবে মা!; জননি! ভগবান্ সর্ব্বভুক্ অগ্ন কয়েক দিন হইল শুষ্ককাষ্ঠ সংযোগে আমার পিতামাতাকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, মা! ঐ সেই ভীষণ শ্মশান; ঐ সেইসকল অঙ্গারস্তূপ; ঐ সেই সকল দগ্ধ অস্থিরাশি; হায়! হায়! আমার আশা ভরশা যাহা ছিল, তাহার কি এই পরিণাম হইল!! আমি স্নেহের পূর্ণা মূর্ত্তি পিতা মহাশয়কে দগ্ধ করিয়াছি; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা আনন্দময়ী জননীকে ভস্ম করিয়াছি। আমার প্রদ্যোতেরও এইরূপপরিণাম হইয়াছে। দেবাধিক ভাশুর মহাশয় চরণে ঠেলিয়াছেন। আমার আরাধ্য দেবতা দিদী লীলা আমার নয়নের অন্তরাল করিয়াছেন। আর আমার সংসারে মায়া কিসের? বাঁচিতে বাসনা কেন? যাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, তাহার বাঁচিতে বাসনা কেন? যাহার জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মধ্যে গণ্য, তাহার বাঁচিতে বাসনা কেন? যাহার প্রদ্যোত নাই তাহার বাঁচিতে বাসনা কেন? দগ্ধ হৃদয় বিদীর্ণ হও, প্রাণ বহির্গত হও, আমি সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই। এই

বলিয়া সজোরে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে সরোদনে গৃহাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। কয়েকদিন এই ভাবেই গেল। তদনন্তর ধনাদি যাহাছিল তাহা দানাদি করিয়া মনের দুঃখে নানা তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদিন ভগবান্ ভাস্কর অস্তগামী হইলে, এবং পৃথিবী গাঢ়-তর অন্ধকারে আবৃত হইলে, আর প্রাণী সকল যে যাহার আশ্রয়ে আশ্রয় লইলে, কয়েক জন দস্যু স্বকার্য্য সাধন করিয়া গ্রাম হইতে বহির্গত হইল। প্রধানের নাম চৈতমল; চৈতমলের অকার্য্য কিছুই নাই। নিরন্তর পর সর্ব্বনাশ সাধনই ইহার প্রিয়ব্রত; চৈতমল গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া যেমন প্রান্তরে পড়িল অমনি প্রভাবতীকে দেখিতে পাইয়া স্থির হইল। বিপথে পতিতা বালিকা প্রভাবতী সাক্ষাৎ শমন সদৃশ চৈতমলকে দর্শন করিয়া মৃত প্রায় হইলেন। সঙ্গে কেহ নাই। চৈতমলের নিকটে আলোক জ্বালিবার উপায় ছিল, সে তৎক্ষণাৎ আলোক জ্বালিয়া কহিল কে-তুমি? কোথায় যাইবে? এই অন্ধকার, তাহাতে তুমি যুবতী এবং সুন্দরী, কোথায় যাইবে? প্রভা কহিলেন আমি দুঃখিনী সন্ন্যাসিনী এই গ্রামে যাইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পথ দেখাইয়া দেন, আমি বড় ভীত হইয়াছি। শুনিয়া চৈতমল ক্ষণ কাল কি ভাবিল; পরক্ষণেই কহিল আইস আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া আলোক নির্ব্বাণ করিল এবং কিয়দ্দূর সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গিয়া অকস্মাৎ বস্ত্রদ্বারা মুখ বন্ধন করত কয়েকজনে ধরাধরি করিয়া নিজ আবাস স্থানে লইয়া চলিল।

এই দুর্দ্দান্ত দস্যু চৈতমলের আবাস গৃহ গ্রামের বহু অন্তরে এক নিবিড় বনমধ্যে অবস্থিত; দিবাভাগে গমন করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। বিশেষ তথায় দস্যু ভয় থাকায় কোন কালে কেহ গমন করে না। সে বনমধ্যে এক অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড সৌধালয়

আছে। কাল মহাত্ম্যে তাহার অধিকাংশ গৃহ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সর্প, বৃশ্চিক, নকুল, ভাম, শৃগাল প্রভৃতি জন্তু বর্গের অভাব নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল সৌধহৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের আধিপত্যের পরিচয় দিতেছে। চূর্ণীকৃত ইষ্টক, স্খলিত চূর্ণরাশি, পতিত কড়ি বরগা, হেলিত ভিত্তি, অর্দ্ধভগ্ন দ্বি-তল ত্রি-তলগৃহ প্রভৃতি ভীষণতম হইয়া বিরাজমান আছে। চৈতমল তাহার মধ্যস্থ কোন একটী গৃহে প্রভাকে রাখিয়া মুখের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল এবং কহিল যদি গোল কর তবে তোমার রক্ষা থাকিবে না। এই অবসরে অন্য একসহচর একটী দীপ জ্বালিয়া আনিল। তাহার ক্ষীণা-লোকে প্রভাবতী গৃহের চতুর্দ্দিক দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর গৃহের ভয়ঙ্কর দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া প্রভাবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতমল সেই গৃহে চাবিবন্ধ করিয়া আমোদের অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ জন্য সহচরগণসহ কিয়ৎক্ষণের জন্য কোথায় প্রস্থান করিল।

প্রভাবতী এক্ষণে একাকী হইয়া ভাবিবার অনেকটা অবকাশ পাইলেন এবং আপনাপনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন প্রদ্যোত! প্রাণ নাথ প্রদ্যোত! তুমি কোথায় আছ, এই সময় একবার এখানে আসিয়া দর্শন কর, তোমার প্রভা কি বিপদ সমুদ্রে ভাসমান; নাথ! তুমি আমায় "প্রাণের ভয়ে ভীত" এমন মনে করিওনা। প্রদ্যোত! আমার এ দেহে, প্রাণে ও মনেতে তুমিই অদ্বিতীয় অধীশ্বর; তোমার বস্তু নষ্ট করিতে মনে বড় ভয় হইতেছে। লোকে আমায় বিধবাবলে বলুক, কিন্তু আমি আমায় বিধবা বলিনা; হৃদয় আমায় বিধবা বলেনা; আত্মা আমায় বিধবা বলেনা, তোমার ভাল বাসা আমায় বিধবা বলেনা। তুমি জীবিত আছ। আমি সেই আশায় বনে বনে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে তোমার অনুসন্ধান করিতেছি। কিন্তু আর তাহা হইলনা। আমার সময় ফুরাইয়া

আসিয়াছে। আমি মরিতে কাতর বা ভীত নহি। মরিবার সময়ে মরিব, তোমার আদরের ধন, মনের গৌরব; আত্মার সম্ভ্রম; আনন্দের হেতু; স্পর্দ্ধার অহঙ্কার, আমার এ-সতীত্ব; তাহা আমি পবিত্র অবস্থায় রাখিয়া মরিবার সময়ে মরিব; বস্ত্রমধ্যে ভয়হারিণী প্রিয় সঙ্গিনী ছুরিকা আছে—ভয় কি? মরিবার সময়ে মরিব; কাহার সাধ্য আমার এ-পবিত্র অঙ্গে মসী ঢালিয়া দেয়!! স্ত্রীজাতির পরম ধন সতীত্ব; তুমি বিদ্যমানই থাক আর নাই থাক; আমি তাহা পবিত্র অবস্থায় রাখিব; আমার উপর তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি বিশ্বাসঘাতিনী পাপিনী হইবনা। নাথ! আমাদের উপাধি অবলা; তাহা বলিয়া এ-অবস্থায় নহে। এখন আমি বিলক্ষণ বল-শালিনী; যতক্ষণ আমার নিকট এই শাণিত ছুরিকা আছে ততক্ষণ আমি বিশেষ বলশালিনী; এই রূপ চিন্তা করিতেছেন আর চতুর্দ্দিকে চাহিতেছেন, অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন গৃহের দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে, কবাট বন্ধ, কিন্তু চাবি নাই। উত্থিত হইলেন, কবাট ধরিয়া টান দিলেন, সহসা খুলিয়া গেল। প্রজ্ঞা তদ্দ্বারা পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে আসিলেন, ক্রমে তথা হইতে অন্য গৃহে গেলেন। এই রূপে এক ভগ্ন গৃহ পাইয়া, ভগ্ন স্থান দিয়া তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। এবং সমস্ত শর্ব্বরী গমন করিতে করিতে অতি প্রত্যূষে এক গ্রামস্থ কোন গৃহস্থের গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত পাইয়া; গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

হরিপদ বাবু।

গৃহস্থের নাম হরিপদ; তাঁহার স্ত্রীর নাম বিরাজমোহিনী; হরিপদ বাবু সুসভ্য এবং বিদ্বান্; তাঁহার স্ত্রীও বিলক্ষণ গুণবতী;

তিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া খিড়্কী-পুষ্করিণীতে যাইতে ছিলেন পথিমধ্যে প্রভার সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং তিনি কে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভা সবিশেষ সমস্ত পরিচয় দিলেন। বিরাজ-মোহিনীর চক্ষে জল আসিল, সঙ্গে লইয়া ত্রিতলে আরোহণ করিলেন। একটী সজ্জিত প্রকোষ্ঠের উৎকৃষ্ট শয্যায় প্রভাকে বসাইলেন। এবং বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহার চিত্তের অনেকটা স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে বিরাজ সমস্ত ঘটনা স্বামীকে শুনাইলেন। তিনি শুনিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন। এবং প্রভার গৃহে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। দেখিয়া দুঃখে খেদে হর্ষে নানাপ্রকার মুখভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন বিরাজ! সাবধানে প্রভার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এই তরুণ-তাপসী, সামান্যা নহেন। হরিপদবাবু আপনার জয় হউক; আপনিই সাধু পুরুষ; অদ্য হইতে আপনার স্মরণার্থ প্রভার নাম "তরুণ-তাপসী" থাকিল। হরিপদ বাবু এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভা তথায় মনের সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ-দিকে দস্যুগণ তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন সন্ধান না পাইয়া ক্ষান্ত হইল।

যিনি যতই ধৈর্য্যশীল ও জ্ঞানী হউন না কেন, কার্য্যকালে তাঁহার সে ধৈর্য্য ও জ্ঞান প্রায় প্রকৃতাবস্থায় থাকেনা। অত্যুজ্জ্বল রূপ শোভায় সুশোভিতা পঙ্কজ-নয়নার দৃষ্টি বিশিখাতে; সেই জ্ঞান ও ধৈর্য্য খর স্রোতেঃ তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। কালে প্রভাবতীর স্বভাব চঞ্চল নয়নযুগলের চটুলতা দর্শন করিয়া হরিপদ বাবুর মন, কেমন এক প্রকার হইয়াগেল। সংসারের কোন কার্য্যই আর ভাল লাগিল না। দিন দিন মনের সুখ কোথায় পলায়ন করিল। মন-বন কোন এক অলক্ষ্য অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিলেন এ-কি! পরকীয়া ললনার প্রতি এরূপ ব্যবহার অতি

অন্যায়; পাপচক্ষু! তুমি পাপে পরিপূর্ণ হইতেছ কেন? হৃদয়! ধৈর্য্য ধর; মন শান্ত হও; জীবন থাকিতে আমি তোমার পাপ বাসনা পূর্ণ করিতে দিবনা। প্রভা সাক্ষাৎ কমলা; তাঁহার প্রতি পাপ-দৃষ্টি কেন? পবিত্র ভাবে তাঁহাকে ভক্তি কর; তাঁহার দুঃখ হরণের চেষ্টা কর; তাঁহার পবিত্র চরণ ধুলি;—সতী পতি-ব্রতার পবিত্র চরণ ধুলি সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন কর; দুষ্কৃতির ক্ষয় হউক; পরকালে সুগতি লাভের পবিত্র—পথ প্রকাশিত হউক; এইরূপে আপনাকে আপনি উপদেশ দিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত ধৈর্য্য ধরিলেন। কিন্তু দিনে দিনে বিবর্ণ এবং কৃশ হইতে লাগিলেন। একদিন বিরাজমোহিনী পতির অবস্থাবলোকনে অতিশয় ভীত হইয়া কহিলেন নাথ! আপনার অবস্থা দর্শনে আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি; এ—অবস্থার কারণ কি? হরিপদ বাবু যথাযথ সমস্ত বর্ণন করিলেন এবং আপনার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথাও ব্যক্ত করিলেন।

বিরাজমোহিনী শ্রবণ করিয়া মনোদুঃখে হর্ষে কেমন একপ্রকার অবস্থায় অবস্থাপিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হরিপদ বাবু বহি-র্দ্দেশে গমন করিলেন। বিরাজ ধরাতলে উপবিষ্ট হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এমন সময় তথায় প্রভাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরাজকে ধ্যান পরায়ণদেখিয়া কাতর বাক্যে কহিলেন দিদি! আমার রক্ষাকর্ত্রী দিদি বিরাজ! আপনার এ-অবস্থা কেন? কি কারণে আপনি এই অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছেন? দিদি! যদি প্রভার প্রাণ দিলেও ইহার প্রতীকার বা উপকার হয়, তাহাও সে করিতে প্রস্তুত আছে। বিরাজ কহিলেন ভগিনী! আমি বড় গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াছি। আমার ধার্ম্মিক প্রবর স্বামীর চিন্তাতেই চিন্তাকুলা; বিধাতা যে অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন তাহা বলিতে পারিনা। প্রভা

কহিলেন দিদি! আমার ধর্ম্ম এবং প্রাণ রক্ষক হরিপদ বাবুর মঙ্গল হউক; আপনি তাঁহার অশুভ ভাবনা করিবেননা। আমার যদি পতি পদে ভক্তি থাকে তবে অবশ্যই আপনি সর্ব্ব সুখে সুখিনী হইবেন। প্রর্থনা এই কি কারণে তাঁহার অমঙ্গল চিন্তা করিতেছেন বলিয়া আমায় সুস্থির করুন। হরিপদ বাবু সরল, সুশীল, পবিত্র, উদার এবং পর দুঃখে কাতর; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক। বিরাজ কহিলেন দিদি প্রভা! সে বড় নিগূঢ় কথা; তোমার শুনিবার যোগ্য নহে; শুনিতে যত্ন করিওনা; পুনর্ব্বার প্রভা কহিলেন দিদি! তুমি আমায় না বল; আমি বলিব, এ—হত ভাগিনীই সেই মহাত্মার অসুখের কারণ; আমি ভগ-বানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার পবিত্র শরীরে যেন পাপস্পর্শ না হয়। দিদি! আর আমি এখানে থাকিব না, অদ্যই স্থানান্তরে গমন করিব। ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন। বিরাজ কহিলেন ভগিনি! আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবনা, তোমাকে রক্ষা করিতে যদি জীবন যায় তাহাও সহস্রগুণে প্রশংসনীয়; আমার স্বামী বড় ধৈর্য্যশীল; তাঁহা হইতে তোমার কোন ভয় নাই। তুমি নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান কর। প্রভা শুনিয়া নীরবে গৃহান্তরে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহা হইতে তাঁহার আশ্রয় দাতার মনঃকষ্ট হইবে ইহা চিন্তা করিয়া অলক্ষ্য ভাবে যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। হরিপদ বাবু তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান পাইলেননা।

দিনকর।

প্রভাবতী নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে এক পার্ব্বতীয় প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সুপথ পাইবার প্রত্যাশায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমশঃ নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। আবার বিপদে পতিত হইলাম বলিয়া কতই ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিতে দেখিতে তথায় কতকগুলি বন্যলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না তাকণ্যোত্থিত স্তনযুগলবতী পূর্ণযৌবনা প্রভাকে দর্শন করিয়া, বন্যভূপতিপুত্র দিনকরকে সংবাদ দিল। নবীন যুবা দিনকর প্রভাকে দর্শন করিয়া জ্ঞান হারাইল। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিবর্জ্জিত দিনকরের কথা দূরে থাকুক প্রভাকে দর্শন করিলে কত জ্ঞানীর জ্ঞান লোপ হইয়া যায়, তাহাতে দিনকর মূর্খ; হিতাহিত বিবেক শক্তি বিহীন; সতীর মহাত্ম্যজ্ঞানে অসমর্থ; সে কাহার বলে ধৈর্য্য ধরিবে? সম্মুখে ভীষণ সমুদ্র, তাহাতে পতিত তাহার মনরূপ তরণী; সমুদ্রের ঘোর ঘূর্ণন; তাহার উপর প্রবল বায়ু; তরণী অরিত্র শূন্য; তাহাতে আবার কর্ণধারের অস্তিত্বও নাই; এসকল অবস্থায় দিনকর কি করিয়া সে তরণী রক্ষা করে? তরণী সমুদ্রে ডুবিল। দিনকর আরও আকুল হইল। এবং ব্যস্ততার সহিত প্রভার পরিচয় চাহিল। পরিচয়ে অনাথিনী জানিয়া আরও আশা বাড়িল। বলপূর্ব্বক হস্তধারণ করিয়া নিজ যানে তুলিল। এবং স্বয়ং পদব্রজে প্রভাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিল। বাটী আসিয়া প্রভাকে রীতিমত সাবধানে রাখিল। এই রূপে কয়েক দিন গত হইলে প্রভাকে বিবাহ করিবার জন্য দিনকর নিজ অভিলাষ প্রকাশ করিল। বন্যরাজ-মহাবীররাও কহিল। আর কয়েক দিন পরেই আমাদের পৃথিবী পূজার দিন আসিল; এ-বৎসর নিতান্ত অজন্মা হইয়াছে। ভগবতীকে নররক্তে পূজা না করিলে আর শস্য

জন্মিবার আশা নাই। সেই নর বলিদান সম্পন্ন হইলে তৎপরে প্রভার সহিত তোমার বিবাহ দিব। দিনকর তাহাতেই ক্ষান্ত থাকিল।

মহারাজ! আপনি এখন এমন কথা বলিতে পারেন-এইত প্রভার মরিবার উপযুক্ত সময়; এখনও প্রভা মরিলেন না কেন? প্রাণের মায়া কি এতই হইল! এখনও প্রভা মরিতেছেন না কেন? এইত মরিবার উপযুক্ত সময়; এ-সময়েও প্রভা মরিতেছেন না কেন? জানিলাম লোকে সময়ে মরেনা। মরিবার সময়েও মরেনা। নির্ব্বোধ মনুষ্য মরিতে জানে না। সকলেই অসময়ে মরে, প্রভাও বুঝি অসময়ে মরিবেন? আমি বলি একথা ভুল; প্রভার মরিবার যথার্থ সময় হইয়াছে কি না, তাহা প্রভাই বলিতে পারেন। প্রভা, উপর্য্যু-পরি বিপদ পরম্পরায় পতিত হইয়া, সংসারের অনেক কল্ কৌশল অবগত হইয়াছিলেন। বিশেষ প্রিয় সঙ্গিনী ছুরিকা নিকটে থাকায় প্রভূত বলে বলশালিনী; "প্রভার পতি দর্শন লাভ হইবে" এই সংস্কার বদ্ধমূল হওয়ায় ক্ষণকালের জন্যও মরিতে ইচ্ছা করেন নাই। প্রভা এক্ষণে যুবতী; বালিকা নহেন; সে সময়, সে ভাব, সে-বুদ্ধি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে যুবতী জনোচিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতা, ব্যক্তি, সময় এবং কার্য্যাকার্য্যের গুণাগুণ নিরূপণের শক্তি বিশেষ রূপ জন্মিয়াছে। তিনি মুক্তিলাভ সঙ্কল্পে বন্যরমণীগণ সহ এমনই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, স্ত্রীগণ তাঁহার ভাব দেখিয়া "তিনি যে আর পলাইবেন না" তদ্বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইল।

পরন্তপ।

এদিকে পাপীয়সী গোলাপী ভুজেন্দ্র বাবুকে বিষফল ভক্ষণ করাইয়া গমন করিলে পর, পরন্তপ নামে জনৈক উদাসীন ঘটনাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংজ্ঞাহীন ভুজেন্দ্রকে দর্শন করিলেন। ইতস্ততঃ চিন্তাকুল চক্ষে দেখিতে দেখিতে নিকটে সেই বিষফলাংশ দেখিতে পাইলেন। ভদ্র জনোচিত ভুজেন্দ্র-দেহ দর্শনে সন্ন্যাসীর মন কেমন করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে আরও ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এক্ষণে আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া বনৌষধি সহায়ে ভুজেন্দ্রকে বাঁচাইয়া পরিচয় গ্রহণ করিলেন। ভুজেন্দ্র বাবু একে একে সবিশেষ সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। তৎপরে পরন্তপ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অভীপ্সিত স্থানে গমন করিলেন। পরন্তপের সহবাসে ভুজেন্দ্রের অনেক দিন গত হইয়া গেল। পরে ভুজেন্দ্র উদাসীনের অনুমতি লইয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। এবং ভ্রমিতে ভ্রমিতে পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশের বনভাগে পতিত হইলেন। বন্যরাজ নরবলি দানার্থ কয়েক দিন ধরিয়া একটী অপরিচিত মনুষ্যের অনুসন্ধান করিতেছিল, ঘটনাক্রমে বনমধ্যে ভুজেন্দ্রকে পাইয়া বদ্ধ করত স্ব ভবনে লইয়া আসিল।

দ্বাদশ-পরিচ্ছেদ।

প্রদ্যোত কুমার।

প্রদ্যোত কুমার মহারাজ উপেন্দ্র সিংহের আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া পুষ্পপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের প্রণয় এত প্রগাঢ় হইয়া দাঁড়াইল যে, ধর্ম্মে সাক্ষী রাখিয়া উভয়ে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমেই প্রদ্যোত রাজান্তঃপুরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ উপেন্দ্র সিংহের স্ত্রী তিলোত্তমা, স্বামীর মুখে প্রদ্যোতের কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহাকে সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রদ্যোতও তিলোত্তমাকে ধর্ম্ম চক্ষে জননীর ন্যায়, ভক্তি চক্ষে দেবীর ন্যায়, সাংসারিক চক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-পত্নীর ন্যায়, এবং ভাল বাসা চক্ষে প্রিয়ভগিনীর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। এবং সময়ে সময়ে সুযোগ ক্রমে এমনই মাতৃ ভক্তি প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন যে, তিলোত্তমা তাহার আচরণে বিমোহিত হইলেন। এইরূপে তথায় কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

দিন গত হইতে লাগিল বটে কিন্তু প্রদ্যোতের মনের কষ্ট অন্তর্হিত হইল না। বরং দিন দিন নবীভাবাপন্নই হইতে লাগিল। একদিন তিনি নির্জ্জন গৃহে বসিয়া মনে মনে আপনার সকল ঘটনার সবিশেষ সমস্ত বৃতান্ত আলোচনা করিতে করিতে কেমন এক প্রকার অধৈর্য্য হইয়া কহিতে লাগিলেন-দাদা! দাদা! দাদা ভুজেন্দ্র! আপনি কি সত্যসত্যই আপনার প্রদ্যোতকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? দাদা! আপনার প্রদ্যোত মরে নাই, তবে আপনি মরিলেন কেন? আমার জন্য প্রাণ দিয়া, দাদা! কি কুকর্ম্মই করিয়াছেন। প্রদ্যোত কি আপনার বিনাশের হেতু? দাদা! নিরাশ্রয় বাল্যকালে কি আমায় এই জন্যই রক্ষা করিয়াছিলেন? দাদা! দুগ্ধ দিয়া এ-কাল সর্পকে

পোষণ করা আপনার উচিত হয় নাই। আমার কষ্টে কষ্ট, সুখে সুখ এবং পীড়ায় পীড়া অনুভব করা আপনার কর্ত্তব্য হয় নাই। দাদা! প্রদ্যোত হইতে আপনার কি উপকার হইল? প্রদ্যোত আপনার জীবনাপহারী ঘোর নারকী; দাদা! আপনি আমায় কক্ষে বক্ষে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, পীড়া হইতে রক্ষা করিয়াছেন, পরে জ্ঞানধনে জ্ঞানী করিয়াছেন, যুদ্ধ বিদ্যায় অসার বীর পদবী দিয়াছেন, কিন্তু আমি আপনার কি করিলাম? জীবন নাশ করিলাম!! এ-হতভাগ্যকে বাল্যকালে লবণ দানে কেন নিপাত করেন নাই? আমার এ-জীবনে কি সুখোদয় হইল? যদি এ-হস্তদ্বারা সেই রাঙ্গা চরণ যুগলের সেবা করিতে না পাইলাম, যদি এ-হস্ত দ্বারা আপনার বিষ্ঠামুত্র-পরিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হইতে না পারিলাম, যদি আপনার আজ্ঞাবহ দাসানুদাস হইয়া এ দেহ ক্ষয় করিতে না পাইলাম, তবে আমার মুক্তির উপায় কি হইল? আমার অসার জন্মে ধিক্! দাদা! আপনি আমায় পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রদ্যোত যে আপনার সাক্ষাৎ শমন তাহাকি সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই? আর্য্যে! দেবি! জননি-উপমে! লীলা! মা! আমার মা! আপনি কোথায়? আপনার হতভাগ্য পুত্রকল্প প্রদ্যোত, মা! মা! বলিয়া আহ্বান করিতেছে একবার উত্তর দিয়া আমায় রক্ষাকরুন। দেবি! আপনি আমাদিগের অভাবে পাগলিনী হইয়া বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে, দুরন্ত রৌদ্রে, ভয়ানক অন্ধকারে, অনাহারে বিশুষ্ক কণ্ঠে ভ্রমণ করিয়া প্রাণ হারাইলেন? ইহা কি সহ্য হয়? দেবি! প্রদ্যোত বাঁচিয়া আছে। একবার আসিয়া আপনার প্রদ্যোতকে উত্তর দিয়া বাঁচান। মা! মা! মাগো! যাঁহার এমন উপযুক্ত সন্তান বর্ত্তমান, তাঁহার অনাহারে নিরাশ্রয়ে অপমৃত্যু!! আমাকে ধিক্! জননি! কেন আমার মলমুত্র পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন? দেবি! কেন আমায় দুগ্ধ প্রদান দ্বারা

রক্ষা করিয়া ছিলেন? এ-কাপুরুষকে বাঁচাইবার কি আবশ্যক ছিল? আমি নারকী, কোন্ নরক সঞ্চয় না করিয়াছি? হায়! অদৃষ্ট দোষে আমার উভয় কাল নষ্ট হইল। দাদা! দাদা! দাদা! ভুজেন্দ্র! আর্য্যে। আর্য্যে! দেবি লীলা! প্রদ্যোত যায়, আসিয়া রক্ষা করুন। হায় রে বিধাতঃ তোমার মনে এতই ছিল? এই বলিয়া বক্ষে সজোরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। অদূরে মহারাজ—উপেন্দ্র সিংহ উপস্থিত ছিলেন তিনি শব্দানুসারে গৃহ মধ্যে আগমন করিয়া প্রদ্যোতের অবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া বহুবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন।

এইরূপে তথায় কিছুদিন গত হইলে মহারাজ উপেন্দ্র সিংহ প্রদ্যোত কুমারকে সঙ্গে লইয়া বহু সৈন্যর সহিত লীলার অন্বেষণার্থ বহির্গত হইলেন। ক্রমশঃ নানাস্থান, নানা বন, নানা তীর্থ নানা ব্যাপার দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এ-দিকে লীলা দেবী যে স্থান হইতে "হা স্বামিন্ ভুজেন্দ্র!" এই শব্দে নদী জলে ঝম্প প্রদান করেন, সে স্থানে তরঙ্গিণী অতিশয় বক্রভাব অবলম্বন করিয়াছে। লীলার পশ্চাতে স্রোতের অনুকূল দিকে নদীতটে শিবশরণ নামে এক মহাপুরুষ কোন কার্য্যোদ্দেশে আসিয়া ছিলেন। তিনি জলের অতি নিকটে বসিয়া নীরবে তাহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিতে ছিলেন। "সম্মুখে স্ত্রী হত্যা হয়" ইহা দেখিতে অসমর্থ হইয়া আপনিও সঙ্গে সঙ্গে ঝম্প প্রদান করিলেন। পর ক্ষণেই জলে নিমগ্ন হইলেন, লীলাকে ধরিলেন। এবং বহুকষ্টের পর উভয়ে কূলে আসিলেন। লীলা মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর লীলার চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহাকে লইয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন! পরে লীলার পরিচয় গ্রহণে দারুণ দুঃখে দুঃখিত হইলেন। ক্রমশঃ যত দিন গত হইতে লাগিল ততই লীলা ক্ষীণ হইতে লাগিলেন,

দেখিয়া শিবশরণ দেব তাঁহাকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রিয় শিষ্যা শিবমোহিনীর নিকট রাখিয়া আসিলেন।

ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ।

বনেচর-গৃহ।

বন্যগণাধীশ্বর বহু অনুসন্ধান ও যত্নের পর ভুজেন্দ্রকে পাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইল। ভুজেন্দ্রবাবুকে গৃহে আনিয়া হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক এক গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। ক্রমশঃ অধীনস্থ বন্যগণ বলিদানার্থ মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে শুনিয়া ভুজেন্দ্রকে দলে দলে দেখিতে আসিতে লাগিল। মহাবীরের এক কন্যা আছে, নাম শীতলা; শীতলা কেবল নামে শীতলা নহে; রূপে গুণেও শীতলা; সাজসজ্জায় শীতলা; আচারব্যবহারে শীতলা; ইহার হাস্যজনক রূপলাবণ্য দর্শন করিলে হাস্য সম্বরণ করা বড় কঠিন ব্যাপার। মহারাজ! আপনি কখন না কখন এরূপ বন্য সুন্দরী দর্শন করিয়াছেন, এজন্য আমি শীতলার রতিবিনিন্দি-রূপরাশির বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকিলাম। এই শীতলার সহিত প্রভার বড় প্রণয়; প্রভা বাহ্যকার্য্যে তাহাকে অন্ধপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রভাবতী বন্যগণকে আনন্দোন্মত্ত দেখিয়া শীতলাকে কহিলেন ভগিনি! আজি এত আনন্দোৎসব কিসের? শীতলা কহিল প্রভা! নরবলি হইবে, তজ্জন্য নর আসিয়াছে, সেই হেতু এত আনন্দ; দেখিবে, চল, গিয়া দেখিয়া আসি, বলিয়া মাতার নিকট হইতে চাবি লইয়া প্রভাকে সঙ্গে করত তথায় গমন করিল। ভাগ্যক্রমে তথায় সেই কালে অন্য কোন লোকের কোন গোলযোগ ছিল না। দ্বার খুলিয়া উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রভা যে মাত্র ভুজেন্দ্র

বাবুকে দর্শন করিলেন অমনি কেমন এক প্রকার হইয়া গেলেন। জ্ঞান হত হইল; চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। ভুজেন্দ্রবাবু প্রভাকে দর্শন করিয়াবধি উদ্ভ্রান্ত চিত্তে কত কি ভাবিতে ছিলেন। দুঃখে শোকে হর্ষে নানাবিধ মুখভঙ্গি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী লজ্জাত্যাগকরত কিছু যেন বলিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিলেন কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে বিপদাশঙ্কা করিয়া মনের ভাব, মনের দুঃখ, মনের কথা মনেই রাখিয়া নীরবে থাকিলেন। নয়ন দুইটী হইতে দর দরিত ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া ভুজেন্দ্র বাবু অধৈর্য্য হইলেন। কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য্য বলে শান্তচিত্ত হইয়া কহিলেন-মা! তুমি রোদন করিতেছ কেন? আমাকে দেখিয়া এত কাতর হইলে কেন? আমি সময়গুণে এই অবস্থায় পতিত হইয়াছি। সময় গুণে আমার সকল গিয়াছে, আপনার বলিতে কেহ নাই। আমি অতি হতভাগা; আমার নিমিত্ত রোদন কেন? আমি তোমার অপরিচিত; আমায় দেখিয়া রোদন কেন? তোমার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমিও-বন্দিনী; কাজেই প্রভা কহিলেন পিতঃ আমি আপনার অপরিচিত সত্য; কিন্তু আপনার অবস্থা দেখিয়া আমি ম্রিয়মাণ হইয়াছি। আর আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহাও সত্য; আমি বন্দিনী; ইহারা বন্য রাজপুত্রের সহিত আমার বিবাহ দিতে ব্যস্ত; আমার মুক্তির উপায় নাই অথবা আমি মুক্তি পাইতেও বাসনা করিনা; যাক্ আমার কথায় কাজনাই। আপনার কথাও আর কহিতে বা শুনিতে চাহিনা। আপনি অপরিচিত আপনার নিকটে দুঃখের কথা কহিয়া কেবল আপনার শোক-সমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত করিব এইমাত্র; অন্য লাভ কিছুই দেখিতেছিনা। আমার পিতার অবয়বের সহিত আপনার অনেক ঐক্য আছে দেখিয়া তাঁহাকে মনেপড়ায় রোদন করিয়াছি, নতুবা আমি আপনার জন্য

রোদন করি নাই। আর আমি এখানে থাকিবনা, আপনাকে প্রণাম হই, আমি চলিলাম এই বলিয়া শীতলাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। শীতলা, উভয়ের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলনা।

প্রভা তথা হইতে আসিয়া আপনার সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। কিরূপে পিতৃকল্প ভাশুর মহাশয়কে রক্ষা করিবেন তজ্জন্য নানাবিধ কল কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী হাসি, তামসা, আমোদ আহ্লাদে সকল কে অন্ধ প্রায় করিয়া তুলিলেন। গৃহের পাকা গিন্নী হইয়া বসিলেন। আজি অনেক দিনের পর বেশ বিন্যাস করিলেন। বন্য ভূপতির গৃহসামগ্রী সকল সযত্নে সাজাইতে বসিলেন। গৃহের কার্য্য স্বযত্নে করিতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া পুর নারীগণ স্মিতমুখে প্রভার কতই প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রভা এই রূপে ক্রমে ক্রমে, একে একে, সকলের চক্ষে বিলক্ষণ রূপে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ক্রমে সাহস বাড়িল; বনজাত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভক্ষদ্রব্য আধার পরিপূর্ণ করিয়া চাবি লইয়া দ্বারোমুক্ত করত ভুজেন্দ্র বাবুকে আহার করাইতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কহেন—"আহা! বলিদান দিলে আর খাইতে পাইবেনা, এখন খাওয়ানতে পুণ্য আছে, বিশেষ আমার বিবাহ আসিতেছে, একটু ধর্ম্মকর্ম্ম করি" স্ত্রীগণ শুনিয়া হাস্য করিল। এই রূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে নরবলির দিন নিকট হইয়া আসিল। প্রভাও অন্তরে অন্তরে চিন্তাসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। প্রভা, শীতলার গৃহে শয়ন করিতেন। রাত্রি কালে তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাখা হইত। কিন্তু অদ্য দুই তিনদিন আর বন্ধন করা হয় নাই। বিশ্বাস এই "আর তিনি পলাইবেন না"। এক দিন রাত্রি কালে কোন বিশেষ কার্য্য পড়িল। প্রভা বন্য ভূপতির গৃহে বসিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন আর আপনার

উদ্দেশ্য বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিলেন। বিধাতাও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। যাহা খুঁজিতে ছিলেন তাহা পাইলেন। বাটীর কর্ম্ম শেষ হইলে তিনি স্বকার্য্য সাধন করিয়া শীতলার নিকট প্রস্থান করিলেন।

দেববাজিরাও! এই স্থানে আপনার একটী কথা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; এত দিন প্রভার সতীত্ব রক্ষা হওয়া ভার হইত; "কিন্তু বিবাহ না হইলে বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করা বন্যগণের ধর্ম্মশাস্ত্র বহির্ভূত কার্য্য" বলিয়া দিনকর রাও বল প্রকাশ করিতে পারে নাই। নতুবা এতদিন যে কি হইত তাহা বলা যায় না।

প্রভা স্বগৃহে আসিয়া শীতলার নিকট শয়ন করিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। সকলেই নিদ্রায় অভিভূত, শীতলাও মৃতবৎ পতিত; সময় বুঝিয়া প্রভা উত্থিত হইলেন। নিঃশব্দপদসঞ্চারে দ্বারের নিকট আসিলেন। অতি সাবধানে দ্বার কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিলেন। তদ্দ্বারা পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগ বাহির করিয়া কেহ কোথায় আছে কি না, তাহা দেখিলেন। চুপে চুপে বাহিরে আসিলেন। সত্বরে আবার চারিদিক্ দেখিলেন। পরে সশঙ্কমনে ভুজেন্দ্র বাবুর গৃহে গমন করিলেন। ভুজেন্দ্র বাবু কোন কথা কহিতে না কহিতে প্রভা কহিলেন পিতঃ গোল করিবেন না, প্রভা আসিয়াছে, কোন চিন্তা নাই। দুরাত্মারা আপনাকে বলিদানদিবে স্থির করিয়াছে। সেই দিনও নিকট হইয়া আসিয়াছে। চলুন আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি। এই বলিয়া নিকটস্থ ছুরিকা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা অতি সত্বর ভুজেন্দ্র বাবুর বন্ধন ছেদন করত তথা হইতে অলক্ষিতে দুইজনে প্রস্থান করিলেন। বন্যগণ কেহই জানিতে পারিলনা।

এইরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া উভয়ে প্রাণের ভয়ে সমস্ত রাত্রি গমন করিতে করিতে নিশাশেষে একটী কুটীর দেখিতে

পাইলেন। দেখিলেন তাহা হইতে অল্প অল্প আলোক নির্গত হইতেছে। আর পীড়িত ব্যক্তির কাতর শব্দ শুনা যাইতেছে। কিয়ৎ ক্ষণ তথায় স্থির হইলেন। পরিশ্রমে শরীর নিতান্ত ক্লান্ত; ইচ্ছা, আশ্রয় পাইলে কিয়ৎ ক্ষণ তথায় অবস্থান করেন। এমন-সময়ে সেই কুটীর হইতে একটী সন্ন্যাসিনী বাহির হইলেন। দেখিয়া নিকটে গিয়া আশ্রয় চাহিলেন। সন্ন্যাসিনী তাহাদিগকে সাদরে গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহারা উভয়ে কুটীরে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান হারাইলেন। ভুজেন্দ্র বাবু সেই রোগীর নিকটে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন প্রিয়তমে লীলা! আমার হৃদয়-ভবনের দীপ শিখা লীলা! আমার তপস্যার ফল স্বর্গাপবর্গ লীলা! আজি আমি তোমার এ-কি অবস্থা দর্শন করিলাম!! প্রভা কহিলেন দেবি! আর্য্যে! জননি-উপমে! দিদি! আমার একমাত্র ভবার্ণব তরণি দিদি! আপনার হতভাগিনী প্রভাবতী আসিয়াছে একবার উত্তর দিয়া আমার মনঃ প্রাণ শীতল করুন। লীলা অকস্মাৎ এই অমৃতপূর্ণ বচন পরম্পরাশ্রবণ করিয়া স্বপ্নকল্পনা মনে করিতে লাগি লেন। পুনঃ পুনঃই ভ্রম হইতে লাগিল। পুনর্ব্বার উভয়ে সাদরে আহ্বান করিলেন। তখন লীলার নয়ন-যুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। ভুজেন্দ্র কহিলেন ক্ষমাময়ি! আমার সকল অপরাধ ক্ষমাকর। ভয় কি এই যে তোমার চিরানু-গত ভুজেন্দ্র নিকটে বসিয়া আহ্বান করিতেছে। লীলা কহিলেন যদি মরিবার সময় ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পাইলাম তবে একবার এ-চিরানুগতদাসীর মস্তকে শ্রীপাদ-পদ্ম প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। বসন্ত কোকিল স্বরে আর আমায় কে ডাকিতেছে? আমার প্রভা? প্রদ্যোতের জীবনসর্ব্বস্ব প্রভা; প্রভা কহিলেন আপনার দাসীর দাসী প্রভা ডাকিতেছে, উত্তর দিয়া আমায় রক্ষা করুন। দিদি! আমি এ-কি অবস্থাদর্শন করিতেছি? এখন আপনি কেমন

আছেন? লীলা কহিলেন তুমি বল আমি যেন ভাল না থাকি; আমার জ্ঞান যেন লোপ হইয়া যায়; তাহা হইলে আর তোমার বিধবাবেশ দেখিতে হইবে না। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে নানা বিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তৎকালোচিত সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনী শিবমোহিনী সমস্ত পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে সাবধানে রাখিয়া দিলেন। লীলাও "আবার বাঁচিব" বলিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে বন্যগণ তাঁহাদের উভয়কে পলায়ন করিতে দেখিয়া অন্বেষণ জন্য চারিদিকে ধাবমান হইল। তন্মধ্যে এক জন আসিয়া মহাবীররাওকে তাহাদিগের সন্ন্যাসিনীর নিকট অবস্থানের সংবাদ দিল। শ্রবণ মাত্র মহাবীররাও দল বলে আগমন করিয়া কুটীর বেষ্টন করতঃ বলপূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়কে বন্ধন করতঃ "আমাদের লোক বলিয়া" স্বগৃহে লইয়া চলিল। প্রভার মুখে রোদনের সহিত নরবলির কথা শুনিয়া লীলা ম্রিয়মাণ হইলেন। দস্যুগণকে উদ্দেশে আহ্বান করিয়া বহুবিধ বিনয়বাক্যে স্বামীর জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কেবা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে। লীলা মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। তাহারা, উভয়কে লইয়া নিজভবনোদ্দেশে গমন করিল। এদিকে লীলাও বিকার গ্রস্ত হইলেন।

অন্যদিকে প্রদ্যোত কুমার মহারাজ উপেন্দ্রসিংহের সহিত নানা-দেশ ও নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মনের কষ্ট অন্তর্হিত না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। একদিন তিনি স্ব সম্বন্ধীয় নানাবিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন হায়! আজি আমার অন্তঃকরণ এতাদৃশ নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইতেছে কেন?

শূন্যময়ী পৃথিবী ভয়ঙ্করী হইয়া যেন আমায় গ্রাস করিতে আসিতেছে কেন? মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে। দেহে যেন বল নাই। থাকিয়া থাকিয়া যেন অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিতেছে, সম্মুখে যেন দ্বাদশতপন উদয় হইয়া জগৎদগ্ধ করিতেছে। মহাসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া যেন সমস্ত পৃথিবীকে ডুবাইতেছে আর তাহার ভয়ঙ্কর কল্লোল মধ্যে আমার পরমারাধ্য দাদামহাশয়, পূজ্যতমা লীলাদেবী, আর প্রিয়তমা প্রভাবতী পতিত হইয়া হাহাকার রবে চীৎকার করিতেছেন। এবং পরিত্রাণ লাভ লালসায় মধ্যে মধ্যে এ-পামরের নামোল্লেখ করিয়া অশ্রুজলে সেই পয়োধি-প্রবাহ শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছেন। হৃদয় শাল-যন্ত্রে নিক্ষিপ্ত ইক্ষু-দণ্ডের ন্যায় ভয়ানক রূপে নিষ্পেষিত হইতেছে। আর আমার ভ্রমণে প্রবৃত্তি হইতেছেনা। এই বলিয়া কাতরস্বরে মহারাজ উপেন্দ্র সিংহকে আহ্বান করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমার অন্তঃকরণ বড়ই কাতর হইয়াছে, আর ভ্রমণে ইচ্ছা নাই চলুন রাজধানীতে গমন করি; তথায় গমন করিলে, যদি সুস্থ হইতে পারি। এ-হতভাগ্য যায়, রক্ষা করুন। মহা-রাজ উপেন্দ্রসিংহও প্রদ্যোত বিষয়ক নানাবিধ চিন্তায় কেমন একপ্রকার হইয়া গিয়াছিলেন এক্ষণে প্রদ্যোতের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া শতাধিক অশ্বা-রোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রদ্যোতকে লইয়া রাজধানীর অভিমুখে গমন করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত লোকজন প্রভৃতি, সুস্থির ভাবে আগমন করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ।

পৃথিবী-পূজা।

অদ্য বনচরগণের পৃথিবী পূজার দিন; আনন্দের সীমা নাই। অসংখ্যবন্যগণ একত্রিত হইল। রাশি রাশি বনজপুষ্প রাশীকৃত হইল। ক্রমশঃ পূজারম্ভ ও ধূপধূনার গন্ধে তৎস্থান অন্ধকারময় হইয়া গেল। বিবিধ প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল। বলিদানার্থ ভুজেন্দ্রবাবুকে স্নান করাইয়া লইয়া আসিল। নূতন বস্ত্র পরাইয়া দিল। গলদেশে পুষ্প মালা প্রদান করিল। সম্মুখে অনেক গুলি ছুরিকা স্থাপিত হইল। ক্রমে বলি উৎসর্গ শেষ হইয়া গেল। এবং বন-চরেরা ভুজেন্দ্রবাবুকে এক বৃক্ষে বন্ধন করিল। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি বনচর প্রত্যেকেই পূর্ব্বোক্ত এক এক খানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে লইল।

এই দুর্দ্দান্ত পাষাণহৃদয় বন্যগণের নরবলি প্রদান প্রথা অতিভয়ঙ্কর; একবারে দ্বিখণ্ড করিলে বধ্যের কথঞ্চিৎ কষ্টের লাঘব হয়; কিন্তু ইহারা একবারে দ্বিখণ্ড করেনা। বধ্যকে বৃক্ষে বন্ধন করতঃ নৃত্য গীতবাদ্য করে, তৎপরে চারিদিক হইতে এক একবার ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে। সেই সকল আঘাতে দেহ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে থাকে, আর বন্যগণ সেই রক্ত ধারণ করিয়া পৃথিবীতে (ক্ষেত্রাদিতে) ছড়াইয়া দেয়। বিশ্বাস এই, এরূপ করিলে পৃথিবী সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর শস্য উৎপন্ন করে।

এই উৎসবে প্রভা আসিতে পারেন নাই। কারণ বনচরেরা

প্রভাকে ভুজেন্দ্র বাবুর আত্মীয় বলিয়া আনিয়াছিল। প্রভাও পরমপূজ্য ভাশুর মহাশয়কে রক্ষা করিতে না পারিয়া জীবনে হতাশ হইলেন। আর এ-পাপজীবন রাখিবনা বলিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন। নিকটে ছুরিকা ছিল বাহির করিলেন এবং যেমন সবলে হৃদয় প্রদেশে বসাইয়া দিবেন, দৈবক্রমে শীতলা দেখিতে পাইয়া অলক্ষিতরূপে দ্রুতপদে আগমন করিয়া সবলে হস্ত ধারণ করিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লইল। সুতরাং প্রভার মরিবার উপযুক্ত সময়েও মরা হইলনা। সময়ে মরিব বলিয়া যে আশা করিয়া ছিলেন, তাহা বিফল হইল। প্রভা মরিবার উপযুক্ত সময়েও মরিতে পারিলেন না। ক্রমে তথায় দিনকর আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভার হস্ত পদ বন্ধন করতঃ গৃহমধ্যে বন্ধ করিয়া উৎসব স্থানে গমন করিল। প্রভাবতী নয়নজলে ধরাতল প্লাবিত করিয়া হা দীন বন্ধো! হা জগৎপতে! হা অনাথ নাথ! আপনি কোথায়? বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

এ-দিকে ভুজেন্দ্রবাবু আসন্ন মৃত্যু জানিয়া কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন হে সর্ব্বশক্তিমন্ দয়াময় জগৎপতে! এরূপে যে আমার জীবনের পরিণাম হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিনাই। অথবা আমি ঘোর নারকী; আমার এই রূপে মৃত্যুই হওয়াই উচিত; পাপ-জীবন যেরূপেই হউক বিনষ্ট হইলে বাঁচিয়া যাই। হা প্রদ্যোত!! এ-সময়ে তুমি কোথায়, আসিয়া আমাকে না হউক, তোমার প্রভাকে রক্ষা কর; তোমার জননী-উপমা মৃতকল্পা কাঙ্গালিনী লীলাকে বাঁচাও; এই বলিয়া নীরব হইলেন। মনে মনে প্রভার এবং লীলার অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন। দুই চক্ষুদিয়া দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। বনচর গণের আনন্দের সীমা নাই। ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। গান বাদ্যে তৎস্থান শব্দায়মান হইল।

আনন্দোন্মত্ত নির্দ্দয় নরঘাতক বন্যগণ ভুজেন্দ্রবাবুকে ছুরিকাঘাত করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে যেমন তৎপ্রতি ধাবমান হইল অমনি ভুজেন্দ্রবাবু উচ্চৈঃস্বরে হা প্রদ্যোত! হা প্রদ্যোত! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যেমন চীৎকার করিলেন অমনি দূর হইতে—

আহা কি মধুরধ্বনি! পশিল শ্রবণে,
কেন নাথ! দাসে আজি ডাকো সকাতরে।
দাস-দাস-তস্য-দাস আমি ও-চরণে,
পাইব সাক্ষাৎ আশা ছিলনা অন্তরে।

এই কথা বলিতে বলিতে সবেগে ধাবিত হইলেন। এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া সত্বর ঘোটক হইতে অবরোহণ করিলেন। অগ্রজের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। সত্বর নিকটে গিয়া নিষ্কোষিত অসি প্রহারে কয়েকজন বনচরকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্টেরা প্রাণ ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করিল। প্রদ্যোতকুমার অশ্বারোহী সৈন্যগণকে, সমস্ত বনচরদিগকে রুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া ভ্রাতার বন্ধন মোচন করিলেন। এবং উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভুজেন্দ্রবাবুর চরণ-যুগলে পতিত হইয়া চক্ষের জলে তাহা বিধৌত করিলেন। ভুজেন্দ্র বাবু প্রদ্যোতকে বাহুদ্বয়ে বেষ্টন করতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন প্রাণাধিক! হৃদয়মণি! অন্ধের যষ্টি! ভাই প্রদ্যোত! তুমি কি আমার জীবিত হইয়াছ? আমি কি আসন্ন মৃত্যু কালে জ্ঞান হারা হইয়া প্রলাপ দর্শন করিতেছি? জীবনাধিক ভাই! তোমার সোণার অঙ্গ যে জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিয়াছি? কোন্ দয়াময় দেব অমৃত বৃষ্টি করিয়া তোমায় বাঁচাইল। প্রদ্যোত!

তুমি কি আমার জীবিত হইয়াছ? প্রদ্যোত আর তুমি আমায় পরিত্যাগ করিওনা; আমিও আর তোমায় হৃদয় হইতে নামাইব না। প্রদ্যোত! আমি কি সত্য সত্যই তোমায় হৃদয়ে পাইলাম। যদি তুমি আমার যথার্থই প্রদ্যোত হও, তবে আমার লক্ষ্মী-স্বরূপিণী প্রভাকে রক্ষা কর। বাছা আমার এই দস্যু গৃহে বন্দিনীর অবস্থায় কারাগারে ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতেছে। ত্বরায় যাও আর ক্ষণবিলম্ব করিওনা। এই বলিয়া ত্যাগ করিলেন। প্রদ্যোত শ্রবণ মাত্র প্রবল বেগে দস্যু গৃহে প্রবেশ করিয়া একে একে অনেক গৃহ অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও পাইলেন না। পশ্চাৎ এক অবরুদ্ধ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া পদাঘাতে দ্বার ভগ্নকরত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং দেখিলেন তাঁহার মানসরাজহংসী হীনপ্রভা প্রভা মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ ধরাতলে পতিত আছেন। দেখিয়া প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল; উপবিষ্ট হইয়া বীণা যন্ত্রের ন্যায় অঙ্কে শয়ন করাইলেন। এবং মধুরস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রিয়ে! প্রিয়তমে! প্রদ্যোতের আদরের ধন প্রভা! তোমার চিরানুগত দাস প্রদ্যোত ডাকিতেছে একবার উত্তর দিয়া মনঃ প্রাণ সুশীতল কর, প্রভা! প্রভা! আমার হৃদয়হারিণি প্রভা! আমার পথ-প্রান্তস্থ অমূল্য রত্ন প্রভা! একবার দয়া করিয়া উত্তর দাও; তোমার অকৃতজ্ঞ দাস প্রদ্যোত ডাকিতেছে একবার উত্তর দাও, আমার প্রাণ যায়, একবার উত্তর দাও, তোমার অকৃতজ্ঞ দাস প্রদ্যোত ডাকিতেছে একবার উত্তর দাও; আমার প্রাণ যায় একবার উত্তর দাও, নিকটে মহারাজ উপেন্দ্র সিংহ ছিলেন, ব্যস্ততার সহিত জল আনিয়া প্রভাবতীর মুখে প্রদান করিলেন। বহুক্ষণ বহুবিধ শুশ্রূষার পর এবং প্রিয়পতির পবিত্র অঙ্গ স্পর্শে প্রভাবতী ক্রমশঃ চেতিত হইলেন। ক্রমে নয়ন-উন্মীলন করিয়া দেখেন, প্রিয়পতি

প্রদ্যোত! আশ্চর্য্য বোধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে নয়ন-দ্বয় স্পন্দন-হীন হইল এবং জানিনা কি জন্য দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। অল্প অল্প অধর স্ফুরণ হইতে লাগিল। পরক্ষণেই পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন। অনেক ক্ষণের পর চৈতন্যোদয় হইল। আরবার চাহিয়া দেখেন প্রিয়পতি প্রদ্যোত, বিস্মিত হইলেন, এক দৃষ্টে বহুক্ষণ পতির বদন সুধাকর দর্শন করিলেন। পুনর্ব্বার নয়ন যুগলে বারি ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। এবং কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি স্বর্গ হইতে এ দাসীকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন? নাথ! আপনি কি জীবিত আছেন? প্রতারণা করিবেন না। আমি এই কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি জীবিত আছেন? প্রদ্যোত কহিলেন প্রিয়ে! প্রতারক শ্যামাপদ আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। আমি জীবিত আছি। এই তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিতেছি, আমি জীবিত আছি। শুনিয়া প্রভার আশা ভরসার আবির্ভাব হইল। বাঁচিতে বাসনা জন্মিল। ক্রমশঃ সবল হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। এবং কহিলেন অগ্রে আমার পিতৃকল্প ভাণ্ডর মহাশয়কে রক্ষা করুন, পশ্চাৎ সকল কহিব। শুনিয়া প্রদ্যোত কহিলেন তিনি কুশলে আছেন। প্রভাবতী উত্থিত হইলেন আর কহিলেন চলুন দেবী লীলা যান, গিয়া রক্ষা করি; পরে প্রভার মুখে লীলার অবস্থার কথা শুনিয়া সত্বর অগ্রজকে লইয়া কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্যসহিত মহারাজের সমভি-ব্যাহারে লীলার নিকটে গমন করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যগণ বন্যগণকে অবরুদ্ধ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

লীলা।

মহারাজ উপেন্দ্র সিংহ, প্রদ্যোত কুমার, ভুজেন্দ্রবাবু, প্রভাবতী এবং অনুগামী কয়েকটী সৈন্য, শিবমোহিনীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মৃতপ্রায়া লীলা দেবীর অবস্থা দর্শনে মনো-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। প্রদ্যোত কুমার লীলার চরণ-পদ্মে পতিত হইয়া আর্য্যে! দেবি! জননীকল্পে! আপনার চিরানুগত দাসানুদাস পুত্রকল্প প্রদ্যোত আসিয়াছে এক বার কোলে লইয়া কৃতার্থ করুন। মা! মা! মাগো! আপনার হতভাগ্য প্রদ্যোত আসিয়াছে এক বার উত্তর দিয়া জীবন রক্ষা করুন। আর আমি আপনার এ-অবস্থা দেখিতে পারিনা। যদি হতভাগ্য প্রদ্যোতকে উত্তর না দেন, তবে দাদার প্রতি দয়া করিয়া উত্তর দেন, আপনার দাদার দাসী প্রভা আসিয়াছে, একবার সাদরে আহ্বান করুন। এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। বিকারবলে লীলা দেবী জ্ঞানহীনা; কে-উত্তর দিয়া প্রদ্যোতকে সুখী করিবে? লীলা বিকার বলে প্রলাপিনী হইয়া উঠিলেন। মহারাজ উপেন্দ্র সিংহ লীলার অবস্থা মন্দ দেখিয়া চিকিৎসক আনয়ন জন্য চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এবং পূর্ব্ব পরিত্যক্ত সৈন্যগণের কিয়দংশকে তথায় আনিবার জন্য এক জন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করিলেন।

এ-দিকে লীলা প্রদ্যোতের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে ক্রুদ্ধা হইয়া কহিতে লাগিলেন নরাধম দস্যু—আমার অঙ্গে হাত! আমার স্বামীকে বন্ধন! আমার প্রভার পবিত্র গাত্র স্পর্শ! এখনও ছাড়্, নতুবা এখনি ভস্ম করিব; যদি মঙ্গল চাহিস্,

তবে এখনও আমার পা-ছাড়্; নরাধম! যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি আমি সতী হই, যদি পতিপদে ভক্তি থাকে, তবে আমার স্বামী অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবেন, আমার প্রভা নিশ্চয়ই আমার হইবে। আর তোর্ সর্ব্বনাশ ও প্রাণ নাশ হইবে। এক দেব পুত্র-সদৃশ মহারাজ তোর্ এ-পাপের প্রতিফল দিবেন। এই সময় প্রদ্যোত কহিলেন-জননি! আমি (সেই) দস্যু নহি, আপনার প্রদ্যোত; এক বার কৃপানেত্রে চাহিয়া আমাকে রক্ষা করুন। লীলা কাঁদিয়া ফেলিলেন আর কহিলেন নরাধম! তুই প্রদ্যোত! তুই প্রদ্যোত! যদি আমার প্রদ্যোতই থাকিবে তবে আমাদের এমন দশা কেন হইবে? তুই নরাধম প্রদ্যোত!—শতজন্ম তপস্যা করিলেও তাহার চরণ রেণুর যোগ্য হইতে পারিবি না। তুই আমার প্রভার মুখে প্রদ্যোতের নাম শুনিয়াছিস্, তাই-প্রদ্যোত হইয়া আমায় ভুলাইতে আসিয়াছিস্! ছাড়্ নারকী পা-ছাড়্, তোর্ মৃত্যু নিকট হইয়া আসিয়াছে। যমালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি শাণিত তরবারে তোর্ মস্তক দ্বিখণ্ড হইবে, আর আমার ধন আমি পাইব। এই সময় ভুজেন্দ্র বাবু কহিলেন লীলা! এই যে তোমার চিরানুগত ভুজেন্দ্র ডাকিতেছে একবার উত্তর দাও, লীলা কর্ণে হস্তদিয়া হাসিয়া কহিলেন, বুঝিয়াছি তুই শঠ, আমার স্বামীর নাম করিয়া ভুজেন্দ্র হইতে আসিয়াছিস্, এ-বড় শক্ত মেয়ে; লোভে কিম্বা প্রতারণায় ভুলিবার নহে। আমি ভুজেন্দ্রের চরণ ভিন্ন কিছুই জানিনা; আমি স্বর্গের ঐশ্বর্য্যকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি; ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ; আমার এ-সতীত্ব গ্রহণে পারগ নহেন। সর্ নরাধম সর্ আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা; প্রভা কহিলেন দেবি!

আমি প্রভা; আমায় অনুগ্রহ করিয়া কৃতার্থ করুন; লীলা ভ্রূ-ভঙ্গে কহিলেন তুই প্রভা! কোথায় নারায়ণী; কোথায় গোপী গোয়ালিনী!; কোথায় শচী দেবী; কোথায় স্বর্ণ বেশ্যা!!; মর্ মর্! বন্য রমণী; সতীত্ব নাশিনী পোড়ার-মুখী; দেখি তোর্ হাত দেখি; এই যে একহাত গহনা! বলিতে বলিতে রোদন করিয়া উঠিলেন আর কহিলেন প্রদ্যোত! প্রাণাধিক প্রদ্যোত! তোমার সোণার অঙ্গ কি জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে! প্রভা আমার বিধবা!! উঃ উঃ উঃ ইহাও কি সহ্য করিতে হইল; হায়! আমার জীবনে ধিক্! এই বলিয়া বক্ষে যেমন করাঘাত করিবেন অমনি প্রভা হস্ত ধারণ করিলেন। লীলা কহিলেন পোড়ার মুখী পাতকিনী বেশ্যা ছাড়্ আমার হাত ছাড়্—ও পাপ অঙ্গ আমার অঙ্গে অর্পণ করিস্ না; তুই রমণী-কল-কলঙ্কিনী; তাহা না হইলে সতী পতিব্রতা বালিকা, বিয়োগ বিধুরা প্রভাবতীর সতীত্ব নষ্ট করিবার জন্য এত চেষ্টা কেন? দূর্ হ, হতভাগী কুট্টিনী, দূর্ হ; আমার অগ্র হইতে দূর হ; এই বলিয়া প্রভার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভয়ানক ক্রোধ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সকলে লীলার আসন্ন অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ উপেন্দ্র সিংহ নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। ক্রমে দুই একটী চিকিৎসক আসিয়া সত্বর লীলার চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পরে যত সময় গত হইতে লাগিল ততই সুযোগ্য বৈদ্য সকল আসিয়া বিশেষ যত্নে রোগোপসমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সৈন্য, পটবাস আবশ্যক দ্রব্যাদি আসিয়া পড়িল। উৎকৃষ্ট পটবাসস্থ উৎকৃষ্ট শয্যায় লীলাকে শয়ন করাইল। উৎকৃষ্ট চিকিৎসকগণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থায় দুই তিনদিনের মধ্যে লীলা দেবী রোগ মুক্ত হইয়া

জ্ঞান লাভ করিলেন। শয্যার চারি দিকে চাহিয়া দেখেন পদতলে প্রদ্যোত, সম্মুখে ভুজেন্দ্র, মস্তক পার্শ্বে প্রভাবতী; আর কিঞ্চিৎ দূরে দেবপুত্র বিশেষ এক অপরিচিত ব্যক্তি; দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মনে ভয়ানক ভ্রম হইতে লাগিল, ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন—এ—স্বর্গ ভূমি; ইনি দেবরাজ ইন্দ্র; আর আমরা মরিয়া স্বর্গে আসিয়াছি। কাতর স্বরে কহিলেন প্রদ্যোতরে! একবার বুকে আয়; কোলে লইয়া অঙ্গ শীতল করি; মরিয়া আমি যে স্বর্গে আসিব, আর তোর্ সঙ্গে, প্রভার সঙ্গে, তোর্ দাদার সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হইবে, সে আশা আমি স্বপ্নেও করিনাই। দেবরাজ! আপনার চরণে আমার সহস্র প্রণাম; প্রদ্যোত কহিলেন জননি। আমরা কেহই মরি নাহি। সকলেই জীবিতাবস্থায় পৃথিবীতেই আছি। আর এই মহাপুরুষ বেহার দেশাধিপতি মহারাজ উপেন্দ্র সিংহ; ইহাঁর অনুগ্রহ বলেই আমরা রক্ষা পাইয়াছি। লীলা শুনিয়া মহারাজকে আহ্বান করত ভক্তি ভাবে প্রণাম করিলেন। মহরাজ কহিলেন দেবি! আপনি আমার প্রণম্য; আমাকে নমস্কার করা সতী পতিব্রতার উচিত নহে। আপনি পরমাসতী; "আশীর্ব্বাদ করুন" তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। লীলা কহিলেন দেব! ভগবান্ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন। এই বলিয়া নীরব হইলেন। ক্রমে যতদিনগত হইতে লাগিল, ততই সবল ও সুস্থ হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ লীলা রোগ মুক্ত হইয়া সবল হইলে প্রদ্যোত পূর্ব্বোক্ত বন্দী বনদস্যুগণকে আনয়ন করতঃ স্বহস্তে সকলকে একে একে বলিদান দিলেন। কেবল বালকও স্ত্রীগণ রক্ষা পাইল। পরে তাঁহারা লীলাকে লইয়া বেহারের রাজধানী পুষ্পপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে মহারাণী তিলোত্তমা সমস্ত

ঘটনা অবগত হইয়া আনন্দ সলিলে অবগাহন করিলেন। লীলা ও প্রভাকে অন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া বিশেষ যত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পরে পরস্পরের সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যো-পান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইলেন। রাজরাণীও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অবগত হইলেন। এই রূপে তথায় কয়েক মাস অতি-বাহিত হইয়া গেল। প্রদ্যোতকুমার গোলাপীর অনুসন্ধানজন্য নানা দিকে বিস্তর লোক পাঠাইয়া দিলেন। ক্রমে তিলোত্তমার সহিত প্রভার প্রগাঢ় প্রণয় বাধিয়া গেল। ভোজন, উপবেশন, কথোপকথনে প্রভা এবং তিলোত্তমা দুটীতে একটী; কেহ কাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। উভয়েই লীলাকে জ্যেষ্ঠাজ্ঞানে বিশেষ সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাজও প্রভাকে পবিত্র স্নেহচক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

উপসংহার।

যথাকালে মহারাজ উপেন্দ্র সিংহ, বহুলধনসম্পত্তি, দাস দাসী, শরীর রক্ষী সৈন্যাদি প্রদান করিয়া ভুজেন্দ্র প্রভৃতিকে মহাসমারোহে জয়স্থলে পাঠাইয়া দিলেন। বহুদিনেরপর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দের সীমা রহিলনা। শ্যামাপদ বাবুর অদ্ভুতরহস্য সকল প্রকাশ হইয়া পড়িল। শ্যামাপদ প্রদ্যোত প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া, মনোদুঃখে, প্রবল চিন্তায়, ভয়ানক উদ্বেগে কেমন এক প্রকার হইয়া গেলেন। জীবনে হতাশ হইলেন। প্রাণ-ভয়ে স্থানান্তরে পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। প্রদ্যোত তাহা জানিতে পারিয়া শ্যামাপদ বাবুকে রুদ্ধ করিয়া উচিতমত শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক বিচারালয়ে

অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এই সময় গোলাপীও ধরা পড়িল। বিচারে শ্যামাপদবাবুর, বলদেবরাওয়ের, গোলাপীর, এবং হকিম কবিরাজগণের কঠিন পরিশ্রমের সহিত বহুবর্ষ কারাদণ্ড হইল। কালে কারাগারে শ্যামাপদবাবুর মৃত্যু হইল। বলদেব মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। গোলাপী পাগল হইয়া গেল। হকিম কবিরাজগণ অন্ধ হইলেন। ধর্ম্মের জয় হইল। ভুজেন্দ্র বাবু সমস্ত বিষয়ের অধীশ্বর হইলেন। বিনোদিনীর আর কেহ কোথায় না থাকায় লীলার নিকটে অন্নবস্ত্র মাত্রের অধিকারিণী হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে শ্যামাচরণ বাবু অপুত্রক ছিলেন।

কালে মহারাজ উপেন্দ্র সিংহ ভুজেন্দ্র প্রভৃতিকে অনেক জমীদারী দিয়া মহাসমারোহে রাজোপাধি প্রদান করিলেন। ভ্রাতৃ-দ্বয় রাজা; এবং লীলা ও প্রভা রাজরাণী হইলেন। যথা কালে প্রদ্যোত হরিচরণ বাবু এবং বিরাজমোহিনীকে আনাইয়া মহাসমারোহে সম্মান রক্ষা করিয়া প্রভূত অর্থ দিয়া বিদায় দিলেন। জীবন রক্ষা কারিণী মনোরমাকে আনাইয়া প্রভার-পরিচারিণী করিয়া দিলেন। মনোরমার সুখ সৌভা-গ্যের সীমা রহিল না। এই রূপে প্রদ্যোতকুমার, সকল-আপদ হইতে রক্ষা পাইয়া রাজ-সিংহাসনে আরোহণকরত পরম সুখে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতীও সর্ব্বসুখে সুখিনী হইলেন।

রহস্য প্রকাশক পরিশিষ্ট।

শশি-মুখী ইন্দুবালা প্রিয় সখী বাসন্তীর অনুরোধানুসারে এই রূপে প্রভাবতীর উপাখ্যান শেষ করিয়া কহিলেন সখি-বাসন্তি! একটী কথা মনে পড়িল মহাদেবী সরোজ-বাসিনী; কনক-নলিনী এবং প্রভাবতীর উপাখ্যান শেষ করিয়া জানিনা কিজন্য রোদন করিয়াছিলেন। আমি রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এইমাত্র কহিয়াছিলেন বাছা! এ-রোদনে বড় নিগূঢ় ভাব আছে। কনক-নলিনী, আমার পর নহে। প্রভাবতীর উপাখ্যান বক্তা সনৎকুমার, কনক-নলিনীর নিতান্ত আত্মীয়; এ-সকল কথা এক্ষণে তোমার শুনিবার যোগ্য নহে। কালে সকলকে আমিই শুনাইব। আহা! অসময়ে তাঁহার জীবনান্ত হইলে আর আমরা সে বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলাম না, এই বলিয়া নীরব হইলেন। উপাখ্যান শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই যুবরাজ নগেন্দ্র সত্বরগমনে আগমন করিয়া প্রিয়তমা ইন্দুবালাকে কহিলেন প্রিয়ে! সত্বর দাক্ষায়ণী তীর্থ গমনেরআয়োজন কর, অবিলম্বে তথায় গমন করিব। মহাত্মা কমলাকান্ত পীড়িত হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। পিতামাতা তথায় গমন করিয়াছেন। শুনিলাম মাতুল মহাশয় এবং মহারাণী মুরলা দেবীও তথায় আগমন করিয়াছেন। আর এক বিচিত্র কথা এই, মহাবীরবাজিরাও এবং পরমা-সতী মহাদেবী কনক-নলিনী, যোগীবর শ্রীকণ্ঠস্বামী প্রভৃতি তথায় আগমন করিয়াছেন আরও শুনিলাম, ইহাঁদিগের সহিত স্বর্ণস্থা "সরোজ-বাসিনীর" বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এসকল বিচিত্র কথা!! অতএব প্রিয়ে! চল,

তথায় গিয়া সবিশেষ শ্রবণ এবং দর্শন করিয়া সুস্থির হও। ইন্দুবালা কহিলেন যুবরাজের যথাজ্ঞা, ইহা বলিয়া গমনের উপ- যোগী যাবতীয় আয়োজন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নগেন্দ্র প্রিয়পত্নী সমভিব্যাহারে দাক্ষায়ণী তীর্থে গমন করিলেন।

কমলা-কান্ত।

এ-দিকে দাক্ষায়ণী তীর্থ বাসী কমলাকান্ত সরোজের স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি দর্শন, তদ্গুণ বর্ণন। তৎকার্য্য চিন্তন প্রভৃতি দ্বারা সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের সুখ এজন্মের মত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। দিনে দিনে শীর্ণ এবং জীর্ণ হইতে লাগিলেন। এক দিন তিনি সরোজের স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন।

সাধ্বি সতি পতিব্রতে সরোজ বাসিনি !
করিলে কি ? অভাগারে ভাসালে পাথারে ?
এ নহে তোমার কর্ম্ম, তুমি পতিব্রতা।
সত্য আমি ঘোর পাপী অধার্ম্মিক শেষ,
নাহি ধর্ম্ম পথে মতি অতি দুরাচার,
ক'রেছি বিস্তর পাপ অবাধে সঞ্চয়,
বিনাদোষে তোহ্বাধনে করিয়া বর্জ্জন,
ক'রেছি বেশ্যার সেবা অনুরাগভরে।
হোম যজ্ঞ দান ধর্ম্ম জানিনে কেমন,
নিরন্তর পাপ-পথে ছুটিয়াছে মন,

যৌবনের ভরে ভাবী ভাবিলে অন্তরে,
ভাবিনে পাপের শাস্তি হইবে অবাধে।
এ-সকল কার্য্যগুণে আমি নরাধম;
ঘোর পাপী সত্যবটি; কিন্তু বিধুমুখি!
তুমি সতী পতিব্রতা নারী-শিরোমণি,
সরল হৃদয় তব; কেন না ক্ষমিলে মোরে!
সতী করে কোন্ কালে পতি-ধন ত্যাগ?
সাপিনী আপনমণি না ছাড়ে কখন।
বুঝেছি বুঝেছি আমি "সরোজ-বাসিনী",
পাপী সহবাসে মন বিরত তোমার,
ফোটেনা কমল কভু সমল সলিলে।
কিন্তু প্রিয়ে "ক্ষমাময়ী" তোমারা জগতে,
ক্ষমা না করিয়া হ'লে পাষাণ হৃদয়া,
অথবা সতীত্ব ধর্ম্ম জানাতে জগতে,
দেখালে অদ্ভুতভক্তি কমলাকান্তেরে,
দেখালে সতীত্ব তব মানস-মোহন,
দেখালে অদ্ভুতশক্তি ছাড়িয়া জীবন,
দেখাইলে নরকুলে আপন প্রভাব,
শিখাইলে নারীকুলে সতীত্ব গৌরব।
আমি অতি নরাধম তোমার মহিমা,

কি শিখিব বিধুমুখি ! শিখুক যেজন
যে জন আমার মত আছে ধরাতলে।
কোথায় মোহিনীমূর্ত্তি লুকা'ল তোমার,
কমল কাননস্থিত কমলার প্রায়,
না দেখি নয়নে আর ; না শুনি শ্রবণে
মধুমাখা মিষ্টকথা শ্রবণ রঞ্জন।
এই স্বর্ণ চিরজড় ; গুণাদি রহিত—
হ'ল কি তোমার দেহ তাহাতে গঠিত ॥
রে হৃদয় ! দ্বিধা হও আর সহ্য নহে,
এই করাঘাতে তুমি যাও রসাতল,
সতী পতিব্রতা ছাড়ি, কেমন করিয়া
ধরিয়াছ ধৈর্য্য তুমি পাষাণ নির্ম্মিত ?
অথবা লৌহতে কিম্বা বজ্রেতে গঠিত ?
রে নয়ন ! কিবা আর কর দরশন,
নাহি সে সরোজ আর পাপ ধরাতলে।
তৃণ কাষ্ঠ স্তূপাকার করিয়া সঞ্চয়,
আজ্যেতে আর্দ্রিত করি জ্বলন্ত চিতায়,
করিয়াছি ভস্মীভূত মোহিনী প্রতিমা।
কিবা চন্দ্রে কিবা সূর্য্যে নক্ষত্র নিচয়ে,
কিবা নবমেঘ বক্ষে বিদ্যুৎ-প্রভায়,

কিবা হ্রদ নদী নদ কানন প্রান্তরে,
কিবা নীলাম্বুর বক্ষে প্রকৃতির পটে,
যেখানে দর্শন কর, দেখিবে না আর,
সে-মোহন-মুখ খানি অমৃতের সার।
কেমনে ভুলিব আমি সে মুখ চন্দ্রমা,
জগতের যত বস্তু নয়নের পথে
ভাসিয়া বেড়ায় ভাল লাগে না অন্তরে।
প্রিয়ে! সেই মুখ খানি, কখন হবে না ভুল,
পাষাণ-হৃদয়ে মম র'য়েছে অঙ্কিত,
সোণার অক্ষরে। কেমনে ভুলিব বল।
প্রিয়ে! সেই মুখ খানি জগতে যাহার,
হবেনা কখন ভুল, জানিনে প্রথমে।
জানি নাই প্রথমেতে তোমার তুলনা,
দিতে নাহি পাব আর এ-ছার জগতে।
প্রসন্ন তোমার মুখ প্রসন্ন অন্তর,
কি বা সে প্রসন্ন হাসি, প্রসন্ন-বচন,
কিবা সুমধুর প্রেম, কিবা ভাল বাসা,
ভুলিব না এজনমে; জনম অন্তরে
বুঝি বা স্মরণে রবে হেনলয় মনে।
কেন বা আসিনু আমি দাক্ষায়ণী তীর্থে,

কেনবা এমন দশা হেরিনু নয়নে,
উহু: উহু: কি বলিব বিদরে হৃদয়
"সন্ন্যাসিনী পাগলিনী পতির বিরহে-
হইয়া, পালিয়া ধর্ম্ম হৃদয়-হারিণী ?
প্রাণ দিলে শেষ কালে পতি পদতলে।"
হে ঈশ করুণাময় পতিত পাবন !
ভিক্ষা এই তবপদে ক'রে দুরাচার,
"সর্ব্বদা বিবেকে পূর্ণ কর নর-কুলে,
ধর্ম্মপত্নী যেন নাহি ত্যজে কোন কালে,
বেশ্যাতে হউক ঘৃণা নরকের প্রায়,
হ'ক্ সুধাসম জ্ঞান বনিতা আপন।"
প্রিয়ে-সরোজ-বাসিনি ! বলিব কি আর,
সরে না বচনচয় কণ্ঠ বাষ্পভরে,
রোধিয়াছে বাক্ শক্তি কমলাকান্তের।
দিবানিশি এই ভাবে পরমেশ পদে,
করিব তপস্যা আমি অতি ভক্তি ভরে,
বরিষায় কালে ধৌত করি কলেবর,
রৌদ্রতে শুষিব তারে; পরেপর্ণাশন,
ক্রমে অনশন, পরে পবন ভক্ষণ,
অবশেষে শিরকাটি হুতাশন পরি,

আহুতি প্রদান করি, যাচিব তাঁহায়,
জন্মে জন্মে যেন আমি পাই তোমাধনে।
সতী পতিব্রতা নারী বনিতা যাহার,
ইহলোকে স্বর্গ সুখ করগত তার।
প্রিয়ে সরোজ-বাসিনি! ক্ষম অপরাধ—
মম, ধরি তব পদে, কাতর অন্তরে।
হা দগ্ধ হৃদয়! সান্ত্বনা-সলিল সিচে,
কে দিবে তোমারে বিনা সে-সরোজ ধনী,
সরোজের সঙ্গে সুখ গিয়াছে তোমার।
কাঁদ কাঁদ শুন কথা কাঁদ আরবার,
মনে মনে ধৌত কর সতীর চরণ-
অশ্রু জলে; যদি পাপ কিছু লঘু হয়।
প্রিয়ে সরোজ-বাসিনি! যায় যে জীবন,
বাঁচাও এ অভাগারে দাও দরশন।
আমার আয়ুস কাল হ'ল পূর্ণ প্রায়,
হ'ক পূর্ণ; প্রাণ গেলে "পাব প্রাণধন,"
মনে হ'লে এই কথা, দুঃখের উপরে
জনমে আনন্দ ভার কহি হে তোমারে।
অবশেষে কর যোড়ে যাচে অভাজনে,
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমাহেন ধনে।

কমলাকান্ত এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। বহুক্ষণের পর সংজ্ঞালাভ করিলেন বটে, কিন্তু সেই সময় হইতে পীড়িত হইয়া দিনে দিনে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। পরে গতিক মন্দ দেখিয়া ধারারাজ্যে বিজয়স্থলে এবং কিরাত রাজ্যে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন।

সরোজ-বাসিনী।

যেদিন সরোজ-বাসিনী; প্রিয়শিষ্যা মুক্তকেশীকে কিরাত রাজ্যে নগেন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন তাহার দুই একদিন পূর্ব্বে এক খানি পত্র লিখিয়া সেই তীর্থস্থ রামদেব নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে দিয়া প্রধানা শিষ্যা মালতীকে মহারাষ্ট্রদেশে বাজিরাও পত্নী কনক-নলিনীর নিকট পাঠাইয়া দেন। এবং মালতীকে কহিয়াদেন. তুমি কৌশলে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া কনক-নলিনীর হস্তে এই পত্র খানি প্রদান করিবে। মালতী যথাজ্ঞা বলিয়া গমন করেন। এবং যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া কনক-নলিনীর হস্তে পত্র খনি প্রদান করিলে তিনি তাহা উন্মুক্ত করত পাঠ করিতে লাগিলেন।

“প্রিয়ভগিনি! প্রাণাধিকে! আমার নয়নমণি কনক-নলিনি! আজি তুমি আমার পত্রিকা পাঠে বিস্ময়-সমুদ্রে নিমগ্ন হও। আমি দুঃখিনী সন্ন্যাসিনী সরোজ-বাসিনী; শ্রীপুরনিবাসী মহাত্মা কমলাকান্তের ধর্ম্মপত্নী; বিজয়পুরনিবাসী ভৈরবশর্ম্মার কন্যা; আমাদের জননীর নাম কমলাদেবী; ভগিনি! আমরা উভয়ে উক্ত সতী পতিব্রতার কন্যা; তুমি ক্ষত্রিয়া কন্যানহ। বৈজয়ন্ত পুরাধিপতি জয়ন্তদেব তোমার পালক পিতা; মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবী তোমার পালিকা মাতা; এ-বিষয়ের

একটী বিশেষ রহস্য আছে। আমি তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রিয়শিষ্যা মুক্তকেশীর নিকট শ্রবণ করিয়াছি। সে-আজিও আমার নিকটে আছে। তোমরা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে এই সময় একবার দাক্ষায়ণী তীর্থে আসিয়া আমাকে দর্শন দিলে সুখিনী হইব। আসিবার কালে নগবালা এবং সনৎকুমারকে সঙ্গে আনিও। আমি তোমার দুঃখিনী সহোদরা সন্ন্যাসিনী ভগিনী; বোধ হয় আমার কথায় তোমার অবিশ্বাস না হইতে পারে। যদি অবিশ্বাস হয়, তবে তোমার ধাত্রী রাধামণিকে নির্জ্জনে একথা জিজ্ঞাসা করিও। সে-তোমার নিকটেই আছে, সেই রমণীই তোমাকে অর্থ লোভে অপহরণ করিয়াছিল। মুক্তকেশী আমার মাতার পরিচারিণী; সে-তোমার জন্মকালে নিকটেই ছিল। রাধামণির প্রলোভন বাক্যে মুক্তকেশী সেই পাপকার্য্যে যোগ দেয়। মুক্ত এখন আমার পরম ধার্ম্মিকা প্রিয়শিষ্যা; মুক্তকেশী সদ্বংশ সম্ভূতারমণী অর্থাৎ, ক্ষত্রিয় কন্যা; অদৃষ্ট দোষে অল্পবয়সে বিধবা হইলে, কেহ কোথায় নাথাকায় মাতার পরিচারিণী হইয়াছিল। রাধামণি এবং মুক্তকেশী তোমাকে লইয়া বৈজয়ন্তপুরে আসিবার কয়েক বৎসর পরে, মুক্তকেশী সামান্য কারণে মহারাণী অনঙ্গমোহনীর বিশেষ ক্রোধ ভাজন হইয়া সংসার আশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার সহিত আমার সাক্ষাত হইয়াছে। মুক্ত, কথায় কথায় আমার পরিচয় পাইয়া এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া আনন্দোৎফুল্ল মনে পিতামাতার, আর তোমার সকল রহস্যের পরিচয় দিল। অর্থাৎ এইরূপ কহিল "দেবি সরোজ-বাসিনি! আপনি গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইলে আপনার পিতামাতা অত্যন্ত কাতর হইয়া আপনার অনেক অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কোথাও কো সন্ধান না পাইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়েন। কিছু দিন পর

আপনার স্বামী কমলাকান্ত সৎপথাবলম্বী হওত আপনার জন্য পাগল হইয়া সংসারত্যাগ করিলে, আর সেই সময় আপনার একটী সহোদর হইয়া লোকান্তরিত হইলে, কয়েক বৎসর পরে তাঁহারা সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তীর্থ যাত্রা করেন। আসিবার সময় মহারাজ বিনয়কে বলিয়া আসেন, যদি কখন আমার সরোজের অনুসন্ধান পান, আর কমল আমার প্রকৃতিস্থ হয়, তবে সংবাদ দিলে আমরা আসিয়া তাহাদিগকে দর্শন করিব। এই বলিয়া তীর্থযাত্রা করেন। আমিও অনন্যগতি হইয়া তাঁহাদিগের অনুগামিনী হই। পথে আমাদিগের অনেক দিন গত হইয়া যায়। এই সময় আপনার জননী আরবার পূর্ণগর্ভা হইয়াছিলেন। একদিন আমরা বৈজয়ন্তপুর অতিক্রম করিয়া যেমন প্রান্তরে পড়িলাম অমনি ভয়ানক মেঘের উদয় হইল। সুতরাং আশ্রয়ের জন্য চারিদিক্ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম অদূরে দুই তিনটী কুটীর দেখা যাইতেছে। তদ্দিকে ধাবিত হইলাম। কিছু ক্ষণ পরে তথায় উপস্থিত হইয়া কুটীর পতি আনন্দরামের আশ্রয় লইলাম। সে—আমাদের ক[illegible] দেখিয়া এক খানি কুটীর দেখাইয়া দিল। আমরা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া কথঞ্চিৎ ভয়হীন হইলাম। কিন্তু যখন দুঃখের অবস্থা উপস্থিত হয় তখন সুখ কোথায় পলায়ন করে, কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার জননীর গর্ভ বেদনার সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে বেদনা প্রবল হইয়া আসিল। দারুণ যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। ঘটনা ক্রমে তথায় রাধা মণি ধাত্রী উপস্থিত ছিল, সে আসিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া প্রসব করাইল। আপনার জননী একটী কন্যা প্রসব করিলেন। বালিকার রতি বিনিন্দি রূপে ঘর আলো হইয়া গেল। এই সময় মেঘোদয়ে ঘোরতর অন্ধকার হইয়া প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছিল। সুতরাং রাত্রি কি দিবা তাহা অনুভব করিতে

পারিনাই, বোধ হয় তখন রাত্রি হইয়া থাকিবে। এই কালেরমধ্যে রাধামণির সহিত আমার আলাপ হইল। পরে যখন বৃষ্টি থামিল তখন রাত্রি অনেকটা হইয়াছে। তখন রাধামণি কোথায় চলিয়া গেল।

যখন রাত্রি আন্দাজ দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, তখন কোনকারণে বাহিরে আসিয়া দেখি, কুটীরপার্শ্বে রাধামণি দণ্ডায়মান; আমাকে দেখিয়া ডাকিয়া কহিল, চুপকর, গোল করিও না, যাহা বলি শ্রবণ কর, ইহাতে তোমার আমার বিশেষ ভাল হইবে, আর আমাদের কোন দুঃখ থাকিবে না, এই বলিয়া কহিল—বৈজয়ন্তপুরাধিপতির মহিষী অনঙ্গ মোহিনী দেবী, পূর্ণগর্ভা ছিলেন। অদ্য এই মাত্র এই মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছেন। রাজা অপুত্রক অর্থাৎ পুত্র-কন্যাদি কিছুই নাই। এই কন্যায় এবং এই ব্রাহ্মণ কন্যায় কোন প্রভেদ দেখিতেছিনা; আমি বালক বালিকা পরিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ; যদি তুমি দয়া করিয়া উহার কন্যাটীকে আমায় দাও তাহা হইলে আমি তোমার বিশেষ ভাল করিব! এই বলিয়া আমার হস্তে কয়েকটী মুদ্রা ও দুই তিন খানি অলঙ্কার দিল। আমি কহিলাম এরূপ করিলে আমাকে ছাড়িবে কেন? অবশ্য সন্দেহ করিয়া ধরিবে। যে হেতু এ—কুটীরে অন্যকেহ নাই। কন্যার পিতা অন্যত্রে আছেন। রাধামণি কহিল—তবে তুমিও আমার সঙ্গে আইস। তৎকালে আমার বুদ্ধি বড় ভাল ছিলনা। আমি প্রলোভনের বশীভূত হইয়া নিদ্রাভিভূতা কমলাদেবীর বক্ষহইতে হেমাঙ্গীকে হরণ করত রাধামণির সঙ্গে চলিলাম। আসিতে আসিতে রাধামণি এক গোপনীয় স্থানে বালিকা দুইটীকে পরীক্ষা করিয়া মৃতকন্যাটীকে বনমধ্যে নিঃক্ষেপ করত আপনার ভগিনীকে লইয়া রাজবাটীর অভিমুখে গমন করিল। আমিও অনুগামিনী হইলাম। রাধামণি রাজসমীপে উপস্থিত

হইয়া কহিল মহারাজ! আজি কি সর্ব্বনাশই হইয়া ছিল, ভাগ্যে আমি এই কন্যারত্নকে বাটী লইয়া গিয়াছিলাম, তাই আজি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এই রাজ কন্যাকে গৃহে রাখিয়া কতই দুঃখ করিতেছি, এমন সময় মা-আমার কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া এই আপনার কন্যাকে আনিয়াছি গ্রহণ করুন। এই বলিয়া প্রদান করিল। রাজার আনন্দের সীমা রহিলনা। শোকপূর্ণ রাজ-ভবন আবার আনন্দপূর্ণ হইল। রাজা রাণী মৃত দুহিতাকে বক্ষে পাইয়া মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। এই মহানন্দের সময়ে আমি কে, কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলনা। রাধামণি অপরিমিত ধন প্রাপ্তে পরম-সুখিনী হইল। রাজ বাটীতে তাহার মহা সম্মান বাড়িয়া গেল। তাহার অনুগ্রহে আমি রাজ বাটীতে পরিচারিণী রূপে নিযুক্ত হইয়া মনের কথা মনে রাখিয়া বাস করিতে লাগিলাম। পরে রাধামণির মুখে শুনিলাম, আপনার মাতা পিতা, প্রিয়তমা কন্যা ও আমাকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আনন্দ রামের প্রবঞ্চনায় কাশী যাত্রা করিয়াছেন। পরে আরও জানিলাম আনন্দ রাম, রাধামণির ভাল বাসা লোক; কিছু দিন পরে আনন্দ রাম লোকান্তরিত হওয়ায় এ-বৃত্তান্ত কেহই জানিতে পারিল না। কয়েক বৎসর পরে ঘটনা ক্রমে আমি মহারাণীর কোপে পড়িয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছি।” আমি মুক্তকেশীর মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দবিহ্বল চিত্তে বৈজয়ন্ত পুরে তোমায় দেখিতে গিয়াছিলাম। পরে তথা হইতে আগমন করিয়া নানাবিধ কষ্টে পতিত হইয়া ছিলাম। বিজয় পুরের মহারাণী মুরলা আমার প্রিয় সঙ্গিনী; তাঁহার ননন্দা ধারা রাজ্যের মহারাণী রত্নমালা আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরাধিকা; সেই প্রিয় ভগিনী রত্নমালা ইহারমধ্যে মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। আমি

তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক দিন ব্যস্ত ছিলাম। পরে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার হইলে আমি তোমাকে দেখিতে মহারাষ্ট্রে গমন করি। কয়েক দিন তোমার নিকটে ছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে তোমাদের সকল বৃত্তান্ত জানিয়াছি। মনে হয়? যে দিন সনৎকুমার প্রভাবতীর উপাখ্যান বর্ণন করেন সেই দিন আমি তোমার নিকটস্থ গৃহে শয়না ছিলাম; আমি তোমাদিগের প্রণয় দেখিয়া বড় সুখিনী হইয়া আসিয়াছি। উপযুক্ত সময়ে পরিচয় দিব বলিয়া তৎকালে কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তথা হইতে আগমন করিয়াছি। মনে বড় সাধ ছিল, তোমার বৃত্তান্ত এবং প্রভাবতীর উপাখ্যান রত্নমালা ও মুরলাকে শুনাইব। কিন্তু বিধি বশে তাহা ঘটেনাই, রত্নমালার পুত্রবধূ ইন্দুবালাকে ঐ দুই উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতে কহিলাম। কিন্তু, তুমি যে আমার ভগিনী একথা প্রকাশ করিলাম না। মনে বড় সাধ আছে, তুমি আসিলে সকলকে আনাইয়া পরিচয় দিব। এই আমার উপযুক্ত সময় হইয়াছে, একবার জ্যেষ্ঠা দুঃখিনী ভগিনীকে দেখাদিয়া সুখিনী কর। আমি পতি-পরিত্যক্তা অতিদুঃখিনী; তাহার বিবরণ এই; (এই বলিয়া আত্মবিবরণ লিখিলেন)। অবশেষে লিখিলেন-আসিবার কালে তোমাদিগের পরমগুরু শ্রীকণ্ঠ স্বামীকে আনিবে। তাঁহাকে দেখিলে আমি কৃতার্থ হইব। শুনিয়াছি সম্প্রতি কাশীধামে মাতা মহাশয়ার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

তোমার দুঃখিনী ভগিনী
শ্রীমতী-সরোজবাসিনী-দেবী,
আশ্রম-দাক্ষায়ণী তীর্থ
কিরাত রাজ্য।

পত্র পাঠে কনক-নলিনী বিস্ময়সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল শূন্য নয়নে মালতীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে এক

পরিচারিণীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি যত শীঘ্র পার একবার প্রাণপতি বাজিরাওকে প্রণাম জানাইয়া আমার নিকট ডাকিয়া আনহ। আজ্ঞামাত্র পরিচারিণী তথায় গমন করিল। ক্ষণ কাল মধ্যে বাজিরাও উপস্থিত হইলে, কনক-নলিনী কোন কথা না কহিয়া সরোজের পত্রখানি হস্তে দিয়া কহিলেন, পাঠ করুন, বাজিরাও-পত্রপাঠে সবিস্ময়ে একটু হাস্য করিলেন। হাসির কারণ, ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করাতে ব্রাহ্মণ-সমাজে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এক্ষণে সে সন্দেহ অপনীত হইল। ভৈরব দেব, সুব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত, এবং সদ্বংশসম্ভূত, ইহা তিনি বিজয়পুর বৃত্তান্তে বিশেষ অবগত আছেন। এই বংশের কন্যা বিবাহ করা সকলের অদৃষ্টে ঘটেনা। ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া বাসনাতীত আনন্দ লাভ করিলেন। পত্র পাঠে কনক-নলিনীকে কহিলেন প্রিয়ে! রাধামণি কি আমাদের সংসারে অবস্থান করিতেছে? কনক-নলিনী কহিলেন আজ্ঞা হাঁ, এতচ্ছ্রবণে বাজিরাও বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। বহুক্ষণের পর রাধামণিকে লইয়া অন্তঃপুরে আগমন করত কনক-নলিনীর সহিত এক নির্জ্জন গৃহে গমন করিলেন। এবং রাধামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাধামণি? আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব তদুত্তরে কদাচ মিথ্যা কহিওনা, যদি মিথ্যা কহ প্রাণ দণ্ড করিব। সত্য কহিলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইব। রাধামণি কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল আজ্ঞা করুন কি বলিব; বাজিরাও কহিলেন তুমি কনক-নলিনীর জন্মবৃত্তান্ত কিজান, এবং ইঁহাকে লইয়া কি করিয়াছিলে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। আজ্ঞা মাত্র রাধামণি যথাযথ সমস্ত বলিল, কিছুই গোপন করিল না। সরোজের পত্রের সহিত অবিকল মিলিয়া গেল। শুনিয়া বাজিরাওয়ের আনন্দের সীমা রহিলনা। কনক-নলিনীর

নয়ন-যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বাজিরাও নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। তৎপরে হেমাঙ্গী মালতীকে সরোজের সম্পর্কে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বৃত্তান্ত সকলেই অবগত হইল।

দুই একদিন পরে পতিব্রতা কনক-নলিনী ভগ্নীকে দেখিবার নিমিত্ত একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আর বাজিরাওকে কহিলেন স্বামিন্! কাশীতে আমার পিতার অন্বেষণে লোক পাঠাইয়া দিউন। গুরুদেব শ্রীকণ্ঠস্বামীকে সংবাদ দেন। এবং তৎপর দাক্ষায়ণী তীর্থ গমনের উদ্যোগ করুন। বাজিরাও কহিলেন প্রিয়ে! বলিবার অপেক্ষা রাখি নাই। গুরুদেব শ্রীকণ্ঠস্বামীকে স্বয়ংই কাশীধামে গিয়া আপনার জনকমহাশয়ের, অনুসন্ধান করতঃ তাঁহাকে লইয়া উক্ত দাক্ষায়ণী তীর্থে যাইবার নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে দূত প্রেরণ করিয়াছি। আমাদের যাইবারও সমস্ত, উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছি।

ক্রমশঃ সমস্ত আয়োজন হইলে বাজিরাও; সনৎকুমার, নগবালা, কনক-নলিনীকে এবং রাধামণিকে সঙ্গে লইয়া মহা সমারোহে দাক্ষায়ণী তীর্থে রামদেব ও মালতী প্রদর্শিত পথে গমন করিলেন। কিছু দিনান্তরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন সরোজ-বাসিনী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি মন্দির মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। কমল পীড়িত অবস্থায় কাল যাপন করিতেছেন। সন্ন্যাসিনী মুক্তকেশী কেবল সরোজের আজ্ঞাক্রমে "কনক-নলিনীর দর্শন পর্য্যন্ত থাকিব" স্বীকার করিয়া কমলের সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। তথায় আর কেহ নাই।

প্রথমতঃ মহারাষ্ট্রাধিপতি বাজিরাও দাক্ষায়ণী তীর্থে উপস্থিত হইলে মুক্তকেশী ত্বরায় রাজদর্শনে আগমন করিল। মহাবীর

বাজিরাও তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণে তাহাকে কনক-নলিনীর নিকট লইয়া গেলেন। মুক্তকেশী তাঁহাকে দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল। কনক-নলিনী তাহার অবস্থাবলোকনে কহিলেন সন্ন্যাসিনি! তুমি কি আমায় কোথাও দেখিয়াছ; অবাক্ হইয়া নিস্পন্দ নয়নে দর্শন করিতেছ কেন? মুক্তকেশী কহিল দেবি! বলিতে ভয় করি, আমার অন্তর কাঁপিতেছে, আপনাকে যেন চেন চেন করিতেছি। কনক-নলিনী কহিলেন চেনত বল আমি কে? মুক্তকেশী কহিল আপনি বৈজয়ন্ত পুরারিপতি মহারাজ জয়ন্তদেবের কন্যা; নাম হেমাঙ্গী; এই কালে হেমাঙ্গী রাধামণিকে আহ্বান করিলেন, সে-নিকটে আসিলে কহিলেন তুমি এই রমণীকে চেন কি? মুক্তকেশী কহিল চিনি; ইহার নাম রাধামণি; কথিত রাজ-বাটীর প্রধানা ধাত্রী;

হেমাঙ্গী। ইহার সহিত তোমার কোথায় প্রথম আলাপ হয়?

মুক্তকেশী। আনন্দরামের কুটীরে।

হেমাঙ্গী। তবে আমি কে? সত্য কহিবে কোন ভয় নাই, মিথ্যা কহিলে বিশেষ দণ্ড হইবার সম্ভাবনা

মুক্তকেশী সভয়মনে সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তচ্ছ্রবণে মহারাজ বাজিরাও এবং মহারাণী কনক-নলিনীর মনে আর কোন সংশয় রহিলনা। স্থিরভাবে মুক্তকেশীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হেমাঙ্গী কহিলেন মুক্ত! এখন বল দেখি আমি পরমাসতী সরোজ-বাসিনীর কে?

মুক্ত। আপনি স্বর্গস্থা সরোজবাসিনীর সহোদরা ভগিনী; এই বলিয়া চরণ তলে পতিত হইয়া কহিল দেবি! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে হেমাঙ্গী বলিয়াই জানিতাম; আপনার যে নামের পরিবর্ত্তন হইয়া মহারাজ বাজিরাওয়ের

সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন, ইহা স্বপ্নেও জানিনা। দেবী সরোজ-বাসিনী কোনকালে আপনার কোন কথা বলেননাই। কেবল যে দি মালতীর হস্তে কি লিখিয়া দিয়া তাহাকে আপনার নিকট প্রের করেন, সেই দিন আমায় কহিয়াছিলেন মুক্ত! দিন দিন আমা অবস্থা অতি মন্দ হইতে চলিল, আর যে অধিক দিন জীবি থাকিব এমন বোধ হয়না। সে যাহাই হউক আমি মহারাষ্ট্রে মহারাণী কনক-নলিনীকে এখানে আসিতে পত্র লিখিলাম, ইহা মধ্যে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তথাচ তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিওনা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তবে অন্যত্র যাইবে, আমি তাঁহা আজ্ঞাক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইলেও আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয় অত্র স্থানে অপেক্ষা করিতেছি। ইহার ভিতর যে এতদূর রহস আছে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতে পারিনাই, আর তিনিও কথা প্রকাশ করেননাই। দেবি! আমায়ক্ষমা করুন। কনক-নলিনী ভগিনীর মৃত্যু সংবাদে অধীর হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে কিরূপে মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া, সরোজ-মূর্ত্তি ও কমলকে দেখিতে দেবী-গৃহে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে বাজিরাও কহিলেন মুক্ত! এক্ষণে তুমি কোন কথা কমলের নিকট প্রকাশ করিওনা; উপযুক্ত সময়ে আমরাই পরিচয় প্রদান করিব, এই বলিয়া মুক্তর সহিত অন্যান্য সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়া কে দেখিতে চলিলেন। সনৎকুমার প্রভৃতি পুরুষগণ এবং লা প্রভৃতি রমণীগণ সকলেই কমলকে দেখিতে চলি- ন। গিয়া দেখেন কমল মৃত্যু শয্যায় শয়ান, রোগের যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছেন, আর এক এক বার স্বর্ণময়ী সরোজমূর্ত্তি ম করিয়া কত কি বলিতেছেন। মহারাজ বাজিরাও নিকটে গিয়া আহ্বান করিলে কমল কহিলেন আপনি কে? সনৎকুমার উত্তর করিলেন ইনি মহারাষ্ট্রাধিপতি মহাবীর বাজিরাও, আর ইনি

ইঁহার সহধর্ম্মিণী নাম কনক-নলিনী ; আমরা সকলেই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। শ্রীচরণে সকলে প্রণাম করিতেছেন আশী-র্ব্বাদ করুন। কমল কহিলেন আমি অতি সামান্য কীট, আমাকে দেখিতে প্রবল প্রতাপশালী বাজিরাও আসিবেন এ—কথা অগ্রাহ্য ; সনৎ কহিলেন আপনাকে দেখিতেও বটে, আর পতি ব্রতা সরোজ-বাসিনীকে দেখিতেও বটে ; কমল কহিলেন হে মহারাজ বাজিরাও ! অয়ি মহারাণি কনক—নলিনি ! আপনাদিগের সহিত কি সরোজের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে ? বাজিরাও কহিলেন মহাত্মন্ ! সে—সকল অনেক কথা ; সময়ে বলিব, আপনি স্থির হউন, বড় কষ্ট হইতেছে। এই সময় হেমাঙ্গী নিকটে গিয়া কমলের গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কমলাকান্ত কনক—নলিনীর মুখ কমল দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন— দেবি সরোজ-বাসিনি ! আর বার যে তুমি এ হতভাগ্যকে দর্শন দিবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। স্বর্গবাসিনী হইয়াও কি, এ-পামরকে বিস্মৃত হও নাই ? অথবা সতীপতিব্রতার পতির প্রতি যেমন যত্ন, তেমন যত্ন বুঝি আর কোন ভুবনে [illegible] প্রতিও নাই। যদি দয়া করিয়া স্বর্গ হইতে আগমন করিয়াছ, তবে আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আর আমি এ-পাপ পৃথিবীতে থাকিব না। তোমার অভাবে বড়ই কষ্ট হইতেছে। আমি ঘোর পাপী ; তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া না গেলে, আমার স্বর্গলাভ হইবে না। রে মনে তুমি কি সত্য সত্যই স্বর্গ হইতে আসিয়াছ ? কোন্ দয়াময় নিরীক্ষণ অমৃত বৃষ্টি করিয়া তোমায় বাঁচাইয়াছেন ? দেবি ! এ-জন্মমুক্ত ! যে, শুষ্ককাষ্ঠ সংযোগে তোমার এ-কোমল দেহকে প্রবল জ্বালা ভস্মীভূত করিয়াছে। সর্ব্বভুক্ তোমার ঐ পবিত্র অঙ্গ যে আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়াছেন ! দেবি ! তোমার সেই হৃদয় বিদারিণী সন্ন্যা-সিনীর বেশ ভূষা, আমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছে বলিয়াই কি